মনুষ্যত্বের আদর্শ লইবার কালে কবিকে তাঁহার ছবি গুলি চিত্রিত করিতে হইবে, তখন তিনি শুদ্ধ অসাধারণতা দোষে কোন একটী বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহার বর্ণনা বলে যদ্যপি তিনি পাঠকের হৃদয়কে সাধারণ সমভূমি হইতে উন্নত করিয়া তুলিবেন বলিয়া স্বীয় পদগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি মনুষ্য জাতির কোন সম্বন্ধের বিষয় উপেক্ষা করিতে পারেন না। যেখানে ধর্ম্মোপদেষ্টার কথা গিয়া পৌঁছিতে পারেনা, সেখানে যখন তাঁহার স্বর গিয়া পৌঁছিবে, তখন তিনি এ সম্বন্ধে আত্মকর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে পারেন না। এই বিষয়ে উপেক্ষা করাতেই "কাব্যালাপাং শ্চ বর্জ্জায়েৎ" বলিয়া কাব্য পাঠ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দাস প্রভুর সম্বন্ধকে প্রীতির বর্ণনার বিষয় করাতে প্রথমেই এই আপত্তি উত্থিত হইতেছে। দাস ও প্রভুর মধ্যে প্রীতির উচ্চ বিকাশ অসাধারণ। সচরাচর দাস সকল অতি মূর্খ, যৎসামান্য অর্থের জন্য আপনাদিগের স্বাধীনতা বিক্রয় করে, প্রভুও নিষ্ঠুর ভাবে অর্থের বিনিময়ে পরিশ্রম গ্রহণ করেন। এ দুয়ের মধ্যে নিঃস্বার্থ প্রীতি কি প্রকারে সম্ভাবিত হইবে? সত্য বটে সাধারণতঃ এই প্রকারই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দাস প্রভুর উচ্চতর প্রীতি সম্বন্ধে অসাধারণ দৃষ্টান্তেও আছে। তুলনায় সম্পতী মধ্যে প্রীতির উচ্চ বিকাশ সাধারণ বটে, কিন্তু কাব্যে বর্ণনীয় তাহার অসাধারণ বিকাশ। যদি পৃথিবীতে দাস প্রভুর প্রীতির উচ্চ বিকাশের কোন দৃষ্টান্ত না থাকিত তবে এ প্রকার আপত্তি শোভা পাইত। যখন দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক দাস প্রভুর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল সাধন করিয়াছে, প্রভুও দাসের জন্য যথেষ্ট ক্লেশভার বহন করিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধকে বর্ণনায় বিষয় হইতে অন্তরিত করা কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নয়। কোন কাব্য দাস প্রভুর প্রীতি উপলক্ষ করিয়া বর্ণিত হইতে পারে না, সুতরাং তাহারা রসত্ত গ্রহণ নিষ্ফল এ আপত্তি কার্যকর বোধ হয় না। কাব্যে বর্ণনীয় বিষয় অনেক থাকে। নায়কের জীবনের সমুদায় ঘটনার সঙ্গে প্রীতিমান দাসের অতি নিকট সম্বন্ধ। সেই সকল বিবিধ ঘটনার মধ্যে যদি সেই দাস প্রীতি সমুচিত ব্যবহার অসাধারণ ভাবে প্রদর্শন করিতে পারে, তবেই তাহার কাব্যে প্রধান পদ লাভ হইল। বৎসল রসসম্বন্ধেও যখন এই

একই আপত্তি উত্থিত হইতে পারে. তখন বৎসল রস যদি রস মধ্যে গণ্য হয়, ইহা সম্ভ্রম প্রীতি রস মধ্যে কেন পরিগণিত হইবে না ?

সম্ভ্রম প্রীতি রস স্থাপন করিতে গিয়া আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে হইল। না বলিলে নয় এই জন্য বলিতে হইল। যখন লোকের চিরপরিচিত পথে পদচারণা করা যায়, তখন যুক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় না। পরিচিত পথ ছাড়িয়া গেলেই, অনেক কথা বলিয়া উহার ঔচিত্য প্রদর্শন করিতে হয়। সে যাহা হউক, এখন আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

সম্ভ্রম প্রীতির অবলম্বন প্রভু। প্রভুকে অবলম্বন করিয়া যখন এই প্রীতির উদ্রেক হয়, তখন প্রথমতঃ তাঁহার কি কি গুণ বর্ণনীয় তাহাই অগ্রে বিচার্য্য। প্রথমতঃ প্রভুর দাসের প্রতি নিয়ত কারুণ্য প্রকাশ করা আবশ্যক। এই করুণার সঙ্গে যদি দৃঢ় প্রীতি অবস্থিতি না করে, তবে তাহা দৌর্ব্বল্যে পরিণত হয়। আমরা করুণরসের সঙ্গে দৃঢ়ব্রতত্ব গুণের একত্র কেন উল্লেখ করিলাম, পাঠিকাগণের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। প্রভুর স্বীয় ব্যবহার যদি অব্যবস্থিত হয়, তিনি যতই কেন করুণ হউন না, দাসের সম্ভ্রম আকর্ষণ করিতে পারেন না। দাস যদি জানে আমার প্রভু যাহা বলিতেছেন, যাহা করিতেছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত, সত্যসঙ্গত, ইহার ব্যতিক্রম তাঁহার দ্বারা কখন সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহার বাক্য ও আচরণে তাহার শ্রদ্ধা হয় এবং তাঁহার ব্যবহার সুমিষ্ট করিয়া তুলে। প্রভু এক দিকে যেমন দৃঢ়ব্রত হইবেন, তেমনি তাঁহার ক্ষমাশীলতা এবং শরণাগত পালকত্ব গুণ থাকা আবশ্যক। তিনি সর্ব্বদা দাসের প্রতি অনুকূল, সত্যবাক্, শুভকারী, প্রণতানুহৃৎ, প্রতাপী, ধার্ম্মিক, শাস্ত্রবিৎ, বদান্য, তেজস্বী, কৃতজ্ঞ, প্রেমবশ্য ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হইবেন। অন্যান্য গুণ গুলি দেখিবা মাত্রই দাসের প্রতি প্রভুর উপযোগী গুণ বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু দাসের প্রতি প্রভুর কৃতজ্ঞতা—ইহা শুনিতে একটু অসংলগ্ন বলিয়া প্রতীত হয়। ফলতঃ এ গুণ না থাকিলে আর সকল গুণ দাসের চিত্তাকর্ষণে সক্ষম হয় না। যেখানে কৃতজ্ঞতা নাই, সেখানে উল্লিখিত অন্যান্য গুণ গুলিও স্থান পায় না। দাস প্রভুর জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিল, শরীরের শোণিত ক্ষয় করিতে কুণ্ঠিত হইল না, অথচ প্রভু সে সকল অবশ্য প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন, কিছুমাত্র তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইলেন না, এস্থলে পরস্পরে প্রীতিসঞ্চার অসম্ভব।

দাস পরিশ্রম করিয়া প্রভুর পরিশ্রম ন্যূন করিয়া দিল, তাঁহার মূল্যবান সময় অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত করিবার সহায়তা করিল, দুঃখ বিপদের সময় স্বয়ং দুঃখাপদ স্বীকার করিয়া তাঁহার দুঃখ বিপদ লঘু করিল, যে অবস্থায় অন্য সকলে পরিত্যাগ করিল, সে সময়ে বিশ্বস্ত ভৃত্য স্বীয় প্রভুকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিল না, সঙ্কট সময়ে উপযুক্ত পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করিয়া প্রভুকে সঙ্কটোত্তীর্ণ করিল, এই রূপ নানা প্রকার উপকারে যদি প্রভুর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার না হয়,তবে তিনি দাসের কেন—কাহারও প্রীতিপাত্র হইতে পারেন না। এই একটীর অভাবে আর সকল গুণই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কৃতজ্ঞতা প্রীতিরই মানদণ্ড মাত্র, যেখানে কৃতজ্ঞতা নাই, সেখানে প্রীতিরও অভাব।

প্রভুর গুণের বিষয় আমরা এক প্রকার উল্লেখ করিলাম, এখন দাসের কি প্রকার গুণ থাকা আবশ্যক, তাহাও সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। বিনীত ও বাধ্য ভাব দাসের সর্ব্ব প্রধান গুণ। এই গুণ দ্বারা সে প্রভুর চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। দাস যদি প্রভুর নিয়ত আজ্ঞানুসারী হয়, সর্ব্বদা সকল বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়, বিনয় নম্র ব্যবহারে প্রভুর প্রীতিলাভ করে, তবে আর তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। প্রভু বিপদাপন্ন হইলে যে দাস আপনাকে বিপন্ন মনে করে, প্রাণাত্যয়েও তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সম্পদ বিপদ সকল সময়েই যাহার প্রভুর প্রতি অনুরাগ অপ্রতিহত থাকে, সেই দাস প্রভুর অবশ্য প্রীতিপাত্র। প্রণয়ের একটী আশ্চর্য্য গুণ এই যে, প্রীতিপাত্রের অভাব সকল বাক্যে জ্ঞাপন না হইলেও প্রীতি প্রভাবে অনায়াসে সে সকল জানিতে পারে। এই জন্য প্রীতিমান্ দাস সর্ব্বদা আপনার প্রভুর অভাব সকল বিলক্ষণ অবগত থাকে। ঐ সকল অভাবের বস্তু যোগাইতে তাহার ইঙ্গিতেরও প্রয়োজন হয় না। দাস প্রীতিপ্রভাবে প্রভুর চিত্তজ্ঞ হয়, এবং চিত্তজ্ঞতা গুণে সে অনায়াসে প্রভুর চিত্ত অপহরণ করে।

দাস চারি প্রকার :—অধিকৃত, আশ্রিত, পার্ষদ এবং অনুগত। যাহারা প্রভুর নিকটে কোন কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া তৎ সাধনে নিযুক্ত থাকে, তাহারা অধিকৃত। যাহারা স্বয়ং আসিয়া শরণাপন্ন হয়, তাহারা আশ্রিত। যাহারা প্রভুর সঙ্গে নিয়ত অবস্থিতি করে, তাহারা পার্ষদ। যাহারা সর্ব্বদা প্রভুর সেবায় অনুরক্ত, প্রভুর যখন যাহা প্রয়োজন তখন তাহাই নির্ব্বাহ করে, তাহারা

অনুগত। এই সকল দাসে ক্রমে প্রেম, স্নেহ ও অনুরাগ উপস্থিত হয়। প্রভুর প্রতি সম্ভ্রম যখন বদ্ধমূল হয়, আর ত্রাস হইবার আশঙ্কা থাকে না, তখন উহা প্রেমে পরিণত হয়। প্রেম দ্বারা চিত্ত যখন একেবারে দ্রবভাব ধারণ করে, তখন তাহাকে স্নেহ এবং যখন প্রীতিপাত্রের জন্য দুঃখ সুখ বলিয়া অনুভূত হয়, তখন তাহাকে অনুরাগ বলা যায়। আলঙ্কারিক রীতিতে নির্ণয় করিতে হইলে স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব সঞ্চারিভাব পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুসরণ করিয়া এই রূপ বলিতে হয়। সম্ভ্রম প্রীতিতে সম্ভ্রম স্থায়ীভাব; প্রভু অবলম্ব ভাব, অনুগ্রহ তাঁহার সহবাস সংসর্গ প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব; সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুর নিয়োগ বহু মনে করা, প্রভুর যাহারা বশম্বদ তাহাদিগের প্রতি প্রেম ও সম্পূর্ণরূপে ঈর্ষার অভাব ইত্যাদি অনুভাব, হর্ষ, গর্ব্ব, নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য চিন্তা, স্মৃতি, প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব। (ক্রমশ)

আবর্ত্ত।

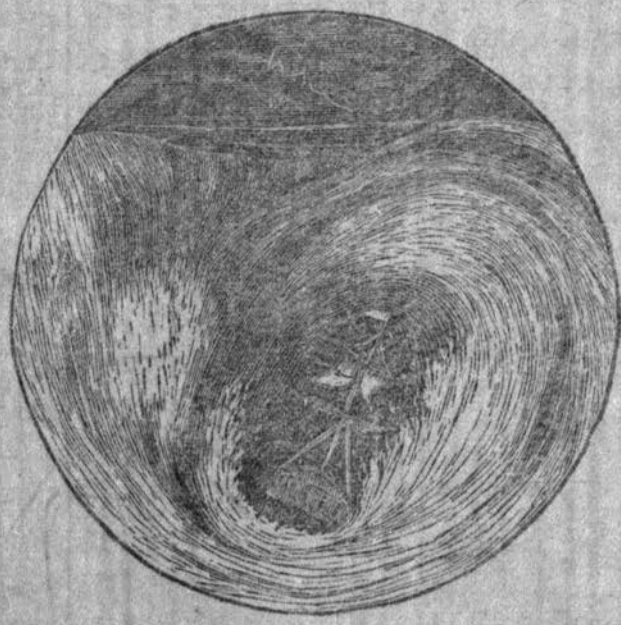

বিশ্বাধিপতি এই পৃথিবীর কত বস্তুতে যে কত প্রকার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহা মনুষ্য যত দর্শন করে ততই তাঁহার অসীম শক্তিসাগরে নিমগ্ন হইয়া আপনার ক্ষুদ্র বল বুদ্ধিকে ভুলিয়া যায়। এমন যে প্রকাণ্ড তিমি মৎস্য যে অর্ণবপোতের ন্যায় আপনার সুবৃহৎ দেহ সাগরজলে বিস্তৃত করিয়া রাজ পরাক্রমের সহিত জলরাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকে, জলের মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর জল আছে, যেখানে ঐ তিমি একবার উপস্থিত হইলে রসাতলশায়ী হয়, আর জলের উপরিভাগে উত্থিত হইতে পারে না। উপরে যে ছবিটী রহিয়াছে উহা একটী আবর্ত্ত, উহার জল নিয়ত ঘূর্ণায়মান হইতেছে। যে কোন বস্তু উহার উপরে যায়, স্থির হইয়া থাকিতে বা উহার টান এড়াইয়া অন্য স্থানে আর যাইতে পারে না। গভীর জলরাশির অদ্ভুত টানে সেই বস্তু ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে ক্রমে গভীর জলগর্ভে নিমগ্ন হইতে থাকে। ঐ দেখ প্রকাণ্ড অর্ণবপোতখানি উহার উপরে পড়িয়া কিরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে! জলের মধ্য হইতে যেন কোন ভীমপরাক্রম জলরাক্ষসী উহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত প্রবলবেগে জলের ভিতর টানিয়া লইতেছে। তিমি মৎস্য জলে ক্রীড়া করিতে করিতে কখন ঐ আবর্ত্তে পতিত হইলে একবারে প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া জলের সহিত তুমুল যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়। তাহার বৃহৎ দেহের আঘাতে জলরাশি চতুর্দ্দিকে তোলপাড় হইতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই ঘূর্ণী রাক্ষসীর গ্রাস হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই। আবর্ত্ত আপনার ভয়ঙ্কর শক্তিতে দুর্জ্জয় জন্তুসকলকে অর্ণবপোতের ন্যায় গর্ভসাৎ করিয়া ফেলে।

নরওয়ের নিকটে উত্তর মহাসাগরে মালষ্ট্রম নামক একটি আবর্ত্ত আছে। উহা পৃথিবী মধ্যে সর্ব্ব পেক্ষা ভয়ঙ্কর ও প্রসিদ্ধ। উপরে উহার ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। ঐ সাগরের মধ্যে দুইটী দ্বীপ আছে,সেই দ্বীপদ্বয়ের মধ্যে একটী গভীর প্রণালী আছে,তাহার জল ৬ ঘণ্টা কাল উত্তর দক্ষিণে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। যে সময়ে জলের স্রোত অধিক প্রবল হয়, কিম্বা বায়ু অধিক বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই সময় জলঘূর্ণন উপস্থিত হইয়া থাকে। যখন ঘূর্ণন প্রচণ্ড ভাব ধারণ করে, তখন ইহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও ভীষণ শব্দে দর্শকগণ বিস্ময়াপন্ন হয়। নায়েগারা নদীর জলপ্রপাত অপেক্ষাও ইহার শব্দ অধিক ভয়ঙ্কর ও অনেক দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার তর্জ্জন গর্জ্জনে প্রস্তরময় উপকূল সকল

যেন কম্পিত হইতে থাকে। ঐ ঘূর্ণী জলের মধ্যস্থল হইতে বহুদূরে একটী প্রবল স্রোত বহিতেছে। তাহার সীমায় কোন জাহাজ আসিয়া পড়িলে একবারে তাহা প্রবলবেগে আবর্ত্তের মধ্যস্থলে আকৃষ্ট হয়। জাহাজের বৃহৎ বৃহৎ পাল দাড় প্রভৃতি যত কেন তাহার প্রতিকূলে স্থাপন করা যাউক না, কিছুতেই তাহাকে রক্ষা করিতে পারা যায় না। আবর্ত্ত সমুদ্রগর্ভস্থ প্রস্তরময় পাহাড়ের গায়ে জাহাজকে পুনঃ পুনঃ আছড়াইয়া চূর্ণ করতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড সকল তরঙ্গ দ্বারা উৎক্ষেপ করিয়া থাকে। বৃহৎ তিমিকেও এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া এককালে হত হইলে উপকূল নিক্ষেপ করে। ভল্লুক প্রভৃতি ইতর প্রাণী সকল এক দ্বীপ হইতে অপর দ্বীপে যাইবার নিমিত্ত সাঁতার দিবার সময় এই জলস্রোতের টানে পড়িয়া প্রাণভয়ে একবারে ভয়ঙ্কর রবে চীৎকার করিতে থাকে এবং প্রাণ-রক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই রক্ষা পায় না। পরিশেষে প্রবল প্রচণ্ড ঘূর্ণনের গর্জ্জন ও আকর্ষণের মধ্যস্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়া গভীর জলগর্ভে নিমগ্ন ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভূমধ্যস্থসাগরে শিশিলি দ্বীপের নিকট চেরিবডিস নামে একটী আবর্ত্ত আছে। কিন্তু তাহা মালষ্ট্রমের মত ততদূর ভয়ঙ্কর নহে এবং সেখানকার জল সম্পূর্ণ বৃত্তা-কারে ঘূর্ণিত হয় না। অনেক নদী মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্ত আছে। আমাদের ভাগীরথী নদীতে টিটেগড় নামক স্থানে 'বিশালাক্ষীর দহ' নামে একটী আবর্ত্ত আছে, তাহার জল নিয়ত উচু নিচু হইতেছে। বোধ হয় যেন কোন গুপ্তশক্তি জলমধ্যে থাকিয়া জলরাশি আন্দোলন করিতেছে। উহার উপর নৌকা গেলে তুফানে যেমন নৌকা অস্থির হইয়া একবার উচু ও একবার নীচু হয় ও জল উঠিতে থাকে, ঠিক সেইরূপ হয়। পলতার নিকট যেখানে গঙ্গাজল পরিষ্কৃত হইয়া নলের দ্বারা কলিকাতায় আনীত হয়, সেইখানে 'কপালেশ্বরের ঘোল' নামে একটী আবর্ত্ত আছে, তাহাতে প্রথমতঃ একটী ঢেউ উঠিতে দেখাযায়। সেই ঢেউ অত্যন্ত দ্রুতবেগে অনেক দূর হইতে একটা বৃহৎ চক্রের আকার ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শোঁ শোঁশব্দে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র করিয়া পরিশেষে একটী ক্ষুদ্রতম চক্রে পরিণত হয় এবং কল কল শব্দ করিতে করিতে অত্যন্ত জোরের সহিত জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এমন জোরে জল ভিতরে প্রবেশ করে, যে চতুর্দ্দিক অপেক্ষা সেই স্থানটা অত্যন্ত নীচু হইয়া যায়।

কোন বস্তুতে আশ্চর্য্য কোন শক্তি দেখিলে মনুষ্য অজ্ঞানতা বশতঃ তাহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া আপনাদের বুদ্ধিশক্তি অনুসারে নানা প্রকার ঘটনা কল্পনা করিয়া থাকে। এই সকল আবর্ত্তের ভয়ঙ্কর শক্তি দেখিয়া পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের মনুষ্যগণ ইহাতে অদ্ভুত ঘটনা ও দৈবশক্তি প্রভৃতির আরোপ করিয়াছে। খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার সন্নিকট চারঘাট নামক একটী স্থান আছে। তাহার নিকটে একস্থানে যমুনা নদী ইছামতীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। সেইস্থানে 'হরেসুঁড়ির দহ' নামে একটী ক্ষুদ্র আবর্ত্ত আছে। এইরূপ প্রবাদ যে চারঘাটের ঠাকুরবার নামক পীর হরে সুঁড়ি নামক এক ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সপরিবারে ঐ স্থানে জলে ডুবাইয়াছেন। সমুদ্রের গর্ভে স্থানে স্থানে পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের গায়ে গহ্বর থাকে। সেই সকল গহ্বরে ঢেউ সকল যখন আঘাত করিতে থাকে, তখন একটা গম্ভীর শব্দ উত্থিত হয় এবং পাহাড়ের উচ্চ নীচতার জন্য তরঙ্গ সকল সেই স্থানে অত্যন্ত উচ্চ নীচ হয় এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা কত স্থানে কত প্রকার রহিয়াছে! মনুষ্যেরা যে পরিমাণে বুদ্ধিশক্তি মার্জ্জিত করিতেছে, সেই পরিমাণে তাহার কারণ বুঝিতে সমর্থ হইতেছে। যশোহর জেলার মধ্যে বরিশাল নামক স্থানে কামানের তোপের ন্যায় একটা গভীর শব্দ দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ শুনিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধান দ্বারা এইরূপ নির্ণয় হইয়াছে যে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে কোন পাহাড়ের গহ্বরে ঢেউ লাগিয়া এইরূপ শব্দ হইয়া থাকে।

আবর্ত্ত সকলের যতদূর কারণ বর্ত্তমান সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জলের মধ্যে পাহাড় প্রভৃতির অবস্থিতি, সরল স্রোতের গতিরোধ বা বাধা দিবার কোন প্রকার হেতু অথবা একদিকে সরলগতি হইতে ২ একবারে অন্যদিকে জলের বক্রগতি প্রভৃতি প্রধান হেতু বলিয়া প্রতীত হয়। যাহা হউক আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত কত গূঢ় কারণ হইতে কত ব্যাপার নিয়ত এই পৃথিবীতে সংঘটিত হইতেছে, কে তাহা বুঝিতে পারে?

কি সুখ আমার। (১)

১

এইত শরত কাল পুনরায় আইল।
নিরমল শশধর গগনেতে উঠিল॥
অসংখ্য নক্ষত্র রাজী হাসি ২ ফুটিল।
অপরূপ বেশে ধরা পুনরায় শোভিল॥

২

এইত শরত কাল পুনরায় আইল।
অভাগীর মন আশা তথাপি না পুরিল।
সুন্দর শশাঙ্ক আজি করি দরশন
শৈশবের কথা হৃদে হইল স্মরণ।

৩

বহিল সুদীর্ঘ শ্বাস সে সব স্মরিয়া,
বহুদিন সুখ স্বপ্ন গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
নীরবেতে অশ্রুবিন্দু হইল পতন,
কিবা সুখে এ সংসারে রয়েছি এখন?

৪

অভাগীর এ দুঃখের নাহি অবসান
এ জীবনে আর সুখ পাব না কখন
অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ তাঁহার আনন
এ জীবনে আর নাহি পাব দরশন।

৫

প্রাসাদ উপরে বসি পুলকিত মনে
বলিতাম কত কথা শুনিত যতনে,
মৃদু ২ সমীরণ নীরবে বহিয়া
তাপিত জনের জ্বালা যাইত লইয়া।

(১) এ লেখাটী অতি সুন্দর হওয়াতে আমরা সম্পাদকীয় স্তম্ভে গ্রহণ করিলাম। বা, বো, স।

৬

পূর্ণিমার নিশাকালে বিমল বিমানে,
হাসিয়া উদিত বিধু তারকার সনে,
প্রীতিভরে প্রতিবিম্ব চুম্বিত সরসী,
হেলি দুলি তার মাঝে খেলাইত শশী।

৭

হেরিয়া সে সব শোভা জুড়াত নয়ন,
এ সব যাতনা হৃদে ছিল না তখন।
এখন আমার চক্ষে বিষ দরশন,
কিছুতেই না জুড়াল তাপিত জীবন।

৮

কিছুতে মলিন মন হল না শীতল,
যত ভাবি তত বাড়ে যাতনা কেবল,
অবিরত মনে পড়ে পূর্ব্বের সকল,
প্রাণের প্রতিমা মম পবিত্র নির্ম্মল।

৯

যখন বিষাদ ভরে যেতাম সদনে
হাসি মুখে সম্ভাষিত অতীব যতনে,
সকল মনের জ্বালা যাইত নিবিয়া
সরল পবিত্র সেই মূরতি হেরিয়া।

১০

প্রকৃতির নিয়মেতে চলেছে সংসার
তিথি মাস ছয় ঋতু আর সাতবার
নিরন্তর সুনিয়মে হতেছে চালিত
আমার মনের সাধ হলোনা পূরিত।

১১

যদিও নির্দ্দয় তুমি হয়েছ এখন,
তথাপিও কাঁদিতেছি তোমার কারণ,

সতত জাগিছ তুমি অন্তরে আমার
চিন্তার অনলে হৃদি হয়েছে অঙ্গার।

১২

অভাগীর কথা মনে পড়ে কি এখন?
কোমল অন্তর এবে পাষাণ মতন
নিরাশ সাগরে সুখ করি বিসর্জ্জন
কঠিন শিলার তুল্য করিয়াছ মন।

১৩

কিবা দোষে দোষী আমি নিকটে তোমার?
কেবল সহিছি নাথ যাতনা অপার,
মোর তরে নেত্র বারি করিও মোচন,
এ সংসারে অভাগীর কে আছে আপন?

১৪

যত দিন এ জগতে থাকিব বাঁচিয়া,
নিয়ত হৃদয়ে তুমি থাকিবে জাগিয়া
স্মৃতির তুলিতে যাহা এঁকেছি অন্তরে
সেই মূর্ত্তি চিরদিন রাখিব আদরে।

১৫

আর কোন স্থান নাহি পাইব ধরায়
লভিব স্বর্গের সুখ হেরিলে তোমায়
মুহূর্ত্তের তরে যদি পাই দরশন,
না চাই লইতে হায় কুবেরের ধন।

১৬

মনে রেখ অভাগীরে বিদায় এখন,
চিতানলে এ যাতনা দিব বিসর্জ্জন
আনন্দে ত্যজিব দেহ তোমায় স্মরিয়া
পরকালে বিধি যদি দেন মিলাইয়া।

১৭

নেত্র বারি আর কেন হওরে পতন,
মোর তরে কেহ নাহি করিতে রোদন,
জীবনে নিরাশ এবে প্রণয়ে হতাশ।
চঞ্চল জগতে মম কিবা আর আশ!

১৮

সুখেতে কাটাও তুমি অমূল্য জীবন।
ঈশ্বর সদনে মোর এই নিবেদন।
তোমার সুখের কথা করিলে শ্রবণ,
প্রফুল্লিত হইবেক সন্তাপিত মন,
নীরবে জীবন দীপ নিবিবে যখন,
তখন তোমার মুখ করিব দর্শন।

কৃষ্ণনগরের পরিচিতা পাঠিকা।

পতঙ্গজাতির কার্য্য কারিতা।

প্র। পতঙ্গজাতির প্রধান কার্য্য কি?

উ। পতঙ্গজাতি স্বভাবের প্রধান মেথর বা মলা পরিষ্কারক।

প্র। তাহারা কি মলা পরিষ্কার করে?

উ। সকল প্রকার ক্লেদ, মৃতদেহ এবং গলিত বা পচা বৃক্ষাদি।

প্র। এ সকল পদার্থ দূরীকৃত না হইলে কি অপকার হইত?

উ। তাহারা চক্ষু ও নাসিকার পক্ষে ক্লেশকর হইত এবং পীড়া জন্মাইত।

প্র। পতঙ্গেরা কি প্রকার ক্লেদ পরিষ্কার করে?

উ। পশু, পক্ষী ও সরীসৃপের ক্লে

প্র। কি কি পতঙ্গ ক্লেদ পরিষ্কার করে?

উ। মক্ষিকা এবং গোবর পোকা।

প্র। তারা যে প্রকারে ক্লেদ পরিষ্কার করে, তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

উ। তাহারা ক্লেদ খায় ও ক্লেদের মধ্যে গর্ত্ত খুলিয়া বাস করে, অথচ তাহাদের শরীরে ময়লার একটী দাগও লাগে না।

প্র। কোন্ কোন্ পতঙ্গ মৃতশরীর খায়!

৫। ডাঁশ, গোবর পোকা ও পিপী-লিকা।

প্র। ডাঁশেরা কিরূপে পচা শব পরিষ্কার করে?

উ। তাহারা কেবল মাংসাদি খায় না, তাহাতে ডিম পাড়ে।

প্র। লিনিয়স ডাঁশের বিষয়ে কি বলেন?

উ। একটা সিংহ ও তিনটা ডাঁশে একটা মৃত ঘোড়া এক সময়ে খাইয়া ফেলিতে পারে।

প্র। এরূপ অসম্ভব কথা তিনি কিরূপে বলিলেন!

উ। ৩ টা ডাঁশ ৬০,০০০ ডিম্ব প্রসব করে, তারা ৫ দিনে বড়২ ডাশ হইয়া উঠে।

প্র। গোবর পোকার সংখ্যা কোথায় অধিক?

উ। বড় বড় নগরে।

প্র। তাহাদিগের দ্বারা কি উপকার হয়?

উ। তাহারা মৃত ও জীবন্ত পোকা ধরিয়া খায়, পচা মৃতদেহাদি খায় এবং গৃহের পোকা নষ্ট করে।

প্র। পিপীলিকার সংখ্যা অধিক কোথায়?

উ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে।

প্র। তাহারা কি উপকার করে!

উ। তাহারা দল বাঁধিয়া গৃহস্থের বাটীর ভিতর প্রবেশ করে এবং অল্প-ক্ষণের মধ্যে ময়লা সকল পরিষ্কার করিয়া ফেলে।

প্র। তাহারা কি পরিষ্কার করে?

উ। ইঁদুর, চিটকানা, গোবর পোকা, সোপোকা এবং শম্বুক প্রভৃতি জীবিত বা মৃত হউক, ইহারা আক্রমণ ও ভক্ষণ করে।

প্র। পোকারা পক্ষী প্রভৃতির কঙ্কাল বা হাড়ের গড়ন কিরূপে বাহির করে?

উ। একটী পক্ষীর পালক ছাড়াইয়া একটু মধু মাখাইয়া পিপীড়ার বাসার কাছে রাখিলে খাইয়া পরিষ্কার হাড়ের গঠন বাহির করিয়া দিবে। ধুইয়া পুঁছিয়া মনুষ্য এমন পরিষ্কার করিতে পারে না।

প্র। কোন২ পোকা পচা উদ্ভিদখায়?

উ। মাছি, মশা, পঙ্গপাল ও তুঁত-পোকা।

প্র। মশাদিগের দ্বারা কি বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন হয়?

উ। তাহাদিগের জন্য বদ্ধ জল পচিয়া বায়ুকে দূষিত করিতে পারে না।

প্র। কিরূপে?

উ। তাহাদিগের ছানা সকল জলের উপরিস্থ ময়লা পরিষ্কার করে।

প্র। পঙ্গপাল দ্বারা কি কার্য্য হয়? উ। তাহারা আগাছা সকল খা- ইয়া ফেলে এবং তথায় ভাল ঘাস ও শস্য জন্মে।

সেক্রেটিসের চরিত্র ও মৃত্যু।

সক্রেটিস গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী আথেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। উঁহার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি এ পৃথিবীতে অতি অল্পই ছিলেন। গ্রীসদেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্লেটো, জেনোফন প্রভৃতি ইঁহারই শিষ্য ছিলেন। ইনি কেবল অসাধারণ মেধা ও জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন এমত নহে; ইঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্র মনুষ্য জাতির আদর্শস্থল। সক্রেটিসের বিষয়ে অনেক নীতিগর্ভ ও কৌতুককর উপাখ্যান আছে। তাঁহার স্ত্রী জাণ্টিপা অত্যন্ত উগ্রস্বভাব ও কলহপ্রিয়া রমণী ছিলেন। এমন স্বামী পাইয়া তিনি তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন নাই, তিনি প্রায় দর্শন শাস্ত্র ও ধর্ম্মনীতির উপদেশ দিয়া বাহিরে ২ বেড়াইতেন। বাটীতে যখনি যাইতেন, স্ত্রীর নিকট গালি তিরস্কার খাইতেন। বস্তুতঃ জাণ্টিপা তাঁহাকে জ্বালাইয়া বিরক্ত করিবার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু স্বামীর সাগর সমান গম্ভীর প্রকৃতির নিকট তাহা তৃণের আগুণের মত নিষ্ফল হইত। কথিত আছে একদিন জাণ্টিপা ঝঙ্কার ও মহা তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক সক্রেটিসকে গালি দিতে দিতে দেখিলেন, সক্রেটিস একটী উচ্চ বাচ্য না করিয়া গৃহ হইতে চলিয়া যাইতেছেন। তিনি অমনি ছাদ হইতে এক হাঁড়ী মলিন জল স্বামীর মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। সক্রেটিস হাসিয়া কেবল এই কথাটী বলিলেন "এত গর্জ্জনের পর বর্ষণ না হওয়াই আশ্চর্য্য।"

সক্রেটিস যদি স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহাহইলে তাঁহার ধৈর্য্যশীল হওয়া তত আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না, কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি ক্রোধনপ্রকৃতি হইয়াও আপনার চেষ্টায় তাহা সম্পূর্ণ দমন করিয়াছিলেন, ইহা অধিক আশ্চর্য্য। শুনাযায় এক সময় তাঁহার এক ভৃত্য কোন গুরুতর অপকর্ম্ম করাতে সক্রেটিস ক্রুদ্ধ হন এবং তাহাকে বলেন "যদি এখন আমার রাগ না হইত, তোমাকে বিলক্ষণ দণ্ড দিতাম।"

সক্রেটিসের চেহারা অত্যন্ত কদাকার ছিল। একজন গণক লোকের চেহারা দেখিয়া তাহার চরিত্র কিরূপ বলিয়া দিতে পারিত। ঐ গণকের বিদ্যা

পরীক্ষার জন্য কতক গুলি লোক সক্রেটিসকে তাহার নিকট লইয়াযায়। গণক পরীক্ষা করিয়া বলেন "ইহার ন্যায় দুষ্টপ্রকৃতির লোক আর দেখি নাই।" গণকের এই কথায় সকলে তাহাকে ভণ্ড বলিয়া প্রহার করিতে যায়, কিন্তু সক্রেটিস তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন "গণক ঠাকুর ঠিক গণিয়াছেন। আমার প্রকৃতি অত্যন্ত দূষিত, আমার মনে অনেক কুইচ্ছা হয়, আমি অনেক চেষ্টা করিয়া সে সকলকে দমন করি।" (ক্রমশঃ)

বামাগণের রচনাবলী।

পিতৃ বিয়োগে কন্যার খেদ।

পিতা পিতা বলে আমি ডাকি একবার।
জনমের মত দেখা পাইব না আর॥
কোথায় গেলে ওগো পিতা হইয়া নিদয়।
তব কন্যা পুত্র কাঁদে ব্যাকুল হৃদয়॥
উচ্চরবে ডাকি পিতা না পাই উদ্দেশ।
কোথা আছ ওগো পিতা হয়ে ছদ্মবেশ॥
গৃহ দ্বার ছাড়ি পিতা পলায়ন করে।
ভ্রমিছ কি এবে তুমি স্বর্গীয় অম্বরে॥
তনয়া বিদায় দিয়া শ্বশুর ভবনে।
প্রস্থান করিলে পিতা ঈশ-সন্নিধানে॥
অভাগিনী সেই কন্যা এসেছে হেথায়।
চারিদিক নিরখিয়া দেখে শূন্য প্রায়॥
সেই ঘর সেই দ্বার সেই সমুদয়।
পিতা বিহনেতে সব অন্ধকার ময়॥
আদরিণী তব কন্যা হয়েছে আকুল।
বিষাদ সমুদ্রে পড়ি নাহি দেখে কূল॥
কে আর করিবে মোরে আদর সম্ভাষ।
এত দিনে সে আশায় হইনু নিরাশ॥
জন্ম জন্মান্তরে কত পাপ করিয়াছি।
এজনমে তাই আমি পিতা হারায়াছি॥

মম পিতা অদ্বিতীয় স্নেহের নিধান।
করিতেন দেবভাবে মর্ত্তে অবস্থান॥
মর্ত্তের নরকে আর থাকিতে না পারে।
প্রাণ পাখী উড়ে গেলো বায়ুরূপ ধরে॥
এখন হয়েছ পিতা স্বর্গীয় দেবতা।
কাঁদিতেছে তব কন্যা বলে পিতা পিতা॥
পিতা তুমি দয়াময় করুণা সাগর।
দেখিছ কি আমাদের দুর্দ্দশা নিকর॥
বিড়ম্বনা এত ছিল বিধাতার মনে।
আকুল পরাণ যায় পিতা অদর্শনে॥
হায় বিধি তার সনে এত, বিসম্বাদ।
মম সনে তাই একি, সাধিতেছি বাদ॥
কি লাভ হইল তব পিতাকে হরিয়া।
অনাথা দুর্ব্বল জনে বিষাদে মথিয়া॥
কাঁদিতেছি দিনরাত মরমে মরিয়া।
মম প্রাণ বাহিরায় পিতা না দেখিয়া॥
মম প্রাণ বুঝি হবে পাষাণে গঠিত।
তাই এত শোকভারে না হয় চূর্ণিত॥
সবে বলে অবলার কোমল হৃদয়।
তবে কেন এতক্ষণ শোক ভার বয়?
আর যে সহিতে নারি দুঃখের লহরী
এস পিতা দাও দেখা অনুগ্রহ করি॥
কালিঘাটস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের ভূত পূর্ব্ব ছাত্রী।

* এই বালিকাটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া এবং এই তাঁহার প্রথম পদ্য রচনা। ইহার দুই একস্থানেই অতি সামান্য সংশোধন মাত্র করিয়া দিলাম। অভ্যাস করিলে ইনি যে কবিতা রচনায় দক্ষতা লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।
বা, বোং স।

বঙ্গ কামিনীর খেদ।

অস্তাচলে ভানু যবে করিলা গমন,
আরক্তিম রবি-কর হইল যখন।
কমলিনী ম্লান মুখে নত করি শির,
আবরিল আঁখিদ্বয় সলিল ভিতর।
নিশাসহ নিশানাথ নীলাম্বর মাঝে,
তারা গণ সহ আসি সুন্দর বিরাজে।
সরসীর স্বচ্ছনীরে সুনীল গগন,
প্রতিবিম্ব পড়ে কিবা সহতারা গণ।
সরসীর অম্বুরাশি সন্ধ্যা বায়ুভরে,
উথলিছে নভোসহ লহরে লহরে।
এক শশী শত খণ্ড হইয়া কেমন,
ক্ষণপ্রভা রূপ ধরি ঝলসে নয়ন।
কান্ত পেয়ে নলিনীর হরিষ অন্তর,
হাস্য মুখে নৃত্য করে সলিল উপর।
সরসীর চারি ধারে শোভে আহা কিবা,
পুষ্পোদ্যান পুষ্প সহ অতি মনোলোভা।
গন্ধবহ মধু গন্ধ আনিয়ে কেমন,
নাসিকার সার্থকতা করিছে সাধন।
সহকার সহ কত ব্রততী নিকর,
ভাতিয়াছে স্বচ্ছজলে বিম্ব মনোহর।
থেকে থেকে কুহুরবে কোকিল কুহরে,
সুধা যেন ঢেলে দেয় শ্রবণ বিবরে।
সেই সরে ছিল এক মর্ম্মর সোপান,
চন্দ্রমার স্নিগ্ধ করে অতি শোভমান।
আমি তথা একাকিনী নীরবে বসিয়ে,
বঙ্গবালা দুঃখ ভাবি ব্যথিত হৃদয়ে।

কেন বিধি নিরদয় স্বাধীনতা ধন—
হীন করি বঙ্গবালা করিলা সৃজন।
বঙ্গবালা দুঃখ দেখি পুরুষ কঠিন,
নাহি করে দয়া তারে রাখে পরাধীন।
পুরুষেরো বল, বীর্য্য স্বাধীনতা নাই,
গম্ভীরতা, বুদ্ধি, জ্ঞান হারায়ে সবাই।
তাই বুঝি অবলারো করিতে তেমন,
নাহি দেয় বিদ্যা চর্চ্চা করিতে কখন।
কভু যদি পুথি লয়ে বঙ্গাঙ্গনা গণে,
পাঠ করে সযতনে আহ্লাদিত মনে।
তাহাহলে সেই দণ্ডে পতি আসি কাছে,
কাড়ি লন পুথি খানি বিদ্যা শিখে পাছে।
কভু যদি বঙ্গবালা বসিয়া নির্জ্জনে,
স্বভাবের শোভা সব দেখে হৃষ্টমনে।
ঈশ্বরের মনোহর গঠন কৌশল,
ভাবে মনে তাঁহারিত দয়ায়, সকল।
স্থির ভাবে দাঁড়াইয়ে মানবের তরে,
সদা বাঞ্ছা তাহাদেরি উপকার করে।
ইহাতেও বঙ্গবালা শান্তি নাহি পায়,
ত্বরা করি দাসী আসি ডেকেলয়ে যায়।
ঈশ্বরের কীর্ত্তি দেখি জ্ঞান উপার্জ্জনে,
নাহি দেয় অনুমতি বঙ্গবালা গণে।
এইমত কত চিন্তা করিয়া করিয়া,
পড়িলাম সোপানেতে নিদ্রিত হইয়া॥

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।

১৫১ সংখ্যা } ফাল্গুন ও চৈত্র—বঙ্গাব্দ ১২৮২ { ১১শ ভাগ।

সক্রেটিসের চরিত্র ও মৃত্যু।

(২২৫ পৃষ্ঠার পর)

বিনা অপরাধে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হয়, ইহা পাঠিকাগণ শুনিয়াছেন, কিন্তু কি জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ড হয় শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন। তিনি পথে পথে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াই জীবন যাপন করিতেন, তাঁহার উপদেশ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও স্বর্গীয় তেজঃ পূর্ণ ছিল; কোমল প্রকৃতি যুবকগণ তাহা শ্রবণ করিবার জন্য লোলুপ হইয়া দলে দলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। সক্রেটিসের সময়ে এথেন্সের অবস্থা যার পর নাই শোচনীয়। পিলোপনিসীয় যুদ্ধে এথিনীয়দিগের উচ্চগৌরব বার বার খর্ব্ব ও চূর্ণ হইয়া যায়, তদানুষঙ্গিক মহামারীতে এথেন্স মহানগর জনশূন্য হইয়া পড়ে। এই সময় ৩০ জন টাইরাণ্ট বা যথেচ্ছাচারী দেশের শাসনকর্ত্তা। ইহাদিগের নিকট সক্রেটিসের নামে অভিযোগ হইল যে তিনি দেশের যুবকদিগকে বিকৃত মত শিক্ষা দিয়া নষ্ট করিতেছেন। ৩০ জন টাইরাণ্ট পূর্ণ মজলিসে সক্রেটিসের বিচার করিলেন এবং তাঁহাকে অপরাধী স্থির করিয়া প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিলেন। হেমলক নামক এক প্রকার বিষাক্ত লতার রস পান করাইয়া প্রাণ সংহার করা হইত। সক্রেটিসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল, কিন্তু তৎকালে এথেন্সে আর হেমলক বিষ ছিল না। তাহা স্থানান্তর হইতে আনিতে সপ্তাহকাল বিলম্ব হইয়া পড়িল। এই কয়েক দিন সক্রেটিস কারারুদ্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার কারাগৃহ প্রকৃতপক্ষে একটী

বিদ্যালয় ও ধর্ম্মমন্দির হইয়া উঠিল। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী দিন রাত্রি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং তিনি প্রফুল্লচিত্তে তাহাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিবিধ উপদেশ দিতেন। মৃত্যু হইবে বলিয়া তাঁহার কিছুমাত্র চিন্তা হয় নাই; বরং তিনি আনন্দ মনে মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহার এক জন শিষ্য তাঁহাকে বলিল "মহাশয়! আপনি যদি সম্মত হন, আমি আপনাকে কারাগার হইতে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিবার সুবিধা করিতে পারি।" সক্রেটিস তাহার এরূপ অন্যায় প্রবৃত্তির জন্য তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং বলিলেন "তুমি আমাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু এমন একটী স্থান বল দেখি যেখানে পলাইয়া আমি মৃত্যুকে এড়াইতে পারিব। যখন মৃত্যু হইবেই হইবে, তখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সঙ্কোচ কি?" সক্রেটিসের আর এক শিষ্য তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার অবস্থার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়া খেদ করিতেছিলেন "আহা! বিনাপরাধে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হইল।" ইহাতে সক্রেটিস তাঁহাকে বলিলেন "সক্রেটিস অপরাধী হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তুমি কি সন্তুষ্ট হইতে?" সক্রেটিসের মৃত্যুঘটনার পূর্ব্বে যেরূপ অমানুষিক ভাব-প্রদর্শন করেন, তৎসম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা আছে এবং তাঁহার অনেক বাক্য চির স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার প্রিয়তম ও প্রসিদ্ধতম শিষ্য প্লেটো তাঁহার যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে কয়েকটী উপাখ্যান সঙ্কলন করিতেছি।

সক্রেটিস অনেক উপদেশ বাক্য বলিলে শিষ্য ক্রাইটন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে যাঁহারা উপস্থিত তাঁহাদিগকে অথবা আমাকে আজ্ঞা করুন আপনার সন্তানগণ বা অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে কিরূপ কার্য্য করিলে আপনি অধিক সন্তুষ্ট হন।" সক্রেটিস বলিলেন, "আমি যাহা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি, তাহাই বলিতেছি, নূতন কিছুই নয়। যদি তোমরা আপনাদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ, তোমরা আমার নিকট কোন অঙ্গীকারবদ্ধ হও আর না হও, তোমরা যাহা করিবে তাহাই আমার, আমার পরিজনবর্গের এবং তোমাদিগের নিজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। কিন্তু যদি আপনাদিগের প্রতি তাচ্ছিল্য কর এবং আমি এতদিন যে পথ প্রদর্শন করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি তাহার অনুবর্ত্তী না হও, তাহাহইলে তোমরা উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে এখন অনেক অঙ্গী-

কার করিলেও রক্ষা করিবে না।" ক্রাইটন বলিলেন, আমরা আপনার উপদেশমত কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব। পরে উক্ত শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা মৃত্যু হইলে আপনাকে কি রূপে গোর দিব?" সক্রেটিস বলিলেন "যদি আমাকে ধরিতে পার এবং আমি তোমাদিগের হস্ত হইতে পলাইয়া না যাই, যেরূপে তুষ্ট হও সেইরূপে আমাকে কবরসাৎ করিও।" পরে তিনি একটু হাস্য করিয়া আমাদিগকে বলিলেন "বন্ধুগণ! যে সক্রেটিস তোমাদিগের সহিত এখন তর্কবিতর্ক করিতেছে, প্রণালীবদ্ধ করিয়া বাক্য সকল বলিতেছে, সেই যে আমি, ইহা ক্রাইটনকে বুঝাইতে পারিলাম না। কিন্তু তিনি যাহাকে কিছুক্ষণ পরে মৃত দেখিবেন, তাহাকেই সক্রেটিস বলিয়া মনে করিতেছেন, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন আমাকে কিরূপে গোর দিবেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমি তোমাদিগের নিকট দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলিলাম, হেমলক রস পান করিবার পর আর আমি তোমাদিগের সঙ্গে থাকিব না, কিন্তু পুণ্যাত্মা দিগের রাজ্যে প্রস্থান করিব। ইহা তোমাদিগের ও আমার পক্ষে সান্ত্বনাকর হইয়াছে, কিন্তু ক্রাইটনকে বলা বৃথা হইয়াছে। আমি না পলাই এজন্য ক্রাইটন আমার চারকদিগের নিকট জামীন হইয়াছে। তোমরা ক্রাইটনের নিকট ইহার বিপরীতে আমার পলাইবার জামিন হও। আমার মৃত্যু হইলে আর আমি এখানে থাকিব না, লোকান্তরে চলিয়া যাইব, ইহার জন্য জামিন হও, তাহাহইলে ক্রাইটন সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবে এবং আমার শরীর ভূগর্ভস্থ বা ভস্মসাৎ হইতে দেখিলে আমাকে ভয়ানক যন্ত্রণাগ্রস্ত মনে করিয়া শোকার্ত্ত হইবে না। আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় সক্রেটিসকে' বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল বা গোর দেওয়া হইল মনে করিবে না। প্রিয়বন্ধু ক্রাইটন! নিশ্চয় জানিও, যখন আমরা কোন বিঠিক কথা কই, তখন আমাদিগের বাক্যের জন্য যে আমরা কেবল নিন্দার্হ তাহা নহে, তদ্দ্বারা আমরা আমাদিগের আত্মারও অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকি। যাহাহউক এখন আমার প্রফুল্লচিত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। আমি এই মাত্র বলিতেছি আমার শরীর মৃত্তিকাতে সমাহিত হইবে। যেরূপে সমাহিত করা তোমাদিগের অভীষ্ট এবং তোমাদের বিবেচনায় দেশের নিয়মসঙ্গত সেইরূপে করিবে।"

এই সকল কথা বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন এবং গাত্রধৌত করিবার

জন্য গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন, ক্রাইটন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তিনি আমাদিগকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে বলিলেন। আমরা অপেক্ষা করিয়া রহিলাম এবং তিনি যে সকল উপদেশ বাক্য বলিয়াছেন, তাহা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলাম। তাঁহার মৃত্যুঘটনা আমাদিগের কি রূপ বিপদ জনক, তাঁহার মৃত্যুতে আমরা অনাথ হইব এবং পিতৃহীন শিশুদিগের ন্যায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে হইবে ভাবিতে লাগিলাম। গাত্রধৌত হইলে তাঁহার নিকট তাঁহার তিনটী পুত্র এবং তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোক গণ আনীত হইল। তিনি ক্রাইটনের সম্মুখে তাহাদিগকে যাহা বলিবার বলিয়া বিদায় হইতে বলিলেন এবং আমাদিগের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এখন সূর্য্যাস্ত হয় হয় এইরূপ সময়। তিনি স্নান করিয়া আসিয়া আমাদিগের নিকট বসিলেন, আর অধিক কথা বলিলেন না। তখন বিচারকদিগের ভৃত্য সক্রেটিসের নিকট আসিল এবং বলিল, 'সক্রেটিস, দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অন্যান্য লোকদিগের যেরূপ ব্যবহার দেখি তোমার সেরূপ দেখিতে পাইতেছি না। মাজিষ্ট্রেটদিগের আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া যখন তাহাদিগকে বিষপান করিতে হইতে বলি তখন তাহারা আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয় এবং যথাইচ্ছা কটুবাক্য প্রয়োগ করে। তোমাকে এখনও সদয়, নম্র ও অতি সাধুপ্রকৃতি দেখিতেছি, অতএব আমার বিশ্বাস আমার প্রতি রাগান্বিত না হইয়া আমার প্রভুদিগেরই প্রতি হইয়াছ, কারণ তুমি বেশ জান তাহারা কিরূপ লোক। এখন আমি কি বলিতে আসিয়াছি তুমি জান, নমস্কার; যত সহিষ্ণুতা সহকারে তোমার ভাগ্য বহন করিতে পার তাহার চেষ্টা কর।" প্রহরী তখন গলদশ্রু হইয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সক্রেটিস তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন "আমারও নমস্কার জানিও, তোমার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে সচেষ্ট হইব।" তৎপরে তিনি আমাদিগের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "এই মনুষ্যটীর ব্যবহার কেমন ভদ্র! আমি যত দিন এখানে আছি, তিনি সর্ব্বদাই আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আমার সংবাদ লইয়াছেন, তিনি যে অতি উৎকৃষ্ট লোক তাহার পরিচয় দিয়াছেন, দেখ তিনি আমার জন্য কেমন কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। কিন্তু ক্রাইটন! তাঁহার বাক্য পালন করিতে হইবে। যদি হেমলকের রস প্রস্তুত হইয়া থাকে আনিতে বল, নয় যাহার উপর প্রস্তুত করিবার ভার, তাহাকে প্রস্তুত করিতে

বল। ক্রাইটন বলিলেন "আমার বিবেচনায় সূর্য্য এখনও অস্ত যায় নাই। আমি অনেককে দেখিয়াছি তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে রাত্রি কালীন পান ভোজন সমাপন করিয়া কত বিলম্বে বিষপান করিয়াছে। এখনও অনেক সময় আছে, এত ব্যস্ত হন কেন?" সক্রেটিস বলিলেন, এরূপ লোকে জীবনের প্রতি কিছু আশা রাখে, এই জন্য যাহা করে তাহা শোভাপায়। আমি জীবন দ্বারা আর কোন লাভের আশা করি না, সুতরাং সেরূপ না করিলে অন্যায় করিব না। বিলম্বে পান করিলে বাঁচিবার অভিলাষ করিতেছি বলিয়া আপনার নিকটেই ঘৃণাস্পদ হইব। অতএব শীঘ্র যাও এবং আমার অনুরোধ মত কার্য্য কর।"

ক্রাইটন এইরূপ কথায় বাধ্য হইয়া একটী বালককে ইঙ্গিত করিলেন। বালক চলিয়া গিয়া কিছুক্ষণ পরে বিষদাতা এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আনিল, তাহার হস্তে বিষপূর্ণ একটি পেয়ালা ছিল। সক্রেটিস সেই মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি-ক্ষেপ করিয়া বলিলেন "আচ্ছা বন্ধু, আমাকে কি করিতে হইবে?" সে বলিল "আর কিছু করিতে হইবে না, ইহা পান করিয়া যতক্ষণ পা ভারী না হইবে ততক্ষণ বেড়াইতে হইবে, তৎপরে শয়ন করিতে হইবে। আপনি এইটা করিলেই হইবে।" এই কথা বলিয়া সে তাঁহার মুখের নিকট বিষপাত্র ধরিল। সক্রেটিস প্রফুল্ল বদনে পান পাত্র হস্তে লইলেন, তাঁহার মুখশ্রী কিছুমাত্র বিবর্ণ হইল না, এবং বিষদাতাকে বলিলেন "ইহা হইতে কি একটু পানীয় দেবতাকে উৎসর্গ করা যায় না?" সে বলিল "সক্রেটিস, যতটুকু কার্য্যসাধনে আবশ্যক, আমরা ঠিক ততটুকু মাত্র প্রস্তুত করি।" তিনি বলিলেন "তোমার কথা বুঝিয়াছি, কিন্তু আমার ইহলোক হইতে পরলোক যাত্রা শুভকর হইবার জন্য দেবতাদিগের নিকট নিবেদন করা যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত। আমি এই জন্য তাঁহা-দিগের নিকট প্রার্থনা করি।" এই কথা বলিয়া তিনি নিস্তব্ধ হইলেন এবং উৎফুল্ল মনে বিষপান করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে আমরা অনেকে কষ্টে সৃষ্টে ক্রন্দন সংবরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বিষপান করিলে পর আর আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমি ধৈর্য্য ধারণের চেষ্টা করিলেও আমার চক্ষু হইতে বেগে অশ্রুপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া আর্ত্তনাদ

করিতে লাগিলাম। ক্রাইটন আমার অপেক্ষা অধিক শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আপলোডোরস ইতিপূর্ব্বে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা মোচন করিতেছিলেন, এখন উচ্চৈঃস্বরে অস্থির হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে সক্রেটিস ভিন্ন তত্রত্য আর সকলকে অভিভূত হইতে হইয়াছিল। সক্রেটিস ইহা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন "তোমরা কি করিতেছ! আশ্চর্য্য মনুষ্য! আমি স্ত্রীলোকদিগকে বিদায় করিয়া দিলাম, যে তাহারা এরূপে উত্ত্যক্ত করিবে না। আমি শুনিয়াছি মঙ্গলসূচক ধ্বনি শুনিতে শুনিতে মরা ভাল। অতএব নিস্তব্ধ হও এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর।" আমরা ইহা শুনিয়া লজ্জিত হইলাম এবং আমাদিগের অশ্রু সংবরণ করিলাম। কিন্তু সক্রেটিস কিছুক্ষণ বেড়াইতে ২ পা যেমন ভারিয়া আসিল, শয্যাতে শয়ন করিলেন। যে মনুষ্য তাঁহাকে বিষদান করিয়াছিল, সে মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহার হস্ত ও পদ স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। পরে তাঁহার পায় পায়া দৃঢ়রূপে টিপিয়া কোন ব্যথা অনুভব হয় কি না, জিজ্ঞাসা করিল। সক্রেটিস বলিলেন "না"। তৎপরে সে তাঁহার উরু ও কটিদেশ টিপিয়া আমাদিগকে বলিল "সব শীতল ও কাষ্ঠবৎ কঠিন হইয়াছে।" সক্রেটিস আপনার শরীর স্পর্শ করিয়া বলিলেন বিষ হৃৎপিণ্ডে উঠিলেই মৃত্যু হইবে। তখন তাঁহার গাত্রবস্ত্র আপনি খুলিয়া শেষ কথা বলিলেন "ক্রাইটন! এস্কুলেপিয়সকে একটি মোরগ মানত আছে উৎসর্গ করিতে হইবে। এ ঋণ শোধ করিও, তাচ্ছিল্য করিও না।" ক্রাইটন বলিলেন "তাহাই হইবে। কিন্তু আপনার আর কিছু আজ্ঞা আছে কি না?" সক্রেটিস আর কিছু উত্তর না করিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ক্রাইটন ইহা দেখিয়া মুখ ও চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিলেন। সক্রেটিসের প্রাণবিহঙ্গ দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া দিব্য লোকে চলিয়া গেল।

মাতার প্রতি কয়েকটী উপদেশ।

১। প্রথমতঃ আপনাকে পরে আপনার সন্তানকে ঈশ্বরে উৎসর্গ কর। ইহা করিলে ঈশ্বরের নিজস্ব ধন তাঁহাকে দেওয়া হয়। ইহা না করিলে ঈশ্বরের বস্তু অপহরণ করা হয়।

২। ধন অপেক্ষা ধর্ম্মকে সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। মনুষ্যের নিকট যে সম্ভ্রম পাও, তদপেক্ষা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত সম্ভ্রমকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। তোমার আপনার জন্য এবং তোমার সন্তানের জন্যও ইহা প্রয়োজনীয়।

৩। তোমার সন্তানকে ক্রমশঃ উন্নত করা তোমার জীবনের প্রধান কার্য্য জানিও। নিজে বালকত্ব অবলম্বন করিওনা।

৪। বিবেচনা না করিয়া সন্তানকে কোন আদেশ করিও না, কিন্তু যে আদেশটী করিবে তাহা যেন তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হয়।

৫। সন্তানকে একটী কীটের প্রতিও নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে দিও না।

৬। সন্তানের ন্যায়সঙ্গত সুখ ও দুঃখে আপনিও সুখ ও দুঃখ প্রদর্শন করিতে অভ্যাস কর।

৭। তোমার সন্তানকে কি জন্য তাড়না করা উচিত ইহা না জানিয়া তাহাকে তাড়না করিতে যাইও না। প্রথমে তাহার যাহা বলিবার আছে সম্পূর্ণ রূপে শুন পরে তাড়না কর।

৮। তোমার সন্তান যেন কখন খিন্নমান বা অসন্তুষ্ট চিত্ত হইতে অভ্যস্ত হয় না।

৯। প্রথম হইতেই সরলতা, সাধুতা, বীরতা, মনস্বিতা, স্বদেশ হিতৈষিতা এবং ন্যায়ঙ্গীকার শিক্ষা দেও।

১০। ঈশ্বরের প্রতি ভয় প্রকৃত জ্ঞানের আরম্ভ।

১১। অলস অকর্ম্মণ্য বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া কখন সন্তানের মর্ম্ম-পীড়া দিওনা, আবার তাহার মনে আত্মগরিমা জন্মাইতেও দিও না।

১২। প্রতিদিন একান্তচিত্তে সন্তানের সহিত একসঙ্গে বসিয়া সন্তানের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা কর।

১৩। আত্মোন্নতি সাধনে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ দান কর।

১৪। সন্তানকে প্রবঞ্চনা করিও না, অথবা তাহার নিকট অঙ্গীকার করিয়া ভঙ্গ করিওনা।

১৫। অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে সন্তানকে তীব্ররূপে ভর্ৎসনা করিওনা।

১৬। জীবন বাষ্পের ন্যায় এবং তুমি ও তোমার সন্তান যে কোন্ দিন ইহলোক হইতে পরলোকে আহূত হইবে জান না, ইহা স্মরণ রাখিও।

স্ত্রীলোকদিগের কলহপ্রিয়তা।

সকল দেশের স্ত্রীলোকই কলহপ্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ, বিশেষতঃ এদেশের স্ত্রীলোকে যত কলহ ভাল বাসে অন্য কোথাও সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কলহপ্রিয়তা একরূপ স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে যে স্ত্রীলোক কলহ করিতে পারিল না সে স্ত্রীমহলে গণনীয়া নহে। ঘোষেরদের কন্যা শ্বশুরালয় হইতে নূতন আসিলে রামীর মা তাহার শ্বশ্রূকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া ছিল—"ও বাপরে, হলেনই বা শাশুড়ি; তুই যেমন হাবা মেয়ে, আমরা হলে টের পেতেন, শাশুড়ি" ইত্যাদি। আর একজন কন্যাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন "পোড়ার মুখ তোমার, তুমি চুপ করে থেকেইত মরেছ; এত করে শিখিয়ে পড়িয়ে দিই তবু মেয়ে যেন মুখে গো দিয়ে থাকেন" ইত্যাদি।" এক স্থানে কতক গুলি প্রাচীনা বলিতেছিলেন "ওদের বউটি স্বয়ং লক্ষ্মী, দেখ বাছার মুখে কথাটি পর্য্যন্ত নাই; আর যা বল তাইতেই আছে, তাকে কখনও কোন কার্য্যেই "না" বলতে শুনি নাই।" মধ্যে থাকিয়া প্যারী বলিয়া উঠিল "তা তোম[illegible] ল [illegible] কণ্ড, অতটাও কিন্তু ভাল নয়।" বাস্তবিকও যিনি রমণী রত্ন, তিনি [illegible] সময়ে কলহ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

স্ত্রীলোকের এই কলহপ্রিয়তাতে সংসারে যে কত বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছে তাহা সকলেই প্রত্যহ দেখিতেছেন। সংসারের সুখ বল শান্তি বল যাহা কিছু আছে তাহার অনেকটা স্ত্রীলোকের উপর নির্ভর করে। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যখন কোন ব্যক্তি পরিশ্রান্ত ও মৃতপ্রায় হইয়া গৃহে আসিয়া "মা" বলিয়া ডাকেন, আর অমৃতময়ী মাতা পুত্রের শ্রমাপনোদনের জন্য সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন সেটি কি অপূর্ব্বদৃশ্য হইয়া উঠে, তখন স্বর্গের শান্তি আর পৃথিবীর শান্তিতে যেকিছু বিভিন্নতা আছে তাহা অনুমিত হয় না। যখন সমস্তদিন মনিব সাহেবের তিরস্কার, স্বজাতীয়গণের বিদ্রূপ এবং অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের অপমান সহিয়া, মরমে মরিয়া কোন ব্যক্তি গৃহে আসিয়া প্রেমময়ী জায়ার অর্দ্ধবিষন্ন অর্দ্ধহর্ষিত মুখকমল নিরীক্ষণ করেন, তখনই তাহার সজীব কটাক্ষপাতে তাঁহার শরীরে নব জীবন সঞ্চার হয়। যখন গৃহে কন্যা

ও ভগিনীগণ পরিবৃত হইয়া কোন ব্যক্তি বিশ্রাম করেন তখনই তিনি সংসারের সার সুখ উপভোগ করেন। কিন্তু হায়! পাপ সংসারে সুখ সকলের কপালে ঘটিয়া উঠে না। যে দিন চন্দ্র বাবু আফিসে মাহিনা পাইয়া আসিতে ছিলেন, পথিমধ্যে গাঁটকাটার পকেট হইতে রুমাল সমেত টাকা তুলিয়া লইয়াছিল, বেচারার অনেকগুলি পরিবার, পরদিন তাহারা কি খায় এমন সংস্থান নাই, বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন ছেলে মেয়েগুলি খাবার জন্য ঘরের উঠানে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতেছে, "কা কস্য পরিবেদনা।" কেবল তাহাদের কথা শুনে, রান্নাঘরে তখনও ঝাঁট পড়ে নাই; তাঁহার স্ত্রী তখন সিঁড়ির ঘরে বসিয়া চক্ষের জলে মেদিনী ভাসাইয়া দিতেছেন, আর গদ্গদ স্বরে ডাকিতেছেন "হে ঠাকুর তুমি এর বিহিত করিও, হে মা সিদ্ধেশ্বরী! তুমি সাক্ষী, এত অপমান আর সহ্য হয় না, হে অন্তর্যামী" ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার মাসী তখন নিজের ঘটী বাটী, কাপড় নামাবলী হরিনামের মালা প্রভৃতি লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া বোধোদয়ে [illegible] উপস্থিত হইয়াছেন, [illegible] প্রাচীনা নবীনা অনেক রকম স্ত্রীলো[illegible]ছে; [illegible] চন্দ্র বাবুর স্ত্রীর শতেক নিন্দা হইতেছে, [illegible] নিজের [illegible] নিন্দা হইতেছে। কেহ স্ত্রীর নাক কান কাটিয়া [illegible] পরামর্শ দিতেছেন, কেহ চন্দ্র বাবুর পুনরায় বিবাহ দিবার সম্বন্ধ করিতেছেন; কেহ [illegible] মাতাকে স্বতন্ত্র বাড়ি করিয়া উপদেশ দিতেছেন, আর কেহ [illegible] তাঁহাকে কাশীবাসিনী হইতে বলিতেছেন। চন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী গজ গজ করিয়া এঘর ওঘর করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে শঙ্খ বিনিন্দিত স্বরে গর্জ্জন বর্জ্জন করিতেছেন। বাবু গৃহে আপনার দেখিয়া অবাক্, তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি না হইতে হইতেই (কাপড় ছাড়া দূরে থাক) ভগিনী পদভরে মেদিনী কাঁপাইয়া বাবুর সম্মুখে উপস্থিত (মুখ [illegible] করিয়া প্রহারই করেন) "হাঁরে ও *** তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা [illegible] হয়েছে তোর * কে দিয়ে আমাদের লাঞ্ছনা করাস্?—তোকে একবারেই গোলাম করে রেখেছে ইত্যাদি।" চন্দ্রবাবুর মনোমধ্যে যে সে সময় কিরূপ ভাব হইয়াছিল তাহা অন্তর্যামীই জানেন; আমরা কেবল এই মাত্র জানি বাবু মনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নিজের মাথায় ইট মারিয়াছিলেন, এবং সেই আঘাতের চোটে এক সপ্তাহ কাল

শয্যাগত ছিলেন এবং তাঁহার মাথার ঘা শুকাইতে পুরা তিন মাস লাগিয়াছিল।

স্ত্রীলোকের দোষে ঘর নষ্ট একথা এদেশের সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" ইহার কারণ অধিকাংশ স্ত্রীলোকের দোষে। স্ত্রীলোক কিরূপে ঘর নষ্ট করে তাহা 'স্বর্ণলতার' গ্রন্থকার প্রমদার চরিত্র আঁকিয়া স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন। বঙ্গ সুন্দরীরা মানুন আর নাই মানুন, ঘর নষ্ট করিবার উপায় তাঁহারা জানেন কিনা মনে বুঝিয়া দেখিবেন, আমাদের সে বিষয়ে অধিক কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। যেখানে শাশুড়ি, ননদ আর বধূ, যেখানে দুই তিন ভাইয়ের স্ত্রী, সেই খানে কোন না কোনরূপ খিটী মিটি আছেই আছে। অধিক কথা কি মাতা ও কন্যায়, ভগিনীতে ও ভগিনীতে বঙ্গ সংসারে সময়ে সময়ে যেরূপ দ্বন্দ্ব বাঁধে, তাহাতে মনে হয় যে সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করাই শ্রেয়স্কর। [illegible]রাজমোহিনী সে দিন মাতার সহিত কলহ করিয়া তিন দিন উপ[illegible]ন; মাতার অপরাধ তিনি দুধ জ্বাল দিতেছিলেন বা [illegible] কালে লইতে পারেন নাই;—আহা দুধীর [illegible] দিন [illegible]ই; বিরাজ খাইল না. তাহার মুখে ভাত উঠি[illegible] হাজার হউক মায়ের প্রাণত বটে। বসন্তকুমারী একদিন দিদীর সঙ্গে [illegible] করিয়া তৎক্ষণাৎ পাল্‌কি ডাকাইয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেলেন (অবশ্য কেহ লইতে আইসে নাই) এবং ইষ্ট দেবতার নাম লইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, দিদি সেখানে থাকিলে তিনি বাপের বাড়ী মাড়াইবেন না। দিদীর অপরাধ কি জানিতে সকলেই ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার অপরাধ কি আমরা বলিতে পারি না—তবে শুনিয়াছি যে শাশুড়ির সহিত বসন্তের বচসা হয় শুনিয়া তিনি উপদেশ দিয়া ছিলেন "তা হলই বা? শাশুড়ি বকুজন, তিনি যদি দুটো কড়া কথা বলেন তাহলে কি তার সঙ্গে সমান উত্তর [illegible]তে হয়।"

এ সকলত গেল সামান্য কথা। কেবল কলহ করিয়া কত হতভাগিনী যে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অনন্ত নরকে পড়িয়াছে, জীবনে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তাহা কে গণনা করিবে? কত হতভাগিনী যে উদ্বন্ধনে, বিষভক্ষণে ও জলমজ্জনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে তাহারই বা কে সংখ্যা করিবে?

যখন কলহে সংসারের এত অনিষ্ট হইতেছে, তখন যাহাতে ইহা তিরোহিত

সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার চেষ্টা করা উচিত। প্রথমতঃ স্ত্রীলোকদিগের এই কলহ-প্রবৃত্তির কারণানুসন্ধান করা যাউক।

প্রথম—শিক্ষার দোষ। মানুষ বাল্যকাল হইতে যাহা শিখে, বড় হইলে সেইগুলিই করিয়া থাকে, শিক্ষার উপর মানুষের স্বভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। মাতৃক্রোড়ে, গৃহমধ্যে, সঙ্গী সংসর্গে, প্রতিবেশী মণ্ডলীতে থাকিয়া বাল্যকালে মানুষ যাহা শুনে—যাহা দেখে তাহাতেই তাহাদের শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে। কেবল লেখা পড়াতে শিক্ষা লাভ হয় না। রীতি মত শিক্ষা দিতে গেলে মাতৃ ক্রোড় হইতে এরূপ করিতে হইবে যে যেন শিশু কোন মন্দ বিষয় দেখিতে শুনিতে না পায়। কিন্তু আমাদের দেশে কোন পরিবার মধ্যে সেইরূপ হইয়া থাকে? আমাদিগের বালকদিগকে সৎশিক্ষা দিবার জন্য অনেকে যত্ন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বালিকাবর্গের শিক্ষায় কয় ব্যক্তি মনোযোগ করেন? অতি শৈশব কালে বালিকাগণ (এবং বালকগণও) দাসী অথবা বর্ষীয়সী গণের নিকটেই থাকে। এদেশীয় দাসীগণের কদর্য্য স্বভাব, কদর্য্য ব্যবহার এবং কদর্য্য বাক্য কাহার না বিদিত আছে? এবং এই সকল হইতেই শিশু প্রথম শিক্ষা পায়। ভদ্রবংশের বর্ষীয়সীগণের স্বভাব কদর্য্য নহে বটে, কিন্তু তাহাদের মুখে কিছুই বাধে না; এবং তাঁহাদের মুখ বিনিঃসৃত অমৃতময়ী বচন পরম্পরা হইতেই শিশু প্রথম শিক্ষালাভ করে। এদেশের বালক বালিকা গণ আর কিছু বলিতে পারুক বা না পারুক, সংসারের গালি গালাজ গুলি অনর্গল বলিয়া যাইতে পারে।

বালিকা গণের দ্বিতীয় শিক্ষা সঙ্গীগণের নিকটে। কোন বাটীতে, শিশু থাকিলেই পাড়ার আর পাঁচটী শিশু তাহার সহিত খেলা করিতে আইসে; এই শিশু সম্মিলন মনুষ্যচরিত্র সংগঠনে প্রবৃত্ত শক্তি বিস্তার করিয়া থাকে সুতরাং শিশুদিগের সঙ্গী নির্বাচনে বিশেষ রূপ সতর্ক হওয়া উচিত। অনেকে বলিবেন শৈশবে সকলেই দোষ সম্পর্ক শূন্য এবং সকলেই বিশুদ্ধস্বভাব অতএব শিশুদিগের মধ্যে ভাল মন্দ নির্বাচন করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা শৈশবের বিশুদ্ধতা যত স্বীকার করি না কেন, শিশু নির্বাচন কখন নিষ্প্রোয়জন, বলিয়া মানি না। শিশুগণ নিজে দোষ-সম্পর্ক শূন্য হইলেও দোষ বিস্তার করিবার একটি প্রধান যন্ত্র স্বরূপ। যিনি কতকগুলি শিশুকে একত্র খেলা করিতে লক্ষ্য

করিয়াছেন, তিনিই জানেন কোন শিশু বাটীতে অথবা অন্যত্র যে বিষয়টি নূতন শিক্ষা করিয়া আইসে সে সে বিষয়টি শিশু সম্প্রদায়ে শিক্ষা দিয়া থাকে। একজন গৃহস্থ আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন মেয়েটা এমন বদ্য গালি কোথা হতে শিখিল; কৈ আমাদের বাটীতে ত কেহ এমন কদর্য্য কথা ব্যবহার করে না? কিন্তু তিনি একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিতেন যে সখীদের নিকট হইতে তাহার এই শিক্ষা হইয়াছিল। এই জন্যই বলিতেছি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া শিশুদিগের সঙ্গী নির্বাচন করা উচিত। যাহারা অভদ্র ঘরের ছেলে মেয়ে তাহাদের সঙ্গে সন্তানগণকে মিশিতে দেওয়া উচিত নহে। অবশ্য পাঠিকা বর্গ অভদ্র অর্থে দরিদ্র বুঝিবেন না তাঁহারা জানিবেন অনেক দরিদ্র পরিবার সাধু জীবনের আদর্শ এবং ধনাঢ্য পরিবার অভদ্রের আদর্শ স্থল। কতকগুলা নষ্ট স্বভাব শিশু আছে, চলিত কথায় তাহাদিগকে "বেদড়া ছেলে" বলিয়া থাকে তাহাদিগের সংসর্গ হইতে আপন সন্তানগণকে বিচ্ছিন্ন রাখা সকল গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য।

বালিকাগণের তৃতীয় শিক্ষা পরিবার মধ্যে। বঙ্গ সংসারে অল্পবয়স্কা স্ত্রীগণ অত্যন্ত কুশিক্ষা পাইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বালকদিগের অবস্থা অনেক ভাল। গুরুজনেরা বালকদিগের নিকট সাবধান হইয়া কথা কহেন; এবং কোন কুৎসিত বিষয় তাহাদের সম্মুখে উত্থাপন করেন না। কিন্তু বয়স্থা গণের এরূপ বাক্য সংযমন নাই। কন্যা, বধূ, কনিষ্ঠা ভগিনী প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত রহিয়াছে, তাহাদের সম্মুখেই অমুকের পতি নিন্দা, অমুকের শাশুড়ির তিরস্কার, অমুকের ননদের শ্রাদ্ধ হইতেছে; এরূপ অবস্থায় অল্প বয়সেই কন্যাগণ যে "ডেঁপো" "পাকা" "খরখরে" হইবে তাহার বিচিত্র কি? গৃহিণীগণের এইরূপ আত্ম সংযম না থাকাতেই এদেশের স্ত্রীগণের স্বভাব অল্প বয়সেই দূষিত হইয়া যায়।

দ্বিতীয়—মনের সংকীর্ণতা। আমাদের দেশের স্ত্রীলোক দিগের মন অতি সংকীর্ণ; তাহা সর্ব্বদাই ক্ষুদ্র বিষয় লইয়াই ব্যস্ত। পুরুষ কেহ বা ছড়া শিক্ষা করিয়া নানা দিকে আপন বুদ্ধি নিয়োগ করে, নানা উচ্চ ভাব, উচ্চ চিন্তা তাহার মনকে অধিকার করিয়া থাকে; পরিবার, সমাজ, দেশ এই সকলের হিত চিন্তায় অনেকে সময় অতিবাহিত করেন, কেহ বা বিদ্যালয় চর্চ্চায়

মনোভিনিবেশ করিয়া থাকেন। না না স্থানে গতিবিধি করাতে নানা বিষয় তাঁহাদের মনকে অধিকার করিয়া থাকে। যাহারা কুল-পাষণ্ড, যাহারা মূর্খতা আলস্য প্রভৃতি অশেষ দোষের নিদান, তাহাদেরও মন এক বিষয়ে স্থির থাকে না। তাহারা আমোদের অনুসন্ধানে একবার এ কার্য্য একবার ও কার্য্য করিতেছে, একবার এখানে একবার ওখানে যাইতেছে, একবার এ বিষয় পরে অন্য বিষয় দেখিতেছে, এইরূপে সমস্ত অহরহই প্রায় ব্যস্ত থাকে। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের সে সকল নাই। তাঁহাদের নড়িবার স্থান কেবল আপনার অন্তঃপুর—স[illegible] গৃহকর্ম্ম এবং শয়ন—কদাচ বন্ধু বান্ধবের সহিত আলাপ। সুতরাং তাহাদের মনের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না; তাহাদের মনে অধিক বিষয় স্থান পায় না। যখন যে বিষয় তাহাদের মনে উপস্থিত হয় সেই বিষয়েরই আন্দোলনে তাহারা ব্যস্ত থাকে। এবিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের সহিত নিষ্কর্ম্মা পাড়া গেঁয়ে বৃদ্ধদিগের অনেক সাদৃশ্য আছে। অমুক এই কাজটা করিয়াছে, স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরে এবং বৃদ্ধদিগের মজলিসে তাহার ছয় মাস ধরিয়া আন্দোলন চলিবে। যে বিষয় যাহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে, সে বিষয়ে যে লোকে মাতিয়া উঠিবে তাহার আর বিচিত্র কি? বামা কবে হঠাৎ একটা কি অন্যায় কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার মা প্রত্যহ শয়নকালে সেইটির আন্দোলন করে এবং প্রায় প্রত্যহই বামাকে সে বিষয় উপলক্ষে ইঙ্গিত তিরস্কার করে। দিন কতক পরে যে বামা চটিয়া উঠিবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? যদি এক দিন হঠাৎ একটা কায করিয়া থাকেন, আর প্রত্যহই যদি "জানি লো তোকে জানি" বলিয়া সকলে তাহাকে উত্যক্ত করে, তবে কি তাহার রাগ হয়না? মনের একটু উদারতা না হইলে এই সমস্ত ক্ষুদ্র কথা এবং সামান্য অপরাধ উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। পুরুষগণ যে সকল বিষয় উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন, আমাদের সুন্দরীরা সেই রূপ তুচ্ছ বিষয় লইয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দেন। সে দিন লক্ষ্মী আর ক্ষেত্রমণি দুইজনে বাজার হইতে দুইটা কপি কিনিতে দিয়াছিলেন, কপি আসিলে উভয়ে উভয়কে বলিতে লাগিলেন "তোর এটা বড়, তুই ওটা লইবি কেন"? এইরূপে দুই জনে বিলক্ষণ দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল এবং অবশেষে কপি দুইটাই আঁতাকুড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। আর একদিন খোকার ঝি আগে খোকার মার কাপড় না তুলিয়া

খোকার জেঠাইয়ের কাপড় তুলিয়াছিল, তাহাতে খোকার মা ঝিকে ঝাঁটা তুলিয়া মারিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে নাকি খোকার জেঠাই বলিয়াছিলেন "বলি ভাই এত বড় অসঙ্গত, কাপড় তুলেছে, আগে আরে পাছে, তোমার কাপড় ত ভাই আর দেরিতে তোলাতে নষ্ট হয়ে যায় নি।" এই আর কোথায় আছেন, তিনি নাকি ঝাঁটা গাছটা ফেলিয়া ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া কাঁদিতে বসিলেন "ও বাবারে আমি এবাড়ীতে ভেসে এসেছিরে, আমি এখানকার দাসী বাঁদিরে" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা আরও শুনিয়াছি যে ঝাঁটা গাছটা ঘুরিতে ঘুরিতে গিয়া খোকার জেঠাইয়ের পায় ঠেকিয়া ছিল। [illegible] দিন হরিতে ও নবীনেতে খেলাইতে ঝকড়া করিয়াছিল, সেই [illegible] হরির মাতে ও নবীনের মামীতে মহামারী বাধিয়া গেল। তাঁহাদের ঝকড়া দেখিতে পাড়ার লোক জমা হইয়া গেল এবং আমরা দেখিলাম জনতার মধ্যে হরি ও নবীন উভয়ে উভয়ের গলা ধরাধরি করিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর একদিন মুখুর্য্যেদের ছোট বধূ রাঁধিতে রাঁধিতে হঠাৎ একখান সরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, এই অপরাধে তাঁহার শাশুড়ি এরূপ মুখ ছুটাইয়াছিলেন যে তাঁহার বড়বধূ আর সহিতে না পারিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া শাশুড়ির সহিত তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ উপস্থিত করিলেন!

মনের সংকীর্ণতা প্রযুক্ত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অহরহ অকারণে এইরূপ কলহ হইয়া থাকে। ইহা নিবারণের যে উপায় স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চশিক্ষা দান করা। এই বিশ্বসংসারে সহস্র সহস্র আশ্চর্য্য বিষয় আছে, নানাপ্রকার মহৎ বিষয় আছে; আহার, নিন্দা এবং কলহ ব্যতীত স্ত্রীলোকদের করণীয় যে অনেক বিষয় আছে সেই সমস্ত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; এবং তাহাদিগকে নিতান্ত পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় অন্তঃপুরে আবদ্ধ না রাখিয়া এই বিশ্ব জগতে যাহা হইতেছে, অন্ততঃ তাহার কিছু কিছু দেখান আবশ্যক।

তৃতীয়—একান্নভুক্ত পরিবার। একান্নভুক্ত পরিবার প্রণালীর সহস্রগুণ থাকিলেও তাহা যে কলহের একটি মূল কারণ, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কেবল একান্নভুক্ত কেন, অনেক পরিবার একত্রে থাকিলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সদাই নানারূপ বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। বহু পরিবারের মধ্যে সকলেই যে সমানরূপ উপার্জ্জনক্ষম হইবে তাহা কখনই সম্ভবে না অথচ পরি-

কোন বিষয়ের ইতর বিশেষ হইলেই গৃহলক্ষ্মীদিগের মুখ ভার
দত্তবাবুদের মেজ বাবু সুবুদ্ধি, মাসে প্রায় ১০০০। ১২০০
উপার্জ্জন করেন। তাঁহার স্ত্রীর যে সমস্ত গহনা হয় তাহা প্রায়ই
ভারি ভারি হইয়া থাকে। কিন্তু মেজ বধূর তত হয় না; মেজবাবু কোন
কথা না বলিলেও কর্ত্তা ভরসা করিয়া মধ্যম বধূর জন্য ততটা করিয়া
উঠিতে পারেন না; এই জন্য কর্ত্তার উপর মেজ বধূর অত্যন্ত রাগ
এবং মেজবধূর উপর তাঁহার মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ। কর্ত্তার ভয়ে কেহ কিছু
করিয়া উঠিতে পারেন না, কিন্তু কর্ত্তার অবর্ত্তমানে তাঁহাদের মধ্যে যে
কি হইবে তাহা বলা যায় না কেননা সেবার যখন কর্ত্তা দুইমাসের জন্য
কাশী গিয়াছিলেন তখন মেজবধূ মেজবধূর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাপের বাড়ী
চলিয়া গিয়াছিলেন। ভিন্ন লোকের ভিন্নপ্রকার রুচি, ভিন্নপ্রকার মতি,
ভিন্নপ্রকার ব্যবহার এবং ভিন্নপ্রকার মনের গতি, সুতরাং বহুপরিবার একত্র
থাকিলে তাহাদের মধ্যে পরস্পরের মনের ঐক্য হওয়া বড়ই কঠিন কথা।
চৌধুরী বাবুদের বাড়ীর বড়ঘরের ছোট বাবু এবং ছোট বধূ কিছু একেলে
রকম—বড় একটা কিছু মানেন টানেন না, কিন্তু ছোটঘরের বড় বাবুরা বিশিষ্ট
রকমের হিন্দু সুতরাং বড়গিন্নি বড়ঘরের আচার ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত
অসন্তুষ্ট হন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিতে ও ত্রুটি করেন
না। যদিও ইহাদিগের মধ্যে এপর্য্যন্ত কোন বড় রকমের কলহ হয় নাই
কিন্তু অতিশীঘ্র যে তাহা ঘটিবে তাহার সম্পূর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।
রায় মহাশয়দিগের বাড়ীর নগিনী ভাবেন তিনি বাড়ীর কর্ত্রী, সকলে, তাঁহাকে
মান্য করিবে এবং তাঁহার বাধ্য হইয়া চলিবে; কিন্তু বড় ঘরের ছোটরা ভাবেন
তিনি কোথাকার কে, যে সকল কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব করিবেন? বড়ুয্যে মহাশয়
দিগের বাড়ীতে তিলার্দ্ধ স্থান নাই সুতরাং প্রত্যহ রাত্রেই সকল ঘরের
দাসীতে শয়নের জায়গা লইয়া ঝগড়া করে এবং মধ্যে মধ্যে গৃহিণীগণের
মধ্যেও সেই বিষয় লইয়া ঝগড়া বাধিয়া যায়। বহুপরিবার একত্র থাকার এইরূপ
নানাপ্রকার অসুবিধা এবং তাহাতে দ্বেষ হিংসা আত্মাভিমান প্রভৃতি দোষের
পরিপোষণ হয়; অল্পপরিবার একত্র থাকিলে ততটা হয় না।

আমরা এইপর্য্যন্ত বলিয়াই এপ্রস্তাবের উপসংহার করিলাম। ইহাতে

দাম্পত্য কলহের কিছুই উল্লেখ করিলাম না, তাহাতে পাঠিকার দাম্পত্যকলহে কোন অনিষ্ট হয় না। আমরা বারান্তরে করিব।

চিনদেশীয় উপন্যাস।

"অন্যের মন্দ করিতেগেলে নিজের মন্দ হয়।
যতোধর্ম্ম স্ততোজয় নাহিক সংশয়"

চিনের প্রধান নগর নানকিনে লিন-মণি, লিন-রত্ন এবং লীন মতি নামে তিনটী সহোদর ছিলেন। লিন-মণি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তাঁহার আউয়াং নাম্নী এক সতী সাধ্বী পত্নী ছিলেন, তাঁহার সহবাসে তিনি অতি পবিত্র সুখে কালযাপন করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে কোন গুরুতর কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে দূরদেশে যাত্রা করিতে হইল। অনেকদিন গত হইল, পরিবারেরা তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া তাঁহার কোন অমঙ্গল হইয়াছে অনুমান করিল। মধ্যমভ্রাতা লিন রত্ন গৃহের কর্ত্তা হইবার অভিলাষে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে স্থির নিশ্চয় বলিয়া প্রচার করিলেন এবং আউয়াংকে বৈধব্য পরিচ্ছদ ধারণ করিতে বাধ্য করিলেন।

লীন রত্ন অতি অসৎপ্রকৃতির লোক, কোন দুষ্কার্য্য করিতে তাহার বাধে না, সে মনে মনে স্থির করিল, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মরিয়াছেন আমিই এখন গৃহস্বামী। ভ্রাতৃজায়া যুবতী ও সুন্দরী, তাঁহার পিতামাতা দূরদেশে আছেন, তিনি তাঁহাদিগের কোন সাহায্য লইতে পারিবেন না। অতএব তিনি যাহাতে পুনরায় বিবাহ করেন, আমি সেইজন্য তাঁহাকে ক্রমাগত জেদ করিব এবং তাঁহাকে বিবাহ দিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিব।"

লিন-রত্নের পত্নী ইয়াং তাঁহার স্বামীর মন্ত্রণার সংচরী। লীন-রত্ন এই পত্নীকে মধ্যস্থ করিয়া বিবাহের কথা স্থির করিবার চেষ্টা পাইলেন। আউয়াং বিবাহ প্রস্তাবে বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া তাহা বার বার অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি বৈধব্যদশায় চিরদিন যাপন করিবেন এবং আপনার প্রাণপতিকে হৃদয়ে ভাবিবেন, এই তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। লিন-মতি তাঁহার কনিষ্ঠ দেবর তাঁহার এইরূপ সাধু প্রতিজ্ঞার পোষকতা করিলেন।

তরাং লিন-রত্নের সমুদায় কৌশল ব্যর্থ হইয়া গেল। আউয়াং তাঁহার স্বামীর মৃত্যু বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। স্বামী জীবিত আছেন, তাঁহার মনে হইতে লাগিল এবং তাঁহার অনুসন্ধানার্থ তিনি উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি কনিষ্ঠ দেবরকে স্বামীর সন্ধানার্থ প্রেরণ করিলেন এবং যথার্থই যদি তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়া থাকে, তাঁহার প্রিয়পতির মৃতাবশেষ যাহা কিছু থাকে, লইয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৃহ হইতে প্রস্থান করিলে লিন-রত্ন আরো নিরাপদ হইল এবং আপনার দুরভিসন্ধি সাধনার্থ অধিকতর ব্যগ্র হইল। জুয়াখেলায় তাহার অত্যন্ত অনুরাগ। কয়েক দিবস জুয়া খেলিয়া ক্রমাগত হারিয়াছে, কোথা হইতে টাকার উপায় করিয়া পুনরায় খেলিবে এই চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইল। এইরূপ উদ্বেগের অবস্থায় কিয়াংসি প্রদেশের এক বণিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই ব্যক্তির প্রথম পক্ষের স্ত্রী গত হইয়াছে, ইনি আর একটী স্ত্রীলাভের চেষ্টা করিতেছেন। লিন-রত্ন এই সুযোগে তাহার ভ্রাতৃ-জায়াকে বণিকের গৃহিণী করিয়া দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল। স্ত্রীলোকটী যুবতী এবং রূপবতী কিনা অগ্রে এ বিষয় জানিয়া বণিক তাঁহার পাণিগ্রহণ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এই বিবাহ সমাধার জন্য তিনি কন্যাকর্ত্তাকে ৯০ টাকা পণ স্বরূপ প্রদান করিলেন।

লিন-রত্ন পণের টাকা হস্তে গ্রহণ করিয়া বণিককে বলিল "আপনাকে একটী কথা পূর্ব্বে বলিয়া রাখি আমার ভ্রাতৃজায়া গর্ব্বিতা, দাম্ভিকা ও অত্যন্ত আত্মখোদী। গৃহ পরিত্যাগ করিবার সময় তিনি অনেক গোলযোগ করি-বেন, তাঁহাকে হস্তগত করিয়া লইতে আপনার কিছু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। আপনাকে যাহা করিতে হইবে শুনুন। আজি রাত্রি সমাগম হই-লেই একখানি বিবাহ যোগ্য সুসজ্জিত যান কতকগুলি বলবান্ বাহকের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া লইয়া যাইবেন। নিঃশব্দে যাইয়া আমাদিগের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবেন। যাহার মস্তকে বৈধব্য সূচক অবগুণ্ঠন বা শ্বেতবর্ণের পরিচ্ছদ (১) দেখিবেন, তিনিই আমার ভ্রাতৃজায়া। তাঁহাকে একটীও

(১) ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় দিগের শোকের পরিচ্ছদ কালবর্ণ কিন্তু চিন ও অন্যান্য আসিয়াস্থ জাতিদিগের শুভ্রবর্ণ।

কথা বলিবেন না এবং তাঁহারাও কোন কথায় কর্ণপাত করিবেন না। তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই বলপূর্ব্বক ধরিবেন, যানের উপর তুলিবেন, যান চালাইয়া আপনার জাহাজে আসিবেন এবং তাঁহাকে লইয়া পাড়ি দিবেন।"

এ পন্থাটী বণিকের নিকট বেশ কৌতুককর বোধ হইল এবং ইহা দ্বারা তিনি অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন আশা করিতে লাগিলেন।

লিন-রত্ন গৃহে আসিয়া তাঁহার ভ্রাতৃজায়া তাঁহার দুরভিসন্ধি কিছুমাত্রে জানিতে না পারেন এজন্য কপট ভদ্রতা ও সতর্কতা অবলম্বন করিল। কিন্তু তাঁহার অসাক্ষাতে গোপনে আপনার স্ত্রীকে ডাকিয়া সকল কথা বিশ্বস্ত ভাবে বলিল এবং সুশীলা আউয়াংয়ের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ বিদ্রূপ করিতে২ বলিতে লাগিল "এই দ্বিপদ পণ্যদ্রব্যটা আজি রাত্রেই আমাদিগের গৃহ হইতে জাহাজে নীত হইবে। ইহাতে আমার ভাবনা কি? কিন্তু সে সময়ে আমার উপস্থিত থাকাটা ভাল দেখায় না। আমি কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে বেড়াইতে যাইব। রাত্রি হইলেই কতকগুলি সুসজ্জিত লোক আমাদিগের দ্বারের সম্মুখে আসিবে এবং একখানি আবৃত যানে তাঁহাকে লইয়া যাইবে—"

লিন-রত্ন আরো কিছু বলিত, কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া থামিয়া গেল। এই সময় তাঁহার ভ্রাতৃজায়া ঘরের জানালার ধার দিয়া যাইতেছিলেন। লিন-রত্ন তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই ঘরের এক পার্শ্ব-দ্বার দিয়া সত্বর বাহির হইয়া গেল। ব্যস্ততাবশতঃ সে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিতে পারিল না। বিশেষতঃ যে বৈধব্যসূচক মস্তকাবরণ দ্বারা আউয়াংকে চিনা যাইবে বলিয়াছিল, তাহাই স্ত্রীর নিকটে বলিতে ভুলিয়া গেল। এরূপ ভ্রান্তি ঐশ্বরিক ঘটনা তাহার সন্দেহ নাই।

আউয়াং বেশ বুঝিতে পারিলেন, তিনি গবাক্ষের নিকট শব্দ করিয়াছিলেন বলিয়া স্ত্রী পুরুষের কথোপকথন ভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু তিনি যাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দেবরের দুরভিসন্ধি বিষয়ে তাঁহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যাতৃইয়াংয়ের নিকট তাঁহার আশঙ্কার বিষয় ব্যক্ত করিলেন। তিনি

করুণস্বরে বলিলেন, " প্রিয় ভগিনি! দেখ আমি হতভাগিনী বিধবা, তোমার সহিত আমি কখন খলতা করি নাই, গাঢ় ও অকপট বন্ধুতাসূত্রেই বদ্ধ আছি। এই বন্ধুতার দোহাই দিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করি, সরলভাবে বল, আমার দেবর বলপূর্ব্বক আমার বিবাহ দিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবার বাসনা কখনও হৃদয়ে পোষণ করেন কি না!"

ইহা শুনিয়া ইয়াং প্রথমতঃ একটু অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হইল। কিন্তু সত্বর সে ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া অম্লান মুখে বলিল " ভগিনি! তুমি এ কি ভাব পাগলের মত আপনার মনে আপনি কি কল্পনা কর! তোমার পুনরায় বিবাহের কথা হইলে কি আমাদিগের এরূপ ভাব দেখিতে? জাহাজ ডুবিবার ভয় হইতে না হইতে জলে ঝাঁপ দেওয়া কেন?"

আউয়াং তাঁহার মাতার মুখে 'জাহাজ ডুবিবার' সাদৃশ্য শুনিয়া তাহার স্বামীর সহিত যে গূঢ় কথা হইতেছিল, ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিলাপধ্বনি ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আপনার প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন, গৃহের দ্বার আঁটিয়া দিলেন এবং শোকে মুহ্যমান হইয়া রোদন ও কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি আপনা আপনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন " হায়! আমি কি হতভাগিনী! আমি জানিনা, কে আমার স্বামী হইতে আসিতেছে! লিন-মতি আমাকে স্নেহ করিত, আমিও তাহার উপর বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু সে বিদেশে গিয়াছে। আমার পিতা, মাতা, আত্মীয়গণ বহু দূরে। এ ঘটনা শীঘ্র ঘটিলে আমি কেমন করিয়া তাহাদিগকে জানাইব! প্রতিবাসীদিগের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার আশা নাই। লিন-রত্নকে দেশশুদ্ধ লোক ভয় করে এবং সকলেই জানে কোন দুষ্কার্য্য তাহার অসাধ্য নহে। হতভাগিনী আমি, তাহার কপটতা জাল হইতে কিরূপে মুক্ত হইব? আজি না হয় কালি, না হয় দুদিন পরে তার ফাঁদে পড়িতেই হইবে। আমার পক্ষে এ প্রাণ বিনষ্ট করাই শ্রেয়স্কর। সহস্র সহস্র মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা এখনি মরা ভাল। আমার জীবন ধারণও এখন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগভিন্ন আর কিছুই নয়।"

দুর্ভাগ্য স্ত্রীলোকটী সমস্ত দিন বিলাপ করিলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তখন অনেক চিন্তা করিয়া অপহারকদিগের হস্তে পতন অপেক্ষা আত্মহত্যা

করাই স্থির বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। সূর্য্য অস্তগত হইলে আউয়াং তাঁহার অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ আরো দৃঢ়রূপে আঁটিয়া বন্ধ করিলেন এবং এই বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন "হে সর্ব্বশক্তিমান টিন, * আমার দুঃখের বিচার কর, আমাকে রক্ষা কর।" তাঁহার চিত্ত শোক দুঃখে এত অভিভূত হইয়াছিল যে তিনি আপনার মস্তকের পরিচ্ছদ দূরে প্রক্ষেপ করিয়া চুল ছিঁড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে ২ কদলীবৃক্ষের ন্যায় মেজের উপর পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। এই পতন শব্দ ইয়াংয়ের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি দৌড়িয়া তাঁহার গৃহের দিকে আসিলেন। গৃহ বন্ধ দেখিয়া তিনি একগাছি লাঠি আনিয়া অনেক কৌশলে দ্বার খুলিলেন। কিন্তু অন্ধকার ঘরে যেমন প্রবেশ করিবেন, আউয়াংয়ের পরিধেয় বস্ত্রে তাঁহার পা জড়াইয়া গিয়া উল্‌টিয়া পড়িয়া গেলেন এবং তাহাতে তাঁহার মস্তকের পরিচ্ছদ অনেক দূরে গিয়া পড়িল। তিনি ভূমিতে পড়িয়া ভয়ে ও আঘাতে কিছুক্ষণ অজ্ঞান হইয়া রহিলেন। চেতনা পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একটী আলোক আনিবার চেষ্টায় গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আলোক হস্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, আউয়াং ধরা শয্যায় তখনও নিস্পন্দ পতিত রহিয়াছেন।

তিনি আর কাহাকে ডাকিয়া আউয়াংকে তুলিবেন মনে করিতেছেন, এমত সময়ে দ্বারদেশে অল্প২ আঘাত শব্দ শ্রবণ করিলেন। কিয়াংসির বণিক তাহার ক্রীত স্ত্রীকে লইতে আসিয়াছে, তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন। তখন তিনি মনে করিলেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া যাতার গৃহে লইয়া আসিবেন! ব্যস্তভাবশতঃ এবং অনাবৃত শিরে অপরিচিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইতে অনিচ্ছু হইয়া তিনি আউয়াংয়ের মস্তকাবরণটী সম্মুখে পাইয়া তাহাই মাথায় দিয়া চলিলেন।

সত্য সত্যই কিয়াংসির বণিক্ তাঁহার প্রতিশ্রুত স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি রেসমী পতাকা, পুষ্পমালা ও অসংখ্য দীপাবলী সজ্জিত একখানি বিবাহের ডুলি আনিয়াছেন। ডুলির চারিদিকে মশালধারী ভৃত্যগণ ও এক দল বাদ্যকর ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনুযাত্রিগণ সুসজ্জিত হইয়া রাস্তায় বার দিয়া আছে, কিন্তু কেহ কোন বাদ্যধ্বনি বা শব্দমাত্রও

* টিন চিনদিগের পরমেশ্বর

করে নাই। বণিক্ স্বয়ং দল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ধীরে ধীরে দ্বারের কবাটে আঘাত করিতেছিলেন। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে বণিক্ কয়েক জন মশালধারী সহচর সমভিব্যাহারে একবারে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বণিক্ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ইয়াংকে দেখিতে পাইলেন। তাহার মস্তকে শ্বেতবর্ণের শোকসূচক পরিচ্ছদ দেখিয়াই সেই যে তাঁহার ক্রীতা স্ত্রী বুঝিয়া লইলেন, লিন-রত্ন সেই সংকেত বলিয়া দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যুবতীর রূপলাবণ্য এবং তাহার মুখশ্রী অবলোকন করিয়া বণিক একেকালে মোহিত হইয়া গেলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার সহচরগণ দৌড়িয়া গিয়া যুবতীকে ধরিল এবং একেবারে ডুলির ভিতর পুরিল। বেহারাগণ প্রস্তুত ছিল, অমনি ডুলির দ্বার বন্ধ করিয়া দ্রুতবেগে লইয়া চলিল। ইয়াং চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহাদিগের ভুল হইয়াছে, তাহারা প্রতারিত হইতেছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘোরতর বাদ্যোদম হইতে লাগিল, তাঁহার কণ্ঠধ্বনি বাদ্যের সঙ্গে মিশিয়া গেল। বেহারারা পুরস্কার লাভের আশায় যত শীঘ্র পারিল, রমণীটীকে লইয়া জাহাজে তুলিল।

ইতিমধ্যে আউয়াংয়ের চৈতন্য হইয়া দিবসের সকল কথা তাঁহার স্মৃতি পথারূঢ় হইল। তখনও বাটীর নিকটে কোলাহল হইতেছিল, তাহা শুনিয়া তাঁহার প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমেং বাদ্যধ্বনি ও কোলাহল কমিয়া যাইতে লাগিল, তাহা দূরে চলিয়া যাইতেছে বুঝিতে পারিয়া তিনি সুস্থির হইলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যে সাহসাবলম্বন পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া ব্যাপার কি ঘটিয়াছে দেখিতে আসিলেন।

আউয়াং মধ্যম বধূর নাম ধরিয়া বারংবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না। তখন বুঝিলেন বণিক্ ভ্রান্ত হইয়া কাহাকে লইতে কাহাকে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু লিন-রত্ন এই বিষয় জানিতে পারিয়া কি কাণ্ড ঘটায়, তিনি সেই ভয় করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার গৃহে গিয়া পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিলেন, ভূতল ক্ষিপ্ত বসনাদি লইয়া পুনরায় পরিধান করিলেন এবং মধ্যম বধূর যে কৃষ্ণবর্ণের মস্তকাবরণ তাঁহার গৃহে পতিত ছিল, তাহা মস্তকে পরিলেন। তিনি মনে করিলেন এখন বিরাম সম্ভোগ করিবেন, কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যে তিনি একটী বারও চক্ষু বুজাইতে পারিলেন না।

রাত্রি প্রভাত হইলে আউয়াং শয্যা হইতে উঠিলেন, মুখ হস্ত প্রক্ষালন করিলেন। তিনি আপনার শোকসূচক মস্তকাবরণ খুঁজিতেছেন, এমত সময়ে দ্বার দেশে চিৎকার শব্দ শুনিতে পাইলেন। এক ব্যক্তি দ্বারে আঘাত করিতেছে আর কর্কশ স্বরে বলিতেছে "এখনও খুলিতেছ না?"

লিন-রত্ন আসিয়াছে, তিনি স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সে শাসাইতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। অবশেষে আউয়াং দ্বারের নিকট আসিলেন, কিন্তু দ্বার না খুলিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন "কে দরজায় ঘা দিতেছে, এত চিৎকার করিতেছে?"

লিন-রত্ন তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিল এবং অত্যন্ত শঙ্কাকুল হইল। তিনি দ্বার খুলিতেছেন না দেখিয়া আরো ভয়াক্রান্ত হইল। সে বলিল "বৌ! বড় শুভ খবর। আমার কনিষ্ঠ লিন মতি ফিরিয়া আসিয়াছে এবং আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে আছেন। শীঘ্র খোল।"

এই শুভসংবাদ শুনিয়া আউয়াং সেই কৃষ্ণবর্ণ মস্তকাবরণ পরিধান করিয়া তাহার কনিষ্ঠ দেবর লিনমতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় দ্বার খুলিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি এদিক্ ওদিক চাহিয়া আর কাহাকেও নয়—কেবল লিন রত্নকে দেখিতে পাইলেন। লিন রত্ন আপনার প্রকোষ্ঠে গেল, কিন্তু স্ত্রীকে দেখিতে পাইল না। তাহার ভ্রাতৃজায়ার মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ মস্তকাবরণ দেখিয়া তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে ভাবিতে লাগিল এবং আউয়াংকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার মা কোথায় গেলেন?" আউয়াং বলিলেন "এ বিষয় আমার চেয়ে তুমি ভাল জান। কারণ তুমিই এই অপূর্ব্ব ষড়যন্ত্রটী করিয়াছিলে?"

লিন-রত্ন বলিল "ভাল তুমি শ্বেতবর্ণ মস্তকাবরণ পরিধান কর নাই কেন? তুমি কি শোকবেশ পরিত্যাগ করিয়াছ?

আউয়াং তখন তাহার অনুপস্থিতি কালে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। স্ত্রীলোকটির কথা শেষ হইতে না হইতেই লিন-রত্ন শোকাবেগে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল এবং নিরাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে অল্পে অল্পে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ভাবিতে লাগিল "এই দুঃসময়ে একটী সদুপায় আছে, আমার ভ্রাতৃজায়াকে বেচিতে হইবে। তাঁহাকে বেচিয়া যে টাকা

পাইব, তাহাতে আর এক স্ত্রী ক্রয় করিব। তাহা হইলে আমি যে আমার স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়াছি, কেহ জানিতে পারিবে না।" সে গত দিবস সমস্ত রাত্রি ধরিয়া জুয়া খেলিয়াছে এবং কিয়াংসির বণিকের নিকট স্ত্রীবিক্রয় দ্বারা যে ৯০ টাকা পাইয়াছিল, সকলি এই খেলায় হারিয়াছে। বণিক্‌ও নূতন স্ত্রীকে লইয়া বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছেন।

সে পুনরায় তাহার দুরভিসন্ধি সাধনের উপায় করিতে বহির্গত হইতে, এমত সময় দ্বারদেশে ৪।৫ জন লোক আসিয়া উপস্থিত, তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লিন-মণি, কনিষ্ঠ লিন মতি, ভ্রাতুষ্পুত্র হিউল এবং তলপীদার দুই জন ভৃত্য এই ৫ জন উপস্থিত। লিন-রত্ন ইহা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইল এবং তাহাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া আস্তেং খড়্‌কী দ্বার দিয়া বাটী হইতে প্রস্থান করিল।

আউয়াং আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার স্বামীর অভ্যর্থনা করিলেন। আবার তাঁহার সঙ্গে হারাধন একমাত্র পুত্রটীকে পাইয়া তাঁহার উল্লাসের অবধি রহিল না। বালকটী এখন এরূপ দীর্ঘাকৃতি এবং সুন্দর হইয়াছে, যে তিনি প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হৃদয় রত্নকে আর পাইব না বলিয়া স্থির বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তুমি কি প্রকারে তাহার পুনরুদ্ধার সাধন করিলে?

লিন মণি সহধর্ম্মিণীর নিকটে আপনার সমুদায় ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। আউয়াং লিন-রত্নের দুরাচরণে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন প্রকাশ করিলেন। লিনমণি সকল কথা শুনিয়া ধার্ম্মিকা স্ত্রীর সদ্‌গুণের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন 'যদি অন্ধ ধনলোভে লুব্ধ হইয়া ৬০০ টাকা ব্যয় না করিতাম, আমাদিগের প্রিয়পুত্রের অনুসন্ধান পাইতাম না। যদি ধনলোভে লুব্ধ হইয়া জাহাজ ভগ্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে আর ৬০টি টাকা ব্যয় না করিতাম, তাহা হইলে আমার প্রিয় কনিষ্ঠও মরিয়া যাইত। দৈবঘটনায় ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে বাটীর দুঃসংবাদও কিছু জানিতে পারিতাম না। তাহা হইলে আমরা পুনরায় মিলিত হইতে পারিতাম না। আমাদিগের পরিবার সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া বিষম দুর্দ্দশাপন্ন হইত। পরমেশ্বরের বিশেষ করুণাতে এই সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। আমার রাক্ষস-প্রকৃতি দ্বিতীয় সহোদর টাকার জন্য

আপনার স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়া পাপের উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান টিন মনুষ্যদিগের গুণানুসারে পুরস্কার বিধান করিয়া থাকেন, তাহারা যেন তাঁহার ন্যায় বিচার এড়াইবে, এরূপ মনে না করে। ধর্ম্ম দ্বারা গৃহের কল্যাণ হয়, ধর্ম্ম দ্বারা পরিণামে মঙ্গল হয়, আমরা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

কিছুকাল পরে হিউলের এক সম্ভ্রান্ত ঘরে বিবাহ হইল এবং তাহার অনেক সন্তানসন্ততিতে গৃহ পূর্ণ হইল। এই সন্তানদিগের অনেকে কৃত বিদ্য ও উপার্জ্জনশীল হইয়া দেশ মধ্যে বিখ্যাত হইয়া উঠিল। লিন-মণি ও আউয়াং পুত্রপৌত্রাদি লইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

গাগার উপাখ্যান।

বিদেহাধিপতি রাজর্ষি জনক কোন সময়ে এক মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিবিধ বিদ্যাসম্পন্ন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী দর্শন করিয়া রাজর্ষি জনকের মনে এই প্রশ্ন সমুদিত হইল যে ইহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম 'ব্রহ্মপরায়ণ,' কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সম্ভব, ভাবিয়া তিনি সভা মধ্যে সহস্র গো বন্ধন করিলেন এবং এক এক গাভীর প্রতি শৃঙ্গে দশ দশ পোয়া স্বর্ণ সংবদ্ধ করিয়া বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ সকল! আপনাদিগের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ থাকেন, তিনিই এই গো সকল দক্ষিণা স্বরূপ গ্রহণ করিবার অধিকারী।" কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ সেই বহু মূল্য গো-পাল গ্রহণে সাহসী হইলেন না। অবশেষে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার ব্রহ্মচারী শিষ্যকে বলিলেন "হে সোম্য সামশ্রবা! এই গো সকল উন্মুক্ত কর।" সামশ্রবা গুরুর আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবেন।

পরে ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য! তুমিই কি আমাদিগের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ হইলে? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন "আমি ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার করি। আমার গোরুর প্রয়োজন আছে, বলিয়াই তাহা গ্রহণ করিয়াছি।"

তাহার পর গৌতমের প্রধান হোতা অশ্বল মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। অশ্বল প্রভৃতি ৫ জন প্রশ্নকর্ত্তা নিরস্ত হইলে গর্গ মহর্ষির

কন্যা অশেষ শাস্ত্র পারদর্শিনী গার্গী অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন। তিনি বলিলেন "হে পূজনীয় ব্রাহ্মণ সকল! আমার বাক্য শ্রবণ করুন্। এই যাজ্ঞবল্ক্যকে আমি দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। যদি ইনি আমার এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর করিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই আপনাদিগের মধ্যে কোন ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিই ইহাঁকে জয় করিতে পারিবেন না।" তখন সভাস্থ সকলে বলিলেন "গার্গি! জিজ্ঞাসা কর।" গার্গী বলিলেন "হে যাজ্ঞবল্ক্য! যেরূপ কাশীদেশস্থ বা বিদেহ-দেশ-সম্ভূত উগ্র ক্ষত্রিয়, নির্গুণ ধনুকে গুণযুক্ত করিয়া শত্রুকে লক্ষ্য করে এবং যুগপৎ শরদ্বয় হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান হয়, সেই রূপ এই আমি তোমাকে প্রশ্নরূপ দুইটী শর দ্বারা বিদ্ধ করিতেছি। তুমি তাহার উত্তর দেও।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "হে গার্গি! কি প্রশ্ন বল?"

গার্গী বলিলেন "হে যাজ্ঞবল্ক্য! যাহা আকাশের ঊর্দ্ধে এবং যাহা এই পৃথিবীর অন্তরে আছে, ও যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, তাহা কিসে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন "হে গার্গি, যাহা আকাশের ঊর্দ্ধে ও পৃথিবীর অন্তরে আছে এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—তাহা আকাশ দ্বারা ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।" গার্গী প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া বলিলেন "হে যাজ্ঞবল্ক্য! তোমাকে নমস্কার। এই প্রশ্নটীর সদুত্তর করিলে, এখন আমার অপর প্রশ্ন ধারণ কর।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "গার্গি জিজ্ঞাসা কর।"

যাজ্ঞবল্ক্য পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আকাশ এব তদোতপ্রোতশ্চ।" ভূলোক-দ্যুলোক, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান আকাশেতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। গার্গী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "কস্মিন্ খল্বাকাশ এব ওতপ্রোতশ্চ"? সেই আকাশই বা কাহাতে ওতপ্রোত। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "হে গার্গি ব্রহ্মবাদীরা বলিয়াছেন *"যিনি স্থূলপদার্থ নহেন, লঘুও নহেন এবং

* এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি। অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রম্॥

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌবিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ॥

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ॥

হ্রস্বদীর্ঘ নহেন, লোহিতাদি বর্ণাতীত, ছায়াবিশিষ্ট নহেন, স্নেহদ্রব্যাদি কোন পদার্থও নহেন, অন্ধকারের অতীত, বায়বীয় বস্তুও নহেন এবং শূন্য আকাশও নহেন, সঙ্গ, গন্ধ ও রসবর্জ্জিত, তাঁহার চক্ষু শ্রোত্র বাক্য মন প্রভৃতি কিছুই নাই। তিনি কোন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নহেন, তাঁহার প্রাণ বায়ু নাই, এবং পরিমাণ হয় না, তাঁহার অন্তর বাহ্য ভেদে প্রকৃতি ভেদ হয় না। তাঁহাকেও কেহ আহার করিতে পারে না, তিনিও কিছু আহার করেন না।

হে গার্গি! এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে চন্দ্র ও সূর্য্য স্বীয়২ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নিরন্তর তাঁহারই আদেশ পালন করিতেছে, হে গার্গি! এই অক্ষর পুরুষের শাসন প্রভাবে ভূলোক ও দ্যুলোক, অনন্ত প্রাণিপুঞ্জের অসহ্য ভার বহন করিতেছে।

এই অক্ষর পুরুষের আদেশে নিমেষ মুহূর্ত্ত, দিবা রাত্রি, পক্ষ মাস ঋতু, ও সংবৎসর যথানিয়মে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে হে গার্গি! পশ্চিমবাহিনী ও পূর্ব্ববাহিনী নদী সকল শ্বেত পর্ব্বত সকল হইতে নিঃসৃত হইতেছে। এই অবিনাশী ঈশ্বরকে না জানিয়া এই পৃথিবীতে যদি কেহ বহু শত সহস্র বৎসর হোম, যাগ ও তপস্যা করে, তথাপি সে কোন প্রকার স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না। হে গার্গি! যে এই পরমেশ্বরকে না জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয় সে কৃপণ অর্থাৎ দয়ার পাত্র এবং যে ব্যক্তি এই অবিনাশী ব্রহ্মকে জানিয়া ইহলোক হইতে লোকান্তরে গমন করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষামুহূর্ত্তাঅহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসামাসা ঋতবঃ সংবৎসর ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি॥

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোন্যানদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোন্যাঃ॥

যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি॥

যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সকৃপণঃ। অথ যএতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥

তদ্বাএতদক্ষরং গার্গাদৃষ্টং দ্রষ্টৃ শ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত্রে তস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশওতশ্চ প্রোতশ্চ॥

হে গার্গি! এই অবিনাশী পুরুষ স্বয়ং অদৃষ্ট, চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করা যায় না, কিন্তু তিনি সকল মনুষ্যের অন্তরে অবস্থিতি করিয়া মনুষ্যের আচরিত তাবৎ কর্ম্ম দর্শন করিতেছেন। তিনি অশ্রুত, কর্ণ দ্বারা তাঁহার বাক্যাদি শ্রবণ করিতে পারা যায় না, কিন্তু তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত হইয়াও প্রত্যেক মনুষ্যের কথা শ্রবণ করিতেছেন। তিনি মনোহীন, মনুষ্যের ক্ষুদ্র মন তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ধারণ করিতে অসমর্থ, কিন্তু সেই মনকে তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি অবিজ্ঞাত, সহস্র যুগ তপস্যা করিলেও তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে কেহ জানিতে পারে না। কিন্তু তিনি প্রতি মুহূর্ত্ত জড় ও চেতন রাজ্যে যে কিছু ঘটনা হইতেছে তাহা বুঝিতেছেন। হে গার্গি! এই অবিনাশী অনন্ত ভূমা পরমেশ্বরেতেই আকাশ ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে।'

গার্গী স্বীয় জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সদুত্তর প্রাপ্ত হইয়া অতি উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "হে ব্রাহ্মণসকল। ইহাঁর যুক্তিযুক্ত উত্তরকেই বহু বলিয়া মান, যেহেতু আমি ইহাঁর নিকট নমস্কার দ্বারাই আপনাকে শোধন করিলাম। ইহা নিশ্চিত যে কখনও তোমাদিগের মধ্যে কোন ব্রহ্মপরায়ণ ইহাকে জয় করিতে পারিবেন না।"

বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গীয় মহিলাগণ হয়তো এই রূপ মনে করিতে পারেন যে, পূর্ব্বতন রমণীগণ বিদ্যার অধিকারিণী ছিলেন না, সৌভাগ্য ক্রমে আমরাই স্ত্রীজাতির অলঙ্কার—স্ত্রীজাতি মধ্যে বিদ্যাবতী হইয়াছি। কিন্তু যখন আমরা প্রাচীন আর্য্য মহিলাদিগের বিদ্যা ও তাহার সহিত সৎ সাহসের বিষয় আলোচনা করি, তখন অবাক্ হই। যে সভাতে রাজর্ষি জনক অশ্বল ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষি উপস্থিত, আবার সেই সভাতেই বিদুষী গার্গী প্রশ্নকর্ত্রী। মাননীয়া গার্গীর প্রশ্ন কিরূপ সারগর্ভ ও সদর্থ পরিপূর্ণ! ঋষি পত্নীরা অরণ্যে বাস করিতেন; সাংসারিক কোলাহলের সহিত কোন সংস্রব রাখিতেন না, এই বলিয়া যে তাঁহারা ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় স্ত্রী কিম্বা পুরুষের ন্যায় ভীরু ছিলেন, তাহা বোধ হয় না। তাহাদের হৃদয় যথার্থ বীরভাবে ভূষিত ছিল। তাহার প্রমাণ গার্গীর প্রশ্ন। গার্গী যখন মহামান্য যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তখন তাহার উপক্রমণিকায় তিনি কেমন বীরভাবের পরিচয় দেন। গার্গীর প্রশ্নের উপর দৃষ্টিপাত করিলে

বোধ হয় তিনি কেবল সামান্য বর্ণ পাঠ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না—বীরধর্ম্ম, রাজনীতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তাও করিতেন। তিনিত অপর একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বীয় প্রশ্নের প্রয়োগ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার বীর ও আর্য্য ভাবে পরিপূর্ণ হৃদয় কাশী ও বিদেহ দেশস্থ উগ্র ক্ষত্রিয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিল।

গার্গী প্রভৃতির জীবন আলোচনা করিলে বোধ হয় অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন স্ত্রীদিগের মধ্যে যে কেবল সরস্বতীর দৃষ্টি ছিল, তাহা নহে, প্রাচীন আর্য্য মহিলারা বেদ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। উপনিষদ প্রায়ই ব্রাহ্মণ ভাগে ভুক্ত। উপনিষদের মধ্যে বৃহদারণ্যক একখানি উৎকৃষ্ট উপনিষদ, এই উপনিষদখানি আবার শুক্লযজুর অন্তর্গত। যখন এই উপনিষদে গার্গীকে প্রশ্ন কর্ত্রী বলিয়া নির্বাচন করা হইয়াছে, তখন কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে যে পূর্ব্বকালে স্ত্রী জাতি বেদের অধিকারিণী ছিলেন না? তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে এখন যেমন বর্ণ পরিচয় পাঠ করিলে বা একখানি চিঠি লিখিতে পারিলেই বঙ্গ সুন্দরীরা বিদ্যাবতী বলিয়া পরিচিত হন, পূর্ব্বকালে তাহা ছিল না। যাঁহারা মনে করেন ভারতবর্ষে ইংরাজী উনবিংশতি শতাব্দীর পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষা ছিল না, তাহাদিগকে বৃহদারণ্যক উপনিষদের গার্গী ও মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মানব সমাজের গতি অনুসারে চিন্তার গতি। যখন মানব সমাজ যে দিগে অগ্রসর হয়, তখন মনুষ্যগণের চিন্তাপ্রণালীও সেই পথের অনুসরণ করে। মানব সমাজের উন্নতি বা অবনতির প্রধান পরিমাপক চিন্তা। কোন সময়ে কি রূপ চিন্তা ছিল, তাহার অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করিতে পারিলে সে সময়ের উন্নতির ভাব কি প্রকার তাহা অতি সহজেই নিরূপণ করা যায়। সমাজস্থ স্ত্রী পুরুষ উভয়েই চিন্তার সমান অধিকারী। এখন আমাদের উচ্চ চিন্তা নাই, উন্নতিও নাই। আবার পুরুষেরা যাহাই চিন্তা করুন, স্ত্রীরা বোধ হয় কিছুই করেন না। বর্ত্তমান সময়ের ভারত মহিলাগণ প্রাচীন সময়ের গার্গী প্রভৃতির চিন্তার ভাব স্মরণ পূর্ব্বক বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করুন, বৃথা গল্প করিয়া বা অসার প্রবন্ধ লিখিয়া সময় নষ্ট করিলে কি হইবে?

লণ্ডন মহানগর।

আমরা যাহাকে বিলাত বলিয়া থাকি, তাহার প্রকৃত নাম লণ্ডন। এই লণ্ডন ইংরাজদিগের জন্মভূমি ইংলণ্ডের রাজধানী। আমাদিগের ভারতেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়া এই খানেই বিরাজমান। ইহা কেবল আমাদিগের রাজবংশের বাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত নয়, ইহা পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাণিজ্যস্থান এবং ধন সমৃদ্ধি ও সভ্যতার আকর ভূমি। লণ্ডনের ন্যায় বহুকাল স্থায়ী প্রাচীন রাজধানীও আর দৃষ্ট হয় না। ইহা সহস্র বৎসরেরও অধিক ইংলণ্ডের প্রধান নগররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। খৃষ্টের জন্মের ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সিজার ইংলণ্ড জয় করিতে আইসেন, তখন ইহার নাম 'ট্রিনবাণ্টম' ছিল। ৬১০ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী গির্জা নির্ম্মিত হয় এবং ৮৩৩ অব্দে এখানে 'উইটিনাজিমট' বা জ্ঞানীদিগের সভার অধিবেশন হয়। আলফ্রেড-দি-গ্রেট সর্ব্বপ্রথমে ইহা রাজধানী রূপে মনোনীত করেন। তৎপরে অন্যান্য রাজগণ এখানে রাজত্ব করেন এবং ইহার আকার ক্রমশঃ বিস্তৃত করিয়া যান। লণ্ডন ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবং সাউথ-ওয়ার্ক বরো নামক দুইটী নগর লইয়া সংগঠিত। যেমন আমাদিগের গঙ্গা নদীর পূর্ব্ব তীরে কলিকাতা ও পশ্চিম তীরে হাবড়া, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ও সাউথবরো সেইরূপ টেম্‌স নদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীরে স্থাপিত। কলিকাতা যেমন ২৪ পরগণা জেলা এবং হাবড়া হুগলী জেলার অন্তর্গত, লণ্ডনের এক অংশ সেইরূপ মিড্‌লসেক্‌স এবং অপরাংশ সরী-সায়ারের * অন্তর্গত। কলিকাতা লণ্ডনের তুলনায় ক্ষুদ্র সহর। কিন্তু কালে কলিকাতা ও হাবড়া মিলিত হইয়া এক বৃহত্তর মহানগর হইতে পারে। লণ্ডন দীর্ঘে ১২ মাইল, প্রস্থে ৭॥ মাইল এবং পরিধিতে ৩০ মাইলের ন্যূন নহে।

লণ্ডনে হোয়াইট টাউয়ার বা শ্বেতস্তম্ভ নামক অট্টালিকা ১০৭৮ সালে বিজয়ী ১ম উইলিয়ম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। উইলিয়ম রুফস্ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হল প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৫৫ সালে সিসার নলদ্বারা জল যাতায়াতের প্রণালী হয়। ১৩৪০ সালে রাস্তা নির্ম্মাণার্থ কর ধার্য্য হয়। ১৪১৬ সালে রাস্তাতে প্রথম লণ্ঠনের আলো হয়।

* আমাদিগের জেলার ন্যায় ইংলণ্ডে ৪৯টী সায়ারে বিভক্ত।

১৪৪৩ সালে পাডিংটন হইতে জলের নল বসান হয়। ১৫৪২ সালে পাকা রাস্তা এবং নদীতটস্থ বর্ত্ম কিয়ৎ পরিমাণে প্রস্তুত হয়। লণ্ডন নগর এত দ্রুত গতিতে বর্দ্ধিত আকার ধারণ করিতেছিল যে মহারাণী এলিজেবেথকে এবং ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সকে ঘোষণা পত্র প্রচার দ্বারা ইহার বৃদ্ধি নিবারণ করিতে হইল। ১৬১১ সালে লণ্ডনে অনেক সংখ্যক রাস্তা ও গলি নির্ম্মিত হয়। ১৬৬৫ সালে মহামারী সংঘটন হইয়া নগরটী ধ্বংসপ্রায় হইয়া যায়। তৎপর বৎসর ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়া ১০০০০ গৃহ এবং অধিকাংশ ধর্ম্মমন্দির ও প্রকাশ্য সভাগৃহ ভস্মসাৎ হয়। যাহাহউক সুভাগ্যদিগের অনিষ্ট হইতেও ইষ্টলাভ হয়। অগ্নিকাণ্ডের পর লণ্ডন উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে পুনর্নির্ম্মিত হয় এবং ইহার বর্ত্ম সকল প্রশস্ততর হইয়া অধিকতর স্বাস্থ্যোপযোগী হয়। ১৬৮৫ সালে ফরাসী প্রটেষ্টাণ্ট শিল্পীরা স্বদেশে বেধর্ম্মী বলিয়া উৎপীড়িত হইয়া লণ্ডনের স্পিটাফিল্‌ড ও সেণ্ট জাইল্‌সে আসিয়া বাস করিল ও তাহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিল। ইহার পর নিকটস্থ গ্রাম ও ময়দানাদি অধিকার করিয়া লণ্ডন ক্রমাগত বিস্তারিত হইতে লাগিল। অনেক ষ্ট্রীট, স্কোয়ার ও উদ্যান উৎপন্ন হইল।

লণ্ডনের প্রধান রাস্তা দুইটী, একটী উত্তরে ও অপরটী দক্ষিণে, টেম্‌স নদীর সমান্তরাল হইয়া পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তারিত আছে। লণ্ডনে ৬টী পার্ক বা মনোরম উদ্যান আছে। উত্তরে হাইড পার্ক (ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও পারিপাটী, সেণ্ট জেম্‌স পার্ক, গ্রিন পার্ক এবং রিজেণ্ট্‌স পার্ক, পূর্ব্বদিকে বিক্টোরিয়া পার্ক এবং দক্ষিণে বাটারসি ও কেনিংটন পার্ক। এতদ্ভিন্ন কেনসিংটন নামে উদ্যান আছে, ইহা হাইড পার্কের সহিত স্থানে ২ সংযুক্ত। লণ্ডনের ভূ-নিম্নে ময়লা জল, জঞ্জাল, পানীয় জল এবং বাষ্পের স্বতন্ত্র ২ প্রণালী আছে, কলিকাতার প্রণালী সকল তাহার অনুকরণ মাত্র। কিন্তু লণ্ডনের কাণ্ড কারখানা এখান অপেক্ষাও অদ্ভুত। লণ্ডনের অধিকাংশ গৃহ কলিকাতার ন্যায় ইষ্টক নির্ম্মিত। প্রধান অট্টালিকা সকলের মধ্যে টাউয়ার দুর্গ, টেঁকশাল, ত্রিনীতি গৃহ, ব্যাঙ্ক, ম্যানসন হাউস, রাজকীয় এক্সচেঞ্জ বা নিলামঘর, ইষ্টইণ্ডিয়া হাউস, নিলাম বাজার, বণিজ্য বাজার, শুল্কালয়, এক্‌সাইজ গৃহ, গিল্‌ড হল, লণ্ডন সেতুসমূহ, মনুমেণ্ট, পোষ্ট আফিস, কারাগার, লিউক্‌স হসপিটাল, সেণ্টপল প্রভৃতির গিরজা ক্রিষ্টাল প্যালেস ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। বাজার অসংখ্য, তন্মধ্যে

কোনটীতে কেবল শাকসব্জি তরকারী, কোনটীতে কেবল হংসমোরগ, কোনটীতে মৎস্য ও কোনটীতে মাংস বিক্রীত হয়। বিজয়ী উইলিয়ম শ্বেত টাউয়ার নামক দুর্গ দেশবাসীদিগকে ভয় প্রদর্শনার্থ নির্ম্মাণ করেন। ইহা আরো বিস্তৃত করা হইয়াছে। ইহার চারিদিকে গড়খাই আছেএবং প্রাচীরের উপরে কামান সজ্জিত। টাউয়ারেই ইতিপূর্ব্বে রাজপরিবার বাস করিতেন। রাজী এলিজিবেথের সময় হইতে এখানে কতকগুলি আফিস এবং রাজকীয় ভাণ্ডার প্রভৃতি আছে। রাজ পরিবারগণ বকিংহাম প্রাসাদে বাস করেন। লণ্ডন মনুমেণ্ট ২০২ ফিট উচ্চ, ১৬৬৬ সালের অগ্নিকাণ্ড স্মরণার্থে সার কৃষ্টফার রেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। সেণ্টপলের-গির্জ্জা এক অদ্ভুত ব্যাপার, উপরি উক্ত স্থপতি কর্ত্তৃক প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। লণ্ডনের পশ্চিম অংশে রাজবাটী, বিলাতী আমীরদিগের গৃহ, তদ্ভিন্ন যত আদালত ও আফিস। লণ্ডন-সেতু সকলের মধ্যে ৪টী প্রধান, তদ্ভিন্নরেলওয়ে ও অন্যান্য সংক্রান্ত সেতুও আছে। ওয়াটার্লু জয় স্মরণার্থ ওয়াটার্লু সেতু ১ কোটী টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয় এবং সমুদায় টাকা চাঁদা করিয়া উঠে। লণ্ডন সেতুর প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে টেমস টনেল বা সুড়ঙ্গ। ইহা ১৮২৫ সালে আরব্ধ হইয়া ১৮৩৬ সালে সম্পূর্ণ হয়। লণ্ডনের ন্যায় দাতব্যালয় অন্যত্র অতি অল্প আছে। চিকিৎসালয়, শিক্ষালয়, অনাথাশ্রম ইত্যাদি এখানে অগণ্য রহিয়াছে।

লণ্ডনের প্রধান মাজিষ্ট্রেট বা শাসনকর্ত্তা লর্ড মেয়রও শান্তিরক্ষকগণ আল্ডারমেন্ নামে খ্যাত। ইহারা একত্রে কমন কৌন্সিল নামক ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা লণ্ডনের সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। সহরের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আরো অনেক কর্ম্মচারী আছেন।

১৮৩৭ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহার সহিত সমগ্র দেশস্থ অনেক কলেজ সম্মিলিত হইয়াছে। লণ্ডনে সাহিত্য ও বিজ্ঞানোৎসাহিনী অনেক গুলি সভা আছে, তন্মধ্যে রয়াল সোসাইটী, রাজকীয় ভূগোল সভা, পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী সভা, কৃষি সমাজ, শিল্প বাণিজ্য উৎসাহিনী সভা, লিনিয়ান উদ্ভিদালোচনা সভা, লণ্ডন দার্শনিক সভা ইত্যাদি প্রধান। কলিকাতার আসিয়াটিক মিউসিয়মের ন্যায় লণ্ডনের ব্রিটিষ মিউসিয়ম নামক চিত্রশালিকায় নানাবিধ অদ্ভুত সংগ্রহ আছে। শিল্প ও চিত্রাদি বিদ্যার উৎসাহদানার্থ অনেক

সভা ও গৃহও আছে। নাট্যশালাও বহুসংখ্যক। অনেকগুলি কার্য্যালয় আছে।

লণ্ডন বাণিজ্য ব্যাপারে পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয়। ইহার জাহাজ সকল পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই ভ্রমণ করিতেছে। সহর মধ্যে অনেক রেলওয়ে আছে, তদ্দ্বারা অন্তর্বাণিজ্যও সম্পন্ন হইতেছে। লণ্ডনের উত্তরদিকে ভূনিম্ন দিয়া টনেল কাটিয়া রেলওয়ে গিয়াছে। লণ্ডন সেতু হইতে টেমসের উপর অনেক মাইল পর্য্যন্ত জাহাজ সজ্জিত আছে। জাহাজ প্রস্তুত করিবার কারখানাও অনেকগুলি। ইহার বাণিজ্য ও জাহাজ সম্বন্ধীয় বিবরণ লিখিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রস্তাব অবলম্বন করিতে হয়।

গৌরীর তপস্যা।

প্রাচীন হিন্দুনারীগণ পতিকে যে কিরূপ পরম ধন বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তাহা তাঁহাদিগের কুমারী অবস্থার অনুষ্ঠিত ব্রত সকল দ্বারা অতি সুন্দররূপে সপ্রমাণ হয়। উৎকৃষ্ট স্বামী কিসে পাইব, ইহাই তাঁহাদিগের সকল ব্রতানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। কেবল সামান্য নারীগণ যে ইহাতে ব্যাপৃত থাকিতেন এমত নহে, দেবতাগণও আপনাদিগের জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। হিমালয় রাজকন্যা গৌরী যিনি স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডের জননী, ভগবতী বলিয়া বর্ণিত, তিনি মহাদেবকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে শিবপূজা কুমারীগণের অনুষ্ঠেয় একটী প্রধান ব্রত বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে। গৌরীর তপস্যা বিষয়ে সংস্কৃত পুরাণে অনেক বর্ণনা আছে। কবি গুরু কালিদাস কুমার সম্ভব নামক সংস্কৃত কাব্যে গৌরীর যে তপস্যা বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার, আমরা তাহা হইতে কিয়দংশ অনুবাদিত করিলাম:—

শৈল দুহিতা যখন বহুযত্ন করিয়াও আপনার সৌন্দর্য্যে আশুতোষের নির্ব্বিকার মন বিচলিত করিতে পারিলেন না, তখন সমাধি অবলম্বন ও দুশ্চর তপস্যা দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা সাধন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বাস্তবিক তদ্রূপ প্রেম ও তাদৃশ পতি অন্য উপায়ে কি প্রকারে লাভ হইতে পারে? কন্যার দুষ্কর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মেনকা অস্থির হইলেন এবং স্নেহভরে গাঢ়

আলিঙ্গন পূর্ব্বক সেই দুরূহ মুনিব্রত হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য এইরূপে অনুযোগ করিলেন, "বৎসে! গৃহে বসিয়াই অভীষ্ট দেবতাকে আরাধনা কর। কোথায় দুরূহ তপোব্রত, কোথায় বা তোমার এই সুকুমার শরীর, শিরীষ পুষ্প ভ্রমরের পদভার সহ্য করিতে পারে, বিহঙ্গমের ভার সহ্য করিতে পারে না।" জননী বাৎসল্যভাবে এইরূপ অনেক উপদেশ দান করিয়াও তপস্যার জন্য স্থিরসঙ্কল্প কন্যাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। অভিলষিত বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প চিত্তকে কে ফিরাইতে পারে? নিম্নগামী জল স্রোতকে কে বাধা দিয়া ফিরাইতে পারে? দৃঢ়ব্রতা কুমারী একদা এক প্রিয় সখী দ্বারা আপন অরণ্য বাসের অনুমতি পিতার নিকটে প্রার্থনা করিলেন। ধরাধর পতি তাঁহার সানুনয় আগ্রহে "তপস্যাকর" এই অনুজ্ঞা দানে বাধ্য হইলেন। তখন কুমারী এক অচল চূড়ায় (পরে উক্ত শিখর গৌরী শিখর নামে আখ্যাত হয়) অধিরোহণ করিয়া তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াই, তিনি রত্নাভরণ উন্মোচন, ও গাত্রে বল্কল উত্তরীয় ধারণ করিলেন। সালঙ্কৃত কেশপাশে মুখ মণ্ডল প্রিয়দর্শন ছিল, অধুনা জটকলাপেও তদ্রূপ মধুর দৃশ্য হইল, অলিবৃন্দেই যে কমলের কেবল শোভা হয়, তাহা নয়, শৈবালযোগেও তাহার কান্তি প্রকাশ পায়। তিনি তৃণ বিশেষ সংরচিত ব্রতমেখলা ধারণ করিলেন। তদীয় অঙ্গুলি লাক্ষা রাগে অধরোষ্ঠ রঞ্জনে নিবৃত্ত হইল, বর্ত্তুল ক্রীড়া পরিত্যাগ করিল, অক্ষসূত্র ভুজলতার অলঙ্কার হইল, তিনি ব্রতার্থ যে কুশাঙ্কুর আহরণ করিতেন তাহার আঘাতে পাণিতল বিক্ষত হইতে লাগিল। মহাশয্যায় অবলুণ্ঠনকালে কুন্তল-বিচ্যুত কুসুমে যাঁহার কোমলাঙ্গ বিদ্ধ হইত, এইক্ষণে সেই সুকুমারী বাহুকে উপাধান স্থানীয় (বালিস) করিয়া ভূমিতলে শয়ন করিতে লাগিলেন। সেই ব্রত-পরায়ণা গৌরী অধুনা লতা বধূর নিকট আপন অঙ্গ বিলাস, হরিণাঙ্গনাদিগের নিকট বিচঞ্চল দৃষ্টি গচ্ছিত রাখিলেন। তিনি স্বয়ং পরম যত্নে ঘটরূপ স্তনবিনিঃসৃত পয়োধারা যোগে ক্ষুদ্র পাদপদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে কুমার কার্ত্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করিয়াও ইহাদের সম্বন্ধে জননী স্নেহের হ্রাস করিতে পারেন নাই। তিনি স্বহস্তে তৃণশস্যাদি যোগাইয়া হরিণ বৃন্দকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, তাহারা এরূপ বিশ্বস্ত হইল, যে সখীগণের সম্মুখে তাঁহার

নয়নের সঙ্গে নয়ন সঙ্গতি করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিত। হিংস্র পশুগণ বৈরভাব পরিত্যাগ করিল, তরু সকল ইষ্ট ফল দানে অতিথি সৎকার করিতে লাগিল, পর্ণশালায় যজ্ঞীয় বহ্নি স্থাপিত হইল, গৌরীর তপঃ প্রভাবে সেই তপোবন অতি পুণ্য ভূমি হইল। যখন তিনি পূর্ব্বকৃত তপঃ সমাধি যোগে প্রার্থিত ফল লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, তখন শরীরের কোমলতার প্রতি অণুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া দুশ্চর মুনিব্রত সাধনে নিযুক্ত হইলেন। যিনি বর্ত্তুল ক্রীড়ায় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, এক্ষণে তিনি মহাযোগীদিগের কঠোর ব্রতাচার করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার শরীর কাঞ্চন এবং পদ্ম এই কঠিন ও কোমল উভয় পদার্থ বিনির্ম্মিত, তাহাতেই স্বভাবতঃ সারবান্ ও মৃদু ছিল। তিনি নিদাঘ কালে বামে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চাতে চতুর্বিধ বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক সুতীব্র সৌরতেজ পরাজয় করিয়া স্থিরনেত্রে সূর্য্যমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেন। প্রভাকর রশ্মিতে তদ্রূপ সন্তপ্ত হইয়াও তাঁহার মুখমণ্ডল পদ্মের ন্যায় শ্রীধারণ করিয়াছিল, কেবল বিশাল নয়ন যুগলে কালিমা রাগ প্রকাশ পাইয়াছিল। অযাচিত সুলভ বারিধারা ও চন্দ্ররশ্মি মাত্র তাঁহার পারণা ছিল, বৃক্ষদিগের যাহা জীবিকা, তদ্ভিন্ন তাঁহার জীবণধারণের অন্য উপায় ছিল না। তিনি, গ্রীষ্ম কালে তদ্রূপ চতুর্বহ্নি ও সূর্য্য তাপে উত্তপ্ত হইতেন, আবার বর্ষাগমে নব জলধারায় অভিষিক্ত হইয়া পৃথিবীর সঙ্গে বাষ্প উদ্গীরণ করিতেন। বর্ষারজনী যেন সেই মহাতপস্যার সাক্ষীস্বরূপ হইয়া বিদ্যুৎরূপ নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক নিরন্তর বাত বৃষ্টির মধ্যে অনাবৃত শিলাতল-শায়িনী পার্ব্বতীকে পুনঃ২ অবলোকন করিতেন। বিগলিত বৃক্ষ পর্ণমাত্র উপজীবিকাই তপস্যার পরাকাষ্ঠা, কিন্তু শৈলকুমারী সেই পর্ণাহারেও বিরত ছিলেন, তাহাতেই তিনি 'অপর্ণা' নামে অভিহিত হন। তিনি অহো রাত্রি তদ্রূপ কঠোর ব্রত সাধনে মৃণাল তুল্য সুকুমার শরীরকে বিশীর্ণ করিতে লাগিলেন, দৃঢ় বলিষ্ঠকায় তপোধনদিগের অনুষ্ঠিত তপঃ তদ্দ্বারা পরাজিত হইল।

কৃতাভিষেকা হোম পরায়ণা স্তুতিপাঠে নিরতা বল্কলবসনা দেবীর দর্শনাভিলাষী হইয়া নানাস্থান হইতে মহর্ষিগণ আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মৃগচর্ম্মপরিধান পলাশদণ্ডধারী জটাভূষিত এক তপোধন দেবীর

নিকটে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মাগ্নিতে তাঁহার মূর্ত্তি প্রজ্বলিত, বাক্য অতি গম্ভীর। আতিথেয়ী পার্ব্বতী মহাসম্মান পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীকে অভ্যর্থনা করিলেন। তপোনিধি বিহিত সৎকার গ্রহণান্তর ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া গৌরীর প্রতি অনিমেষ সরল নয়নে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন "তোমার পূজাসাধনের কুশল-তো? স্নানবিধির যোগ্য জলের তো অভাব নাই? শারীরিক শক্তি অনুযায়িনী তপস্যায় তো প্রবৃত্ত আছ? যেহেতু শরীরই ধর্ম্মের মুখ্যসাধন। এই যে লতা-বলীর নবপল্লব তোমার স্বভাব-রক্তিম অধরোষ্ঠের উপমা ধারণ করিয়াছে, তোমাকৃত বারিসেকেই কি উহা সমুদ্গত হইয়াছে? প্রীতির অনুরোধে যে সকল হরিণ তোমার হস্তহইতে কবল গ্রহণ করিয়া থাকে, হে উৎপলাক্ষি! যাহারা তোমার নেত্রের সঙ্গে স্বীয় নয়নের উপমা অভিনয় করে, সেই সমস্ত মৃগযূথের প্রতি তোমার মন প্রসন্ন তো? শৈলবালে! সাধারণে বলিয়া থাকে যে সৌম্যমূর্ত্তি লোক কখন পাপাচারে প্রবৃত্ত হয় না, একথা সত্য; তাহাতে আবার হে উদারদর্শনে! তোমার এই নির্ম্মলাচার, ইহা যে যোগীদিগেরও শিক্ষণীয় হইল। পর্ব্বত-রাজ পুণ্যসলিলা মন্দাকিনী যোগে তদ্রূপ পবিত্র হন নাই যদ্রূপ তোমার এই বিশুদ্ধ আচারে সবংশে পবিত্র হইলেন। ধর্ম্মার্থ কামের মধ্যে একমাত্র ধর্ম্মকেই তুমি আশ্রয় করিয়াছ, ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা আমাদিগকে জানিতে দিয়াছ। আমি তোমাদ্বারা বিশেষ ভাবে সৎকৃত হইয়াছি, আমাকে এইক্ষণে আর তুমি পর ভাবিতে পারনা। মৃদুগাত্রি! জ্ঞানী লোকেরা সাধুজনদিগের পরস্পর সম্মিলনকেই বন্ধুতা বলিয়াছেন। অতএব তপস্বিনি! আমি দ্বিজাতি-সুলভ চাপল্য বশতঃ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, ক্ষমা করিবে, যদি সঙ্গোপনীয় না হয়, তাহার উত্তর দিবে। ব্রহ্মকুলে তোমার জন্ম, এই শরীর ত্রিলোকের সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়াছে, ঐশ্বর্য্য সুখেরও তোমার অভাব নাই এবং নবীন বয়স, বল ইহা অপেক্ষা তপস্যার ফল অন্য কি আছে? ভর্ত্তাদি কৃত অসহ্য প্রপীড়নে মনস্বিনীগণের ঈদৃশী প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু সুগাত্রে! স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে তোমাতে তাহার কারণ কিছুই বিদ্যমান দেখাযায় না; তোমার যেরূপ মধুরাকৃতি তাহাতে স্বামিকৃত লাঞ্ছনা অসম্ভব, পিতৃ গৃহেও অবমাননার বিষয় নহে! তোমাকে অন্যজনে পরিপীড়ন করিবে তাহারও সম্ভাবনা কোথায়? ভুজঙ্গ ফণাস্থ রত্ন

শলাকার প্রতি কে হস্ত প্রসারণ করিতে সাহস করে? তবে বল, কি জন্য এই যৌবন কালে রত্নাভরণ পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধোচিত বল্কল ধারণ করিয়াছ? প্রদোষ সময়ে চন্দ্রতারক মণ্ডিত বিভাবরী কি অরুণোদয় বাঞ্ছা করিয়া থাকে। যদি তুমি স্বর্গের প্রার্থিনী হও, তাহাহইলেও পরিশ্রম নিষ্ফল হইতেছে; যেহেতু তোমার পিতৃভবনই দেবভূমি। যদি স্বামীর প্রার্থিনী, তাহাহইলেও তপস্যার প্রয়োজন দেখা যায় না—রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না, রত্নকেই লোকে অন্বেষণ করিয়া থাকে। আহা! তুমিযে বরার্থিনী, উষ্ণ আয়ত নিশ্বাসে তাহাই অনুমিত হইতেছে। কিন্তু তথাপি আমার মন সংশয়-প্রবণ। তোমার প্রার্থনার যোগ্য কাহাকেও দেখিতেছি না এবং প্রার্থিতই বা দুর্লভ কিজন্য হইবে! হায়! তোমার অভীষ্ট যুবা কি পাষাণহৃদয়! যিনি তোমার কর্ণোৎপল-শূন্য কপোলদেশে আপিঙ্গল জটাভার চিরলম্বমান দেখিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। ব্রতোপবাসে অতিমাত্র কৃশাঙ্গী, আতপ সংস্পর্শে মলিনা, দিবাভাগের শশি-কলার ন্যায় তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া এমত ব্যক্তি কে আছে যাঁহার হৃদয় ব্যথিত না হয়? তোমার প্রিয় জন আপন সৌন্দর্য্য মদে প্রবঞ্চিত হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিতেছি, তাহা না হইলে তোমার এই শুভানন চিরদর্শন করিয়া কেননা আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে? গৌরি! আর কত অধিক তপঃ শ্রম বহন করিবে? আমার ব্রহ্মচার্য্যাশ্রম সঞ্চিত তপস্যার ফল বিদ্যমান আছে, তাহার অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া অভিলষিত স্বামী লাভ কর। কিন্তু সেই বরটী কে? তাহা আমি সম্যক্ জানিতে ইচ্ছা করি। (ক্রমশঃ)

সংযুক্তা-হরণ।

(১৪৯-৫০ সংখ্যা ১৭৮৩ পৃষ্ঠার পর)

বার দিয়া সভামাঝে বসিল রাজন।
পাত্র মিত্র আদি যত সভাসদ গণ
দাণ্ডাইলা যোড়করে, অপেক্ষি আদেশ।
চাহি সভাজন পানে কহেন নরেশ!—
"হের দেখ, সভাজন, ধৃষ্টতার কাজ—
রাজ-চক্রবর্ত্তী হতে ভারতের মাঝ
কনোজের কু-কৌশল! করি নিমন্ত্রণ,
কন্যা স্বয়ংবর-ছলে, যত রাজগণ
আনিয়াছে নিজবাসে, গর্ব্ব কি সামান্য;
সমগ্র ক্ষত্রিয় পরে স্থাপিবে প্রাধান্য?—
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তৈলঙ্গ, ত্রিবাঙ্কুর,
মগধ, মিথিলা, মদ্র, মৎস্য, মণিপুর,

পাঞ্চাল,কর্ণাট, চেদী,সিন্ধু, ভোজ রাজ
ত্রিগর্ত্ত, বিদর্ভ, আদি রাজেন্দ্র সমাজ—
ক্ষত্র-কুল অলঙ্কার যত মহা রথা
কনোজের পদানত কি লজ্জার কথা ?
ধিক ! ক্ষত্র-কুলে, ধিক্ ধিক্ রাজগণে !
কন্যা-লোভে মত্ত হয়ে, না ভাবিল মনে
রাজ-কুল অগৌরব ? যত কুলাঙ্গার
অনায়াসে অধীনতা করিল স্বীকার ?
তাই এত স্পর্দ্ধা তার—অশঙ্কিত চিত-
নতুবা বিবাদ ইচ্ছে চোহান সহিত ?
লিখিলাম বন্ধু-ভাবে বিনয় বিধানে,
যাচি তার দুহিতার কর, অভিমানে
মত্ত হ'য়ে, প্রত্যুত্তরে না করিল ডর,
প্রস্তাবনা করিতে কন্যার স্বয়ংবর !"
কার প্রাণে সহিবেক এত অপমান ?
অবশ্য করিতে হবে প্রতিফলদান।
আজি স্বয়ংবর দিন—রজনীতে আজ
বাহুবলে পশি স্বয়ংবর সভামাঝ,
সবার সমক্ষে কন্যা করিব হরণ,
দেখিব কেমন-রক্ষা করে কোন্ জন ?
ভারতের গ্লানি যত রাজ-কুলাধম
রাটোরের হয়ে যদি প্রকাশে বিক্রম—
কর্ম্মমত ফল দিতে হবে সবাকারে।
চোহানের পরাক্রম দেখিবে সংসারে !
বলিতে বলিতে কোপে কম্পমান কায়,
লম্ফদিয়ে সভামাঝে বীরেন্দ্র দাণ্ডায়;
করে কর কচালিয়া, ঘূর্ণিত নয়নে
চাহি সেনাপতি প্রতি, গম্ভীররচনে
আদেশিলা, সৈন্যসহ সাজিয়া সত্বর
আক্রমণ করিবারে রাটোর-নগর।—
গোপনে রজনী-যোগে আঁধার সহায়ে
ছদ্ম-বেশে সৈন্য-গণ রহিবে লুকায়ে
বেড়ি জয়সিংহ পুরী—যেমতি গোপনে
প্রতীক্ষয়ে ইরম্মদ জলদ সদনে।
একেশ্বর পশি বীর স্বয়ংবর স্থলে,
করিলে সঙ্কেত-ধ্বনি, অমনি সকলে
একবারে আক্রমিবে চারিদিক হৈতে—
আক্রমে আশনি যথা বিদ্যুৎ-ইঙ্গিতে।
চোহান সামন্ত-পতি মিবার-রাজন
বীরেন্দ্র সমর-সিংহ,চিতোর ভূষণ,
সমরে সিংহের প্রায়—আজ্ঞাশিরে ধরি
করিবারে রণ সজ্জা চলে ত্বরাকরি।—
সৈন্যমধ্যে পড়ে গেল মহাকোলাহল
সহসা উঠিল যেন জলে দাবানল।
মহাগ্রহে ব্যস্ত হয়ে উল্লাস অন্তরে
সাজিয়া প্রস্তুত সবে হৈল ত্বরাকরে।
ক্ষণেকে নগরী ভাব ধরিল ভীষণ,
কটকের কলরবে পূরিল গগন।
হ্রেসে অশ্ব ঘর্শে চক্র-ঘর্ঘর ধ্বনি
দাগিছে কামান যেন নাদিছে অশনি ;
দুন্দুভি-নির্ঘোষে দেশ হৈল শব্দময়,
ঘন রণ শিঙ্গা বাজে হৃদ-কম্প হয়,
চমকিল লোক পাল দামামা নিনাদে
মাতিল চোহান ঠাঠ বিকট আহ্লাদে।
বীর সাজে সজ্জাকরি, চোহান তিলক—
পৃথ্বীশ্বর পৃথুরায়, সামন্ত নায়ক

সমর সিংহের সহ, অশ্ব আরোহণে
চলিলেন অগ্রগতি, প্লুত আস্কন্দনে
নাচিয়া উঠিল হয় হেরি ঘন ঘন,
ধাইল উড়ায়ে ধুলী ছাইয়া গগন,
খুরেতে স্ফুলিঙ্গ স্ফুরে, ঝলকে বিদ্যুৎ;
ছুটিল নক্ষত্র বেগে দেখিতে অদ্ভুত।
চতুরঙ্গে সেনাগণ পাছু পাছু ধায়
পদাতী, নিষাদী, সাদী, রথী মহাকায়।
গোলোন্দাজ, তীরোন্দাজ, অসিচর্ম্মধারী
দলে দলে সেনাগণ চলে সারিসারি।
পদভরে ধরাতল করে টলমল,
ধূলায় আচ্ছন্ন হৈল আকাশ মণ্ডল।
মুহূর্ত্তে প্রদেশ, দেশ, নগরী, নগর
নদীনদ, জনপদ, অরণ্য প্রান্তর,
এড়াইয়া যায় সবে সত্বর গমনে—
ধায় যথা স্রোতস্বতী সাগর সদনে।
ক্রমে ক্রমে দিন-কর হ'য়ে দীনকর,
অচল হইয়ে; অস্ত অচল উপর
পড়িলেন, শ্রান্তি হেতু ক্লান্ত, বলহীন,
সারা হ'য়ে, পরিশ্রম করি সারাদিন!
আঁধারে ঘেরিল ধরা; সন্ধ্যা উপস্থিত;
পুলকে প্রফুল্ল হয়ে আকাশ ত্বরিত,
একটী একটী করি, ক্রমেতে জ্বালিলা,
অনন্ত দীপকাবলী; সঘনে বাজিলা
বিশ্ব নিনাদন যন্ত্র; মন্দ সমীরণ
মাখিয়া কুসুম রেণু করয়ে ব্যজন।
গাইতে লাগিল ঝিল্লী আমোদে মাতিয়া
তালে তালে তরুগণ উঠিল নাচিয়া!

নিহারাভিষিক্ত পত্রে প্রেম অশ্রুঝরে,
প্রকৃতি আরতি করে প্রকৃতি ঈশ্বরে!
সাজায়ে স্বভাব ডালা দেয় উপহার!
স্তব্ধ পুলকিত চিত জগত সংসার!
প্রথম প্রহর প্রায় গত নিশীথিনী।
শান্তরসে অভিষিক্ত সমস্ত মেদিনী।
হেনকালে পৃথুরায় সামন্ত সহিত,
রাটোর নগরে আসি হৈলা উপনীত।
সিংহ-দ্বার সন্নিহিত, প্রাকারের তলে,
হয়, হস্তী, রথ আদি বাহিনী সকলে
রাখিয়া গোপনে, বীর বাছিয়া বাছিয়া
সহস্র সৈনিক সঙ্গে, প্রচ্ছন্ন হইয়া,
স্বয়ংবর মহোৎসব দেখিবার ভাণে
পশিলা নগর মাঝে, অতি সাবধানে!
রাটোর নগর আজি শোভার নিধান,
বৈজয়ন্ত-ধাম মর্ত্ত্যে হয় অনুমান!
মহোৎসবে পরিপূর্ণ; মঙ্গলের ধ্বনি
ধ্বনিতেছে প্রতি-গৃহে; দীন-হীন, ধনী
সকলেই সুপ্রসন্ন নৃপতি-প্রসাদে!
ভাসিতেছে বাসিন্দা-বৃন্দ উৎসবআহ্লাদে
বাল-বৃদ্ধ-যুবা-জরা আমোদে মগন
সমগ্র নগর যেন বিলাস-ভবন!
কৌতুক দর্শন আশে দূর হ'তে কত
দলে দলে লোক সব আসিছে নিয়ত।
কেবা কারবার্ত্তালয়,কে জিজ্ঞাসা করে?
প্রবাহিতজন-স্রোত অজস্র নগরে!
অবারিত সিংহ-দ্বার, নগর-তোরণ,
পথ-ঘাট মাঠ-ময় লোকের ভিড়ন!—

নানাবর্ণে লোকসব নানাবেশ-ধারী,
ভ্রমিছে নগর-ময় সুশোভা নেহারি!
আনন্দ-বসন পরি হাসিছে নগর
বিকাসিয়া সৌধাবলী দশন নিকর!—
আভাতি রজতঃ দ্যুতি ঝলসি নয়ন!
গলে দোলেআলো মালা, বিজলে কিরণ
বিশেষ বিপণী শ্রেণী, শরণী, চান্দনী,
আলোকে সজ্জিতা-তারা ভূষিতা রজনী!
মধ্যে মধ্যে শোভাকর কৃত্রিম তোরণ,
আলোকের স্তম্ভ-রাজী অপূর্ব্ব দর্শন!
নৃত্য, গীত, বাদ্য-যন্ত্র বাজিছে নিয়ত!
পুড়িছে আতস-বাজী স্থানে স্থানে কত।
আমন্ত্রিত নৃপ-গণ-সৈনিক-শিবির
পড়িয়াছে স্থানে স্থানে, [illegible]
সুরুচির ছবি যথা আলকে বিজলে,
বিশুদ্ধ রজত কান্তি, পয়নিধি জলে
খেলিছে কৌমুদী যেন কণক কলস
উজলিছে শশীকলা জলধি উরস!
ফিরিছে চৌদিকে তার জাগি রক্ষী দলে
স-সাঙ্গিন অগ্নিবাণ বাম করতলে,
দক্ষিণে উলঙ্গ অসি দীপকে ফলকে—
আলোক উজ্জ্বল পড়ে বিদ্যুৎ ঝলকে—
ধাঁধিয়া নয়ন ঘন; বর্ম্ম সাঁজোয়ায়
ঝক্ মক্ করে দ্যুতি কম্পিত পাতায়।
শোভার আস্পদ জয় সিংহের আবাস
সুরুচির যত শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ!
নানা বরণের গাঁথি আলোকের হার
পরায়েছে গলে, কিবা উজলে বাহার!

বিশেষ তোরণ-দ্বার শোভা অতুলন!
সুবর্ণ হরিত্ পত্রে সাজায়ে কেমন!
জ্বলিতেছে দীপাবলী নিকুঞ্জ মাঝারে,
ঝল মল করে লতা জোনাকীর হারে।
অঙ্গনে আতস বাজী পুড়ে নানা মত,
উচ্চরবে শিখরে বাজিছে নহবত;
স-সঙ্গত শানাই ভাঁজিছে কত সুর,
শ্রবণ কুহরে রব ঢালিছে মধুর,
বাজিছে রৌ-স্বনঃ চৌকি মধুময় বোল
কাড়া ঢাক, দামামার উঠে উচ্চ রোল;
বাজে ডম্ফ, জগঝম্প, সপ্তসরা, কাঁসী,
তুরী, ভেরী, ঝাঁঝরী, মৃদঙ্গ, শিঙ্গা, বাঁশ
নানা বিধ বাদ্য ভাণ্ড শ্রুতি সুখকর।
নাচিতেছে নট নটী দৃশ্য মনোহর।
গাইছে গায়ক কত মধুর সঙ্গীত!
খেলিছে খেলাড়ী-দলে হয়ে উল্লসিত।
কৌতুক দেখিছে লোকে করি কোলাহল
আগে ধায় বলী, পিছে পড়ে দুরবল।
কেহ প্রবেশিছে, কেহ ফিরিতেছে আর,
মহা ভিড় দ্বার দেশে বিষম ব্যাপার।
সেনানী সহিত বীর চোহান নরেশ
ঠেলাঠেলি করি পুরে করিলা প্রবেশ।
ইঙ্গিতে স-শস্ত্র ছদ্ম-বেশী সৈন্য-গণে
বেড়ী জয়সিংহ পুরী রহিল গোপনে;
আপনি সামন্ত-পতি মীবার রাজন
রহিলেন অন্তর্দ্বারে সঙ্কেত কারণ!
সমস্ত প্রস্তুত রাখি বীর একেশ্বর
স্বয়ংবর সভাস্থলে চলিলা সত্বর। ক্রমশঃ

অজীর্ণতা প্রতীকার।

মনুষ্যের যে সকল রোগ হয়, আহার অধিকাংশ অজীর্ণতাহেতুক। যাঁহারা মনুষ্য দেহের কার্য্য-প্রণালী অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন আমরা যে দ্রব্য আহার করি, তাহা পাকস্থালী ও পাকনালীতে গিয়া জীর্ণ হয়। জীর্ণ হইয়া যে টুকু সার অংশ, তাহা দুগ্ধের মত বর্ণ ধারণ করিয়া রক্তে পরিণত হয়। সেই রক্ত হইতেই শরীরের বল, সেই রক্ত হইতেই শরীরের অস্থি, মাংসপেশী, মেদ, শিরা, ধমনী ও মস্তিষ্ক সকলি সংগঠিত হইয়া থাকে। অতএব আহার সুজীর্ণ হইয়া যদি বিশুদ্ধ শোণিত উৎপাদন করে, তাহা হইলে শরীরের সর্ব্বাংশের পুষ্টিলাভ ও সুস্থতা রক্ষা হয়, কিন্তু আহার অজীর্ণ হইলে তাহাহইতে শরীরের যন্ত্র সকল বিকল হয়, শরীরের রক্ত বিকৃত হইয়া যায় এবং নানাবিধ রোগ আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব আহার যাহাতে সুপরিপাক হয় এবং অজীর্ণতা নিবারণ হয়, তাহার উপায় অবলম্ব [illegible]রা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এ দেশের প্রাচীন লোকেরা যে এত সুস্থ [illegible] [illegible]াহার প্রধান কারণ তাঁহারা জীর্ণ করিবার শক্তিবর্দ্ধনে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন এবং অজীর্ণতা নিবারণ না করিয়া সচ্ছন্দ চিত্তে পুনরায় আহার করিতে বসিতেন না। আমাদিগের প্রাচীন পুরন্ধ্রীগণ অজীর্ণতা নাশের অনেক টোট্‌কা জানিতেন এবং তাহা প্রয়োগ করিয়া বালক বালিকাদিগের পীড়ার সঞ্চার হইতে না হইতে তাহার মূলচ্ছেদ করিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ, অজীর্ণতা নাশ বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ের লোকদিগের তত অভিজ্ঞতা নাই এবং মনোযোগও নাই। ইহাঁরা অপরিমিত ও অখাদ্য ভোজন করেন, অজীর্ণতায় আক্রান্ত হন। তাহার উপরে পুনরায় আহার করিয়া গুরুতর পীড়া আনয়ন করেন। বল পূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র পীড়াকে তাড়াইবার জন্য রাশি রাশি ঔষধ সেবন করেন এবং শরীরকে চির দিনের মত রুগ্ন ও ভগ্ন করিয়া ফেলেন। উপবাস করা, লঙ্ঘন দেওয়া সেকালের কুসংস্কার বলিয়া তাহা প্রায় এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখনকার চিকিৎসকগণ যদি লোকের অজীর্ণতা দূর হইয়া পরিপাক শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা কার্য্য সম্পন্ন

করিতে পারেন, তাহাহইলে রোগের পরিমাণ অনেক অল্প হইয়া যায়। কিন্তু আমরা জানি না, চিকিৎসকদিগের ইহাতে অলাভ বলিয়া তাঁহারা এ বিষয়ে সমুচিত দৃষ্টিপাত করেন না, ঔষধের উপর ঔষধ দিয়া আহারের উপর আহারের ব্যবস্থা করিয়া এক রোগ হইতে অপর রোগ আনয়ন করেন, অথবা ইংরাজী চিকিৎসা প্রণালী এ দেশীয়দিগের ধাতুর পক্ষে সুসঙ্গত নয়, বলিয়া তাহা দ্বারা বিপরীত ফল ফলিতেছে! যাহা হউক আমরা রোগ নিবারণের পক্ষ, রোগ উৎপন্ন করিয়া তাহার প্রতিবিধান অপেক্ষা যাহাতে রোগ না হইতে পারে, আমরা সেই জন্য সকলকে উপদেশ দিব। এই জন্য আমরা পুনরায় বলিতেছি, অজীর্ণতা সর্ব্বরোগের মূল, ইহার প্রতি যেন সকলে সতর্ক থাকেন এবং অজীর্ণতার কারণ উপস্থিত হইলেই তাহার প্রতীকারে যেন সকলে যত্নশীল হন, তাহাহইলে চিকিৎসার ব্যয়ে হতসর্ব্বস্ব হইতে হইবে না এবং শরীরকে চিররোগী করিয়া ক্লেশ যন্ত্রণা ভোগ করিতেও হইবে না।

অজীর্ণতার মূল ধ্বংস করিতে হইলে আমরা সচরাচর যে সকল দ্রব্য আহার করি, তাহাদিগের গুণাগুণ জানা আবশ্যক এবং কোন্ বস্তুর সহিত কোন্ বস্তুর সংযোগ হইলে কি নূতন গুণের উৎপত্তি হয়, তাহাও অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই প্রায় সমুদায় রন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং পরিবারস্থ সকল লোকের জীবন ও স্বাস্থ্য তাঁহাদিগেরই হস্তে। দুঃখের বিষয় দ্রব্যের গুণাগুণ বিষয়ে তাঁহাদিগের জ্ঞান অল্প। এ বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা ও রাসায়নিক পরীক্ষা আবশ্যক। কিন্তু সামান্য বর্ণবোধও যাঁহাদিগের নাই, তাঁহাদিগের হইতে এ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যাহাহউক দ্রব্যগুণ বিষয়ে প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রকারগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান রাসায়নিকগণ পরীক্ষা দ্বারা যাহা সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহা জানিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা আপাততঃ বৈদ্যক শাস্ত্র হইতে অজীর্ণতা নাশক কতকগুলি দ্রব্যের বিবরণ লিখিব, পশ্চাৎ এ সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইবে। এক দ্রব্য আহার করিয়া অজীর্ণতা হইলে অন্য দ্রব্য আহার দ্বারা তাহার পরিপাক হয়, এ বিষয়ে চিকিৎসকদিগের বহুদর্শন লব্ধ জ্ঞান আমাদিগের পক্ষে অনেক হিতকারী হইবে সন্দেহ নাই।

" নারিকেল ফলেষু তণ্ডুলমথ ক্ষীরং রসালে হিতং।
জম্বীরোত্থ রসোঘৃতে সমুচিতঃ সর্পীস্ত মোচা ফলে ॥ ১ ॥

অধিক নারিকেল ফল ভোজনে যে অজীর্ণতা হয়, তণ্ডুল ভক্ষণে তাহার প্রতীকার হয়, আম্র ফল ভক্ষণে অপাক হইলে ক্ষীর পথ্য। ঘৃত ভোজনে অসুখ হইলে লেবুর রস এবং কদলী ফল ভক্ষণে অসুখ হইলে ঘৃত ভক্ষণ ব্যবস্থা।

" পনসে কদলং কদলেচ ঘৃতং ঘৃতপাক বিধাবপি জম্বুরসং।
কতুপদ্রব শান্তিকরং লবণং লবণেষুচ তণ্ডুল বারি বরং ॥ ২ ॥

কাঁটাল ফল খাইয়া কদলী ভক্ষণ করিলে সহজে জীর্ণ হইয়াযায়, কদলী খাইয়া ঘৃত এবং ঘৃতপাক খাইয়া লেবুর রস খাইলে সুপরিপাক হয়। লেবুর রসে অসুখ হইলে লবণ পথ্য এবং অধিক লবণে অসুখ হইলে চালুনির জলে উপকার হয়।

" গোধূমেষুচ ককটী হিততমা মাংসাত্যয়ে কাঞ্জীকং।
নারঙ্গে গুড় ভক্ষণঞ্চ কথিতং পিণ্ডারকে কোদ্রবঃ ॥ ৩ ॥

গম খাইয়া পীড়া হইলে কাকড়ী ফল, মাংস পাকের জন্য কাঁজী, নারঙ্গ লেবু পাকের জন্য গুড় এবং পিণ্ডখর্জ্জুর পাকের জন্য কদু ফল ভক্ষণ উপকারী।

" গোধূম মাষ হরিপন্থ সতীল মুদ্গ পাকো ভবেদিতি মাতুল পত্রকেণ। খর্জ্জুরিকা বিষ কশেরু সিতাষু শান্তং শৃঙ্গাটকে মধু ফলেষপি ভদ্রমুক্তং ॥ ৪ ॥

গম, ছোলা, মটর ও মুদ্গমাষ ভক্ষণে অপাক হইলে ধুতুরার পাতা প্রতীকারক। খর্জ্জুর মৃণাল, চিনি, শিঙ্গাড়া, কেশুর ও মৌয়াফলে যে অজীর্ণতা হয়, নাগর মুথায় তাহা নাশ হয়।

" পিশিত পনসয়োঃ স্যাদাম্র বীজেন পাকঃ কৃশর মহিষযোষিৎ ক্ষীরয়োঃ সৈন্ধবেন। চিপিট পরিণতিঃ স্যাৎ পিপ্পলী দিগ্ধকাভ্যা মপহরতি তৃষাস্তো বৈদলানা মজীর্ণং ॥ ৫ ॥

মাংস ও কাঁটালে আম্রবীজ, খিচিড়ী ও মহিষী দুগ্ধে সৈন্ধব লবণ, চিড়াতে জবানী সহিত পিপুল উপকারী। গম তুষের জলে দালির বৈগুণ্য নাশ হয়।

" কর্পূর পূগীফল নাগবল্লী কাশ্মীর জাতীফল জাতিকোশং।
কস্তূরিকা শিহ্লক নারীকেলজলং পচত্যাশু সমুদ্র ফেণঃ ॥ ৬ ॥

মৃগনাভি, কর্পূর, কুঙ্কুম, জায়ফল, তাম্বুল, গুবাক, পিণ্ডা, নারিকেল ফল, ও জৈত্রী আদিতে অজীর্ণ হইলে সমুদ্র ফেণায় নাশ হয়।

"অম্লেন কেনাপ্যথ ব্যোষণেন কোষ্ণাম্বুনা বা ঘৃতমেতি পাকং।
তিলাদি তৈলান্যপি কাঞ্জিকেন সর্জস্য মজ্জা পনসামলক্যৌ ॥ ৭ ॥

ঘৃতদ্বারা অজীর্ণ হইলে ত্রিকটু ফল, বা উষ্ণ জল অথবা অম্লযুক্ত ফল বিশেষ হিতকারী। তিল আদি তৈলে কাঞ্জী অজীর্ণ নাশ করে এবং আমলকী ও কাঁটালে ধুনা সুপাচক।

"কিমত্র চিত্রং বহুমাংস মৎস্যভোজী সুখীস্যাৎ পরিপীয় সূক্তং।
ইত্যদ্ভুতং কেবল বহ্নিপক্কং মাংসেন মৎস্যং পরিপাকমেতি ॥ ৮ ॥

বহু মৎস্য বা মাংস ভোজনে অসুখী হইলে সূক্ত পাত্রার জল পান করিবা মাত্র সুস্থ হওয়া যায়। মৎস্যাহারে অজীর্ণ হইলে কেবল অগ্নিপক্ক মাংস ভোজনে প্রতীকার হয়, কি অদ্ভুত।

"বিপচ্যতে শূরণকো গুড়েন তমালুকং তাণ্ডুল তোয়পানাৎ।
জম্বীর নীরেণ নিশার শোনং মুস্তেন তূর্ণং পরিপাকমেতি ॥ ৯ ॥

ওল অধিক খাইলে গুড় পাচক, আলুতে তণ্ডুল ধৌত জল, গোঁড়া লেবুতে বারিপান এবং হরিদ্রা ও লশুনে মুথা হিতকারী।

"পালঙ্কিকা কেম্বুক কারবল্লী বার্ত্তাকু বংশাঙ্কুর মূলকানাং।
উপোদ কালাবু পটোলকানাং সিদ্ধার্থকোমেদ বরস্য পক্তা ॥ ১০ ॥

বেগুন, করোলা, কেউ, মূলা, লাউ, পুঁই ও পালঙ শাক, পটোল, বংশ কোঁড়া এবং চাঁপানটে আদি ভক্ষণে অপচার হইলে শ্বেত শর্ষপ বাটিয়া খাইলে শীঘ্র প্রতীকার দর্শে।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীশিক্ষা।

বঙ্গদেশ আপাততঃ ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিতেছে, এ কথা বলিতে আমরা কখনই সঙ্কুচিত হইব না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা চিন্তা করিতেও ভীত হইতেন, আমাদিগের দ্বারা তাহা এক্ষণে কার্য্যে

পরিবর্ত্ত হইতেছে, বা হইবার আশা হইয়াছে। সমাজের যে পরিবর্ত্তনের আশা তাঁহারা স্বপ্নেও জানেন নাই, অলক্ষিত ভাবে সেই পরিবর্ত্তনে সমাজের অবস্থান্তর করিয়া ফেলিতেছে। বৃক্ষ, লতা, জীব, জড় প্রভৃতি সকলেরই পরিবর্ত্তন অলক্ষিত ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সমাজের পরিবর্ত্তনও কে লক্ষ্য করে? তবে এক একটা অতর্কিত ব্যাপার সহসা সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই প্রথমতঃ একবার সকলে বিস্মিত হয়, এবং প্রায়ই বাধা দিয়া থাকে; পরে ক্রমশঃ তাহা সহ্য হইয়া আইসে। কেবল আমাদের দেশে কেন, সকল দেশে সকল সময়েই এই নিয়ম প্রবল। অভ্যাসের বিপরীত কার্য্য করিতে কেহই হঠাৎ পারে না। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ ভবিষ্যৎ শুভাশুভ দর্শন করতঃ পূর্ব্ব পরিহিত শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন; জন সাধারণে তাহার মর্ম্ম বোধে সম্পূর্ণ অসমর্থ থাকে। যদি এই নিয়মে বিশ্ব সংসার পূর্ব্বাপর পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতে থাকে, তবে বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজেরও অবস্থান্তর সম্পূর্ণ আশা করা যায়। ভাবী পরিবর্ত্তনে ভাল হউক বা মন্দ হউক, পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে; সংসারের সকল দ্রব্যই পরিবর্ত্তনশীল।

আমাদের এতদূর বলিবার উদ্দেশ্য এই যে যবে হউক, বঙ্গ বামাগণের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে। যখন জনসমাজ ক্রমে বুঝিতেছে, যে স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিক্ষা করা আবশ্যক, তখন ক্রমে তাহারা বিদুষী হইবে। বিদ্যাশিক্ষার এমনই গুণ, যে যে কেহ বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহারই অন্তঃকরণে এক প্রকার অপূর্ব্ব সাহস, স্বাধীনতা, ও তেজঃ ক্রমশ সঞ্চারিত হইতে থাকে; বুদ্ধি পরিষ্কৃত হইতে থাকে; রুচি মার্জ্জিত হইতে থাকে, এবং জ্ঞানের আলোক সমগ্র অজ্ঞানান্ধকারকে ক্রমে দূর করিয়া সৎপথ প্রদর্শন করে। সুতরাং কালে যখন স্ত্রীলোকেরা প্রকৃত বিদ্যাবতী হইবেন, তখন নিজ নিজ অবস্থা বুঝিয়া, তৎ সংশোধনে যত্নবতী হইবেন। তাহার আশুফল যেরূপই হউক, পরিণাম ভাল হইবে, সন্দেহ নাই। যখন স্ত্রীজাতি পুরুষের সহিত তুল্যভাবে সমাজে কার্য্য করিবে, তখন পুরুষের কিছু ক্ষতি হইতে পারে বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতির যথেষ্ট উপকারই হইবে। অপর মঙ্গল এই যে এক্ষণে যে কার্য্যের প্রার্থী এক সহস্রের মধ্যে ৫টী নির্ব্বাচিত হয়, তখন সেই কার্য্যের জন্য দুই সহস্র লোকের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচিত হইবে; এবং তাহা হইতে ৫টি লোক

লইলে, অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত ব্যক্তিরাই নির্ব্বাচিত হইবে, এবং দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। এক্ষণে যে কার্য্যে একটি বই উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না, সেই কার্য্যের জন্য তখন দুইটি লোক পাওয়া যাইতে পারিবে। যে সকল কার্য্য এক্ষণে কেবল মাত্র পুরুষের পরামর্শে সিদ্ধ হয়, সে সকল কার্য্যে স্ত্রীজাতিরও অভিমত গৃহীত হইবে। সংসারের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ স্ত্রীজাতির শুভাশুভের ব্যবস্থা হইবার সময় তাহাদের মধ্য হইতে কেহই আসিয়া যুক্তি দেয় না, পুরুষের অভিপ্রায়মত সকল কার্য্যই হইয়া থাকে। ইহা স্ত্রী জাতির পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর। যদি স্ত্রীজাতি সংস্থাপিত সমস্ত ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করিতে পুরুষকে বাধ্য হইতে হইত, তাহা হইলে পুরুষজাতি যে কি বিষম সঙ্কটে পড়িতেন তাহা কে না বুঝিতে পারে? যদিও পূর্ব্বাবধি সহ্য হইয়া আসাতে আপাততঃ পরাধীনতায় স্ত্রীজাতির ততদূর কষ্ট বোধ হয় না, কিন্তু অনেক পরিমাণে অসুবিধা বোধ হয় সন্দেহ নাই এবং পরে ক্রমে বুঝিতে পারিলে আরও অধিক ক্লেশ বোধ হইবে। দাসের পুত্রের দাস্যবৃত্তিতে কষ্ট হয় না, কেননা সে বাল্যাবধি তাহাতে অভ্যস্ত। কিন্তু সেই কর্ম্ম এক জন ভদ্র সন্তানকে করিতে হইলে তাহার পক্ষে বিষতুল্য বোধ হয়। স্ত্রীজাতির দুরবস্থা প্রায় সর্ব্বত্র সকল জাতিতে পূর্ব্বাপর হইয়া আসিতেছে, সুতরাং অবলাগণ কিরূপে বুঝিবে যে তাহাদের প্রতি অত্যাচার কত ভয়ানক? স্ত্রীজাতির উপর পুরুষজাতির যে কর্ত্তৃত্ব আছে, সেই কর্ত্তৃত্বের ব্যাঘাত হইতে আরম্ভ হইলেই পুরুষজাতি স্বভাবতঃ ক্লেশ পাইবেন, ক্রমে যে প্রকারে হউক তাহাদের উন্নতির বিঘ্নকারী হইবেন। কেবল অজ্ঞলোক নয়, শিক্ষিত শ্রেণীস্থ অনেকেও স্ত্রী জাতির উপর পুরুষের প্রভুত্বকে স্বাভাবিক বলিয়া থাকেন, ইহাতে যদিও বুঝা যায় যে তাহারা স্বার্থপর, দুরাশয়, এবং স্বাভাবিক ও অভ্যস্তের প্রভেদ বিশেষরূপ অবগত নহেন, তত্রাপি তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। যেহেতু তাঁহারা যে অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ উক্তি করেন, তাহা অল্প প্রবল নহে।

যদিও পুরুষেরা স্ত্রীশিক্ষার জন্য যত্নবান্ হইতেছেন, দেখা যাইতেছে, তত্রাপি তাহা হইতে এমত বোধ করা যায় না, যে তাঁহারা নিঃস্বার্থ হইয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। বঙ্গ বামাগণের অবস্থা এতদূর মন্দ যে, পুরুষগণ

কিছুমাত্র সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিলেই সহধর্ম্মিণীগণের অসারতা এবং তজ্জনিত অসুবিধা অনুভব করেন। তাহা এতদূর অসহ্য, যে কিয়ৎ পরিমাণে মোচন না করিলে, সংসারের অনেক সুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়! নতুবা সাধারণ বঙ্গবাসী এরূপ উদার-প্রকৃতি নহেন যে যে স্বার্থপরতা ত্যাগ করিতে সমস্ত পৃথিবী, অধিক কি সভ্যতম জাতীয়েরাও কুণ্ঠিত হইতেছেন, সেই স্বার্থপরতা ইহাঁরা নির্ব্বিঘ্নে ত্যাগ করিবেন। যেখানে শূদ্রের উপর ব্রাহ্মণের কর্ত্তৃত্ব, দরিদ্রের উপর ধনীর এত অধিক কর্ত্তৃত্ব, সেখানে, স্ত্রীজাতির উপর কর্ত্তৃত্ব পুরুষেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কেন ত্যাগ করিবেন? তাহা হইলে যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহারা স্ত্রীজাতির অপরাপর সমস্ত কষ্ট দেখিতে পাইতেন, এবং সমগ্র পৃথিবীকে দেখাইতে ত্রুটি করিতেন না।

যাহা লিখিত হইল, তাহাতে ইহা বুঝা যাইতেছে, যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার বরং অধিক প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে উভয় জাতির শিক্ষার সমান প্রয়োজন; কিন্তু সে কোন্ পর্য্যন্ত? যে পর্য্যন্ত স্বজাতীয়গণের কোমল মুখ স্মরণ থাকে। কিন্তু স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষা কেবল "বিদ্যাহীন লোকের জীবন বৃথা" এই কথা বলা যায়। যে পর্য্যন্ত আমাদিগের বিদ্যালাভের জন্য নহে, উন্নত রুচি মাত্রের জন্য নহে। ইহাঁদের বিদ্যাশিক্ষার আরও গুরুতর প্রয়োজন আছে। ধনী ধনোপার্জ্জন করুক না করুক, দরিদ্রকে করিতেই হইবে। স্বাধীন জাতি সকল অপেক্ষা বাঙ্গালীর বিদ্যাশিক্ষা করা ও বিজ্ঞানালোচনা করা যেমন অধিকতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তেমনি পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা অধিকতর আবশ্যক। এক্ষণে যে পুরুষজাতি স্ত্রীলোকের মূর্খতা দোষে কষ্ট পাইয়া তাহা দূরীকরণার্থ তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদেরই মধ্যে অনেকে যখন দেখিবেন, যে স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিতা হইয়া অধীনতা পাশ মোচনোন্মুখী হইয়াছে, তখন আবার ক্রমে অভিমত পরিবর্ত্তিত করিয়া তদ্বিরোধী হইতে থাকিবেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যে এরূপ হওয়া সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু অধিক বিলম্বও হইবে না। এখনও অনেকানেক অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এইরূপ উক্তি শ্রবণ করা যায়, তাহারা স্পষ্টই বলে যে, স্ত্রীজাতি শিক্ষিতা হইলে পুরুষের স্বাধীনতা যাইবে। ইহার প্রকৃত অর্থ পুরুষের স্বাধীনতা লোপ নহে, স্ত্রী

জাতির অধীনতা ও পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা এতদুভয়ের লোপ। যাহাই লোপ হউক, আর যাহাই ঘটুক, পুরুষের অনিষ্ট হইতে পারে বলিয়া কি স্ত্রীলোকেরা মূর্খ হইয়া চিরকালের জন্য পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার অধীন থাকিবে? তাহারা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কখনও কি সেই জাতির মহত্ব অনুভব করিতে সম্যকরূপ পারিবে না? এক্ষণে পুরুষের আয়াসেও যাহারা বিদ্যা শিক্ষা করিতে সানন্দে অগ্রসর হন না, তাঁহাদের জানা উচিত, যে এই বিদ্যা শিক্ষার জন্য পুরুষ জাতির সহিত তাঁহাদিগকে বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অন্ততঃ পুরুষের বিনা সাহায্যে বিদ্যার উন্নতি করিয়া পুরুষকৃত অত্যাচারের উপশমে যত্নবতী হইতে হইবে। তাহা না হইতে চাও, চিরকাল এইরূপ পরাধীন থাকিয়া দাসীত্ব কর, পুরুষের বিশেষ ক্ষতি বোধ হইবে না। পুরুষেরা আপাততঃ সুশিক্ষিত হইয়া বিপরীত ভাবসম্পন্না সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে সহবাস এবং সন্তানাদির রীতিমত শিক্ষার কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাঘাত জন্য কিছু অসুবিধা সহ্য করিবে মাত্র। কিন্তু ইহাতেও স্ত্রীজাতির যাতনা গুরুতর, যেহেতু তাহারা পরাধীনা। রাজা প্রজার বিবাদে উভয়েরই অসুবিধা, কিন্তু কাহার ক্লেশ অধিক?

তবে বামাগণ! যদি আপনাদের অবস্থার উন্নতি চাও, নিয়মিতরূপ বিদ্যা শিক্ষাকরতঃ মানসিক উৎকর্ষ সাধন কর। নচেৎ চিরকাল এইরূপে যাইবে। আজীবন পুরুষের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া নিজ ২ স্বাধীন ইচ্ছা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দাসীত্ব অভ্যাস করা কি তোমাদের পক্ষে কষ্টকর নহে? তোমাদের জপ তপঃ পুরুষের তুষ্টি সাধনের উপায়, তোমাদের যাগযজ্ঞ পুরুষের গৃহের দাসীত্ব; তোমাদের মানসিক উন্নতি নাই, বুদ্ধির প্রয়োগ স্থল নাই, প্রতিভার পরিচয় নাই। পুরুষদের স্ত্রী থাকুক আর না থাকুক, তাহারা যত পারে বিবাহ করিবে, যথায় ইচ্ছা গমন করিবে, যত ইচ্ছা তত বয়সে বিবাহ করুক আর নাই বা করুক, সে কথায় তোমাদের প্রয়োজন কি? তোমাদের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইলে বিবাহের সময় উত্তীর্ণ হইয়াগেল। যেরূপে হউক তৎপূর্ব্বে পিতৃনির্ব্বাচিত পাত্রে ন্যস্তা হইতে হইবে, কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। দুই বৎসর বয়ঃক্রম কার্য্যে তোমার কর্ত্তৃপক্ষ তোমাকে যদি স্থাণুমাত্রে অর্পণ করে, তাহাই তোমার শিরোধার্য্য। সেই দিন যদি তুমি বিধবা হও,

জন্মের মত স্বামিসুখে বঞ্চিত হইলে। পিঞ্জরবদ্ধা হইয়া এই সকল সুখ ভোগ কর, কেহ দেখিবে না। দেখিবে কেন? স্বজাতির স্বার্থ কে ত্যাগ করে? তোমরা আপনাদের দুঃখ আপনারা না বুঝিলে পরে কেন বুঝিবে?

আমরা এমন কথা বলিতেছি না, যে তোমরা স্বামি-গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হও। তোমাদের এই পিঞ্জর ভগ্ন করিবার উপায় বিদ্যাশিক্ষা, অপর কোন উপায় নাই। তোমরা শিক্ষিতা হইয়া নিজে বুঝ এবং পুরুষজাতিকে বুঝাও, যে তোমরা যে গৃহের নামে গৃহিণী এবং কার্য্যে দাসী, সেই গৃহে বাস্তবিক তোমাদের এবং পুরুষদিগের সমান অধিকার। পুরুষজাতি যে সকল বন্ধনে বাঁধিয়া তোমাদিগকে কষ্ট দিতেছে, ঐসকল বন্ধন ছিন্ন করিতে অগ্রসারিণী হও। রূপে গুণে স্বামীকে বশীভূত করিয়া, প্রচুর ধনের অধিকারিণী হইয়া, অথবা নীতিবিরুদ্ধ স্বেচ্ছাচার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনরূপেই কেহ এই জাতীয় বন্ধন মোচন করিতে পারে নাই। মানসিক উন্নতি এবং মানসিক তেজস্বিতা ব্যতীত কিছুতেই এ বন্ধন ছিন্ন হইবে না। স্ত্রীজাতি সুশিক্ষিতা না হইলে এই বৈষম্য দূর হইবে না, এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষার ইহা অপেক্ষা অপর কোন গুরুতর কারণও দেখা যায় না।

যুবরাজ-পত্নী আলেকজান্দ্রিয়া।

আমাদিগের ভারতেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ আল্‌বার্ট এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতবর্ষে প্রায় ছয় মাস কাল থাকিয়া ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠিকাগণকে অবগত করিয়াছি। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর প্রতিকৃতি এস্থলে প্রকটিত হইল। এই ভাগ্যবতী রমণীর নাম আলেকজান্দ্রিয়া, উপাধি প্রিন্সেস্ অব ওয়েল্‌স। ইনি ডেন্মার্কের রাজা নবম ক্রিষ্টিয়ানের দ্বিতীয়া কন্যা। ইহাঁর জননী হোস কামেলের রাজকন্যা লুইসা। আলেকজান্দ্রিয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। যুবরাজ অপেক্ষা ইনি ৩ বৎসরের কনিষ্ঠা। যুবরাজ-পত্নী অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্না। শুনা যায় তাঁহার ন্যায় সুন্দরী নারী রত্ন দ্বারা ইংলণ্ড কখন সুশোভিত হয় নাই। ১৮৬১ সালে পিতার মৃত্যুর পর যুবরাজ যখন ইউরোপ মহাদেশ ভ্রমণ করিতে যান, তখন অষ্টেণ্ড নগরে এই রমণীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইহাঁকে

যুবরাজ-পত্নী আলেক্‌জন্দ্রিয়া।

বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহারাণী বিক্টোরিয়া যুবরাজকে সঙ্গে লইয়া ব্রসেল্‌স নগরে দিনামার রাজ-পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলে রাজকুমারী ১৭৬৩ সালের মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং উইণ্ডসর প্রাসাদে মহা সমারোহে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহাঁদিগের এ পর্য্যন্ত ৬টি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তন্মধ্যে কনিষ্ঠা কুমারীটী

সূতিকাগারেই মরিয়া যায়। এক্ষণে কুমার আলবার্ট বিক্টর এবং জর্জ্জ এই দুইটী পুত্র এবং কুমারী লুইস, বিক্টোরিয়া ও মড সারলট নাম্নী ৩টী কন্যা সমুদায়ে ৫টী সন্তান জীবিত আছেন। জগদীশ্বর ইহাদিগকে দীর্ঘজীবী করুন।

আলেকজান্দ্রিয়া যেমন রূপবতী, তেমনি গুণবতী। পতি যেমন তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন, তাঁহার পতি-ভক্তি সেইরূপে সভ্য নারী জাতির আদর্শ। সে বৎসর যুবরাজ যখন সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল শয্যাগত ছিলেন, রাজবধূর ত্যাগস্বীকার ও স্বামি-সেবা দেখিয়া রাজপরিবার ও দর্শক বৃন্দ সকলেই মোহিত হন।

অঙ্গারক বাষ্প।

ইতিপূর্ব্বে মৃদঙ্গার হইতে গ্যাস লাইট বা বাষ্পালোক কিরূপে প্রস্তুত হয়, তদ্বিষয়ের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এবারে উহার আনুষঙ্গিক আর যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার উল্লেখ করিব। গ্যাসঘরে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে কোক এবং আলকাতরা সর্ব্বপ্রধান। লৌহ পাত্রে মৃদঙ্গার বা আকরিক কয়লা রাখিয়া জ্বাল দিলে গ্যাস ধোঁয়ার মত হইয়া উঠিয়া যায়, তৎপরে যাহা অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে, তাহাকে কোক বা জ্বালানি কয়লা কহে। রন্ধনশালায় ইহাই কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। অর্দ্ধ জলপূর্ণ বৃহদুদর নলের (Hydraulic main) ভিতর জলের সহিত যে সকল পদার্থ মিশ্রিত হইয়া থাকে বা জমিয়া যায়, তাহাকে টার অর্থাৎ আলকাতরা কহে। এই আল্‌কাতরা কয়লার এক প্রকার তৈল। ইহা কত কাজে লাগে সকলেই জানেন। আবার এই আল্‌কাতরা হইতে নানা প্রকার সুন্দর দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, এনিলাইন রঙ, মভ, ম্যাজেণ্টা, এমোনিয়া প্রভৃতি। এনিলাইনে বার ভাগ অঙ্গার, সাত ভাগ জলজন ও এক ভাগ যবক্ষারজন আছে। ইহা নীল প্রভৃতি কতিপয় পদার্থ চোঁয়াইলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে গাঢ় বায়লেট নীল রঙ উৎপন্ন হয়। মভ এনিলাইন হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা অতি সুন্দর বায়লেট্ বর্ণ, রেশম রঙ করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতে নানা প্রকার উজ্জ্বল পাকা রঙের আভা প্রস্তুত হয়।

ম্যাজেণ্টার সহিত আমাদিগের পাঠিকা মণ্ডলী বিশেষ পরিচিত আছেন। উহার অপর নাম রোজেনিলাইন বা গোলাপি রঙের গুঁড়া। উহা সচরাচর বার ভাগ এনিলাইনের সহিত কুড়িভাগ আর্সেনিক এসিড (সেঁকো বিষের এক প্রকার দ্রাবক) মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। এই মিশ্রণটী পাত্রে রাখিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপ দিলে জল ও কিঞ্চিৎ এনিলাইন চোঁয়াইয়া পড়ে। অবশিষ্ট এক লৌহ পাত্রে ঢালিয়া শীতল করিতে ও নানা খণ্ডে ভাঙ্গিতে হয়। তৎপরে জলীয় বাষ্প দ্বারা উত্তপ্ত কোন পাত্রে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সহিত মিশ্রিত করিয়া মৃদু উত্তাপ দিলে একটী লাল দ্রব পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা ছাঁকিয়া সোডার সহিত মিশ্রিত করিলেই খণ্ড২ রোজেনিলাইন ম্যাজেণ্টা বা গোলাপি রঙের গুঁড়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। কয়লা ও আল্‌কাতরার ভিতর হইতে এমন সুন্দর সুন্দর রঙ উৎপন্ন হয়, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে?

বিবিধ।

এক জন ফরাসী লেখক যাহার 'পোত জলমগ্ন হইবার' বৃত্তান্তের উপসংহারে লিখিয়াছেন যে "একটী অজ্ঞাত দেশে উপস্থিত হইয়া ১১ ঘণ্টা কাল ভ্রমণ করিয়াও মনুষ্যের বসবাসের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। পরিশেষে এক স্থানে একটী ফাঁসী কাষ্ঠের উপর একটী শব লম্বমান দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে চিৎকার করিয়া বলিলাম, যে, হা! আমি এখন একটী সভ্যদেশে আসিয়াছি?"

মহাত্মা ফ্রেডারিকের বিষয়ে একটী গল্প আছে, যে রোজবাক যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে তিনি তাঁহার এক জন বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন, যে "যদি এই যুদ্ধে পরাজিত হই, তাহা হইলে আমি ভিনিস নগরে যাইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিব।" এতচ্ছ্রবণে সেনানী উত্তর করিলেন, "নরহত্যা আপনকার জীবনের পণ নাকি? সকল অবস্থাতেই কি হত্যা ব্যবসায়ী থাকিবেন?"

বিখ্যাত কৃপণ এল্‌উইন্‌ বলিতেন যে "যদি তুমি একটী চাকর রাখ তাহা হইলে তোমার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবে; যদি ২টী রাখ তাহা হইলে অর্দ্ধেক সম্পন্ন হইবে এবং যদি ৩টী রাখ, তাহাহইলে তোমাকে নিজে করিতে হইবে।" এ কথায় অনেকটা সত্য আছে।

একটী ভদ্রলোক একটী মদের বোতল হাতে করিয়া প্রকাশ্য রাজ পথে চলিয়া যাইতে যাইতে অপর একটী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেন যে "মহাশয়! এইটী হরিণবাড়ী যাইবার রাস্তা নয়?" ভদ্রলোকটী গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন "না, মহাশয়!" পরে তাহার হস্তস্থিত বোতলটীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওইটিই সোজা রাস্তা।"

একটী বহুদর্শী নীতিজ্ঞের মত, যে "মানব স্ত্রী ব্যতীত পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে না।" একজন দুর্বৃত্ত আইবড় বৃদ্ধ এই মতের পোষকতা করিয়া বলেন, যে, "ইহা ঠিক্‌ বটে, যন্ত্রণা ও কষ্ট দ্বারা আত্মা শোধিত ও প্রকৃতিস্থ হয়।"

এক ব্যক্তি এক জন বিদ্বান্‌কে বলিয়াছিলেন, যে, বিদ্বানেরাই ধনীর দ্বারস্থ হয়, কিন্তু ধনীরা তো বিদ্বানের দ্বারস্থ হয় না। ইহার কারণ কি?" বিদ্বান্‌ ব্যক্তি উত্তর করিলেন, যে "বিদ্বানেরা ধনের গৌরব জানেন, কিন্তু ধনীরা বিদ্যার গৌরব জানে না।"

সমুদ্রের গভীরতা প্রায় ২১০০০ ফুট বা ইংরাজী ৪ মাইল হইতে প্রায় ৫০০০০ ফুট বা ৯ মাইলেরও অধিক। আটলাণ্টিক মহাসাগরের গভীরতা ৩ হইতে ৫ মাইল পর্য্যন্ত। ইহা প্রশান্ত মহাসাগরাপেক্ষা গভীরতর; কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরেরও কোন কোন স্থানে ৪০,০০০ পাদ গভীরতা দেখা গিয়াছে। ভারত মহাসমুদ্র ও দক্ষিণ মহাসাগরের গভীরতা ৪ হইতে ৬ মাইল; কিন্তু কুমেরুর নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ মহাসাগরের গভীরতা পরিমাণে অল্প বোধ হয়। উত্তর মহাসাগরই সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পগাধ বা অগভীর। অন্যান্য ক্ষুদ্র সমুদ্র সকলের গভীরতার স্থিরতা নাই।

যুবরাজ এড্ওয়ার্ড প্রিন্স অফ্ ওয়েল্স্ ভারত ভ্রমণ করিয়া অনেক গুলি এতদ্দেশীয় পশু ও পক্ষী সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছেন। সে গুলি সেখানকার বিশেষ প্রদর্শনীয় বস্তু হইয়াছে। প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক তদ্দর্শনে আসিয়া থাকে। এক দিন (Whit Monday) ৪২৮২৫ জন দর্শক আসিয়াছিল। সংগৃহীত পশ্বাবলীর মধ্যে ৪টী হস্তী আছে, তন্মধ্যে একটী নেপালের খর্ব্বকায় হস্তী, ইহার উচ্চতা ৫ ফুট বা প্রায় দেড় হস্ত। জিব্রল্টার প্রদেশস্থ অস্থি-গহ্বরে এরূপ জাতীয় হস্তীর ধ্বংসাবশেষ সকল দেখিতে পাওয়া যায়; ৫টী বৃহৎ ব্যাঘ্র; ৭টী বঙ্গদেশীয় ব্যাঘ্র; একটী চিতা; ২টী বন্য বিড়াল অর্থাৎ গন্ধগোকুলা; ৪টী বানর তন্মধ্যে দুইটী নীল বর্ণের ও দুইটী রিসস্ জাতীয়; ৪টী লাঙ্গুলহীন কুক্কুর; একটী বৃহৎকায় বুলডগ্; ৩টী তিব্বৎদেশীয় খা; ২টী শ্বেত সারমেয় ও দুইটী বন্য কুক্কুর; একটী হিমালয় অঞ্চলস্থ ভল্লুক; একটী গড়িয়া ভল্লুক; ৬টী শৃঙ্গবান্ মেষ, তন্মধ্যে একটী দুই যোড়া বক্র শৃঙ্গযুক্ত; এক যোড়া দুর্ল্লভ থার ছাগ ও ছাগী; ৪টী অজা যাহার লোমে শাল প্রস্তুত হয়; ৭টী কৃষ্ণা মৃগী; দুই জাতীয় জেবু একটী বৃষ, (২টী বিচিত্র চিত্রিণী, ৩টী মেরু মৃগী; ২টী কস্তুরা মৃগ এবং ১টী ক্ষুদ্র বারবারি গর্দ্দভ। এতদ্ব্যতীত ৮৬টী পক্ষী আছে। এগুলি ৩০ জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে গৃহপালিত কোন জাতীয় পক্ষী নাই।

সাময়িক সংবাদ।

১। আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলস্থ জাঞ্জিবার রাজ্যে বহুকালাবধি দাস ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, ইংরাজ জাতির উদ্যোগে তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে।

২। মান্দ্রাজে স্ত্রীশিক্ষার আশ্চর্য্য উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। ১৮৬৯। ৭০ সালে ৮৪৪৫ জন বালিকা শিক্ষার্থিনী ছিল, ১৮৭৪। ৭৫ সালে ১৯,৫৮২ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বালকদিগের পাঠশালাতে ৭০০০ বালিকা পাঠ করে। মান্দ্রাজে সর্ব্ব শুদ্ধ ২৫। ২৬ হাজার বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, ইহা কম সুখের নয়।

৩। মিস কার্পেণ্টার বৃদ্ধ বয়সে এ বৎসর পুনরায় ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান সভা এবং জেল সংস্কার লইয়া তিনি অনেক স্থানে বক্তৃতা ও শুভকর আন্দোলন করেন।

৪। বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল উৎকট পীড়াক্রান্ত হইয়া এই বর্ষের ২৬এ ফাল্গুন পর লোক যাত্রা করিয়াছেন। ইনি একজন কুসংস্কারবিহীন, মার্জ্জিত, রুচিসম্পন্ন, সুশীলা ও পতিব্রতা রমণী ছিলেন। বঙ্গীয় অন্তঃপুরিকা দিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ড দর্শন করেন।

কলিকাতায় সন্নিহিত আলীপুরে একটী রাজকীয় পশুবাটিকা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর টেম্পল সাহেবের যত্নে সংস্থাপিত হইয়াছে।

বামাগণের রচনা।

আমিত উদাসীনা।

আর ভেবে কাজ নাই অতীত বিষয়,
আর ভেবে কাজ নাই প্রিয় পরিজন,
আর কেন মুগ্ধ আমি হতেছি মায়ায়
একেবারে মায়া পাশ করিব ছেদন।

২

অনিত্য সংসার এই অনিত্য জীবন,
অনিত্য সকলি এই প্রিয় পরিজন
অনিত্য পার্থিব বস্তু সমরে স্বপন,
অনিত্য সকলি—সুধু নিত্য নিরঞ্জন।

৩

কে বলে সংসার হয় সুখের আধার,
কে বলে সংসারে আছে সুখময় ফল,
কেন তুমি করে মর "আমার আমার"
কেন বা নয়ন হতে ফেলিতেছ জল?

৪

যত দিন বেঁচে রবে ততদিন সব,
হইবে তোমার এই অবনী উপর,
যে দিন দেখিবে তুমি হইয়াছ শব,
সে দিন হইতে তারা হইবে অপর।

৫

ফেলনা ফেলনা আর নয়নের জল,
করোনা করোনা আর করোনা রোদন,
অরণ্যে রোদনে বল আছে কিবা ফল ?
ঈশ্বর তোমার এবে একমাত্র ধন।

৬

আর কেন মন তুমি সংসারেতে ধাও
আর কেন মন তুমি হতেছো ব্যাকুল,
আর কেন মন তুমি পরিজন চাও ?
আর কেন উহা লাগি হওরে আকুল ?

৭

দেখিতে দেখিতে হল দিবা অবসান
যাইল আদিত্য এবে পশ্চিম গগণে,
দ্বিজগণ তরুশাখে ধরিতেছে তান্
নীরবে নলিনী হায় কাঁদিছে জীবনে।

৮

চক্রবাক্ চক্রবাকী লইল বিদায়
সুবিমল শশধর উদিল গগণে
মলয় বাতাস এবে মৃদু গতি ধায়
বহিল আনন্দ স্রোত কুমুদিনী সনে।

৯

এইত মৃদুল বায়ু বহে ধীরে ধীরে
এইত গভীর নিশি অন্ধকারময়,
এইত জগত এবে আবৃত তিমিরে
স্তম্ভিত রয়েছে এবে জীব সমুদয়।

১০

মানব সুষুপ্ত এবে সুষুপ্তা ধরণী
কেবল অভাগী আমি বসিয়া হেথায়,
কত ভাঙ্গি কত গড়ি কতই বা গণি
হাসি কাঁদি কত ভাবি বলা নাহি যায়।

১১

কে খণ্ডাতে পারে হায় ললাট লিখন,
কে পারে মুছিতে বল প্রস্তরে মূরতি
কেবা এড়াইতে পারে বিধির বন্ধন
কেবা ফিরাইতে পারে ক্ষিপ্ততার গতি ?

১২

আমার সে সুখদিন হইয়াছে গত
ফুরায়েছে জীবনের সাধু অভিপ্রায়,
আমার সে আশা সূর্য্য এবে অস্তমিত,
মরণ শরণ মাত্র মম এবে হায় !——

১৩

আশার যন্ত্রণা মম মরক যন্ত্রণা,
এ যন্ত্রণা হতে আমি পাব কি উদ্ধার ?
দেখা যাক্ কত দূর বিধির ছলনা
কত দুঃখ লিখেছেন কপালে আমার !

১৪

ধন্য ধন্য আশা তোর ধন্য ইন্দ্রজাল,
অসীম ক্ষমতা তোর না হয় নির্ণয়,
তোমারি ছলনে সবে হরিতেছে কাল,
শোকী তাপী হতভাগা দরিদ্রনিচয়।

১৫

তোমারি প্রভাবে হায় আমিও এখন,
মণি হারা ফণী মত রয়েছি জীবিত,
কতই মনেতে আশা হয় অকারণ,
এ আশার শেষ নাহি হয় কদাচিত !

১৬

আরত সহেনা দুঃখ আরত পারি না,
ভাবিতে পূর্ব্বের কথা বসিয়া হেথায়,
আরত অন্তর মম প্রবোধ মানে না
আরত এখন কোন না দেখি উপায়।

শ্রীমতী ভবসুন্দরী মিত্র। সাং চেতলা।

শ্রী কাব্য।

শ্রীহীনা হতেছে দেহ না স্মরি ঈশ্বর।
মন মম হইয়াছে পাপে জর জর॥
তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেহ নাথ স্থির করি চিত।
যোড় হস্তে গাই যেন তব প্রেম গীত॥
গমনে উদ্যত পদ কুচিন্তা প্রদেশ।
মানসেতে পাই আমি নানাবিধ ক্লেশ॥
ক্ষণমাত্র নাহি চাহি বিদেশে থাকিতে।
দেখাও স্বদেশ পিতা দেখি ফুল্ল চিতে॥
বিকলা হইয়া কাঁদি দেহ দরশন।
বরষা বারিদ সম ঝরিছে নয়ন॥
হস্ত পদ বেঁধে হায় কে রেখেছে মোরে।
রয়েছি বন্ধনে নাথ ডাকি সকাতরে॥
মনের মন্দির কর তব সিংহাসন।
পূরাও বাসনা মম পাতকনাশন॥
রসনা আমার যেন তব গুণ গায়।
নিয়ত তোমার কার্য্য করে কর দয়॥
বাসনা মানস ক্ষেত্রে জ্ঞান তরু চয়।
সিদ্ধি ফল মোক্ষ ফল যেন বিতরয়॥
নীরব হইবে জিহ্বা যাব ঘোর দিনে।
প্রার্থনা পূরাবে নাথ কৃপা বিতরণে॥

শ্রী :—— বহুবাজর।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

ওহে প্রভো পরমেশ জগৎ জীবন।
তোমার নিকটে আমি করি নিবেদন॥
আমি হে তোমার কন্যা নিতান্ত দুখিনী।
গাইতে তোমার নাম নাহি আমি জানি॥
আমি অতিশয় পাপী কন্যা গো তোমার।
আমার মতন পাপী কোথা নাহি আর॥
আমি হে অজ্ঞান নাথ নাহি কোন জ্ঞান।
কৃপা করি মোরে তুমি কর জ্ঞান দান॥
হে পিতঃ তোমার কাছে করি এ মিনতি।
হেন জ্ঞান দাও যেন ধর্ম্মে থাকে মতি॥

তব আজ্ঞা কভু যেন না করি লঙ্ঘন।
স্থির চিতে সদা সেবি তোমার চরণ॥
কায়মনো বাক্যে তব চরণ সেবিব।
কাহাকেও কোন কালে ঘৃণা না করিব॥
মিষ্ট ভাষে সকলেরে যতনে তুষিব।
উচ্চ কথা কভু আমি মুখে না আনিব॥
অন্ধ খঞ্জ দেখি যেন দয়া উপজয়।
ক্ষুধার্ত্তেরা সর্ব্বক্ষণ আহারাদি পায়॥
যে জন ক্ষুধাতে অতি হইবে কাতর,
অশনাদি করাইব করিয়া আদর।
হেন শক্তি দাও প্রভো পতিত পাবন।
এই সব আজ্ঞা তব করিব পালন॥
কর যোড়ে তব কাছে এই গো মিনতি।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম পথে থাকে যেন মতি॥
যত পাপ করিয়াছি ক্ষমা কর তুমি।
অতিশয় পাপী কন্যা তোমার গো আমি॥

কুমারী নীরদমোহিনী মিত্র। বর্দ্ধমান।

ঈশ্বর স্তোত্র।

আহা কিবা শোভাময় এভব ভবন।
যখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন॥
কত যে সুন্দর দ্রব্য পাই দেখিবারে।
অসংখ্য অগণ্য কেহ বলিতে না পারে॥
কোথায় শোভিছে অতি সুন্দর কানন।
কোথায় বা রহিয়াছে বৃক্ষ অগণন॥
উহা দেখি সকলেই প্রফুল্ল অন্তরে।
এক মনে বিভু গুণ সদা গান করে॥
কোন খানে ফুটিয়াছে পুষ্প শোভাময়।
যাহা দেখি সকলেই আনন্দিত হয়॥

পশু পক্ষী কত শত জীব জন্তুগণ।
সকলেই করে বিভু নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
শ্রুতি সুখকর স্বরে বিহঙ্গী সকল।
জগতে পিতার কীর্ত্তি প্রচারে কেবল॥
কিন্তু হায় প্রভু আমি অতিশয় পাপী।
তোমার প্রার্থনা আমি করি না কদাপি॥
হেন শক্তি দাও প্রভো নিত্য নিরঞ্জন।
কভু যেন নাহি ভুলি তোমার চরণ॥
আর এক আশা মোর পুরাও মহেশ।
স্বামী যেন পাই আমি গুণেতে অশেষ॥

কুমারী নীরদমোহিনী মিত্র। বর্দ্ধমান।

১১শ ভাগ বামাবোধিনীর সংখ্যা ক্রমে সূচীপত্র।

বৈশাখ ১৪১ সংখ্যা।

		পৃষ্ঠা
১।	বীরঙ্গনা	১
২।	মনোবিজ্ঞান	৬
৩।	গার্হস্থ্য দর্পণ	৯
৪।	ইংরাজী প্রবচন	১৫
৫।	বনমানুষ (সচিত্র)	১৭
৬।	আসামীদিগের বিবাহ পদ্ধতি	২২
৭।	লোহিত সাগর ও তত্রত্য আলোক	২৫
৮।	রাঢ় দেশীয় দস্যু কন্যা	২৬
৯।	নূতন সংবাদ ...	৩০
১০।	বামাগণের রচনা	৩১

জ্যৈষ্ঠ—১৪২ সংখ্যা।

১।	বিপদ কালে ধৈর্য্যশীল হইবে	৩৩
২।	ব্রহ্মদেশীয় শ্বেত হস্তী	৩৬
৩।	গার্হস্থ্য দর্পণ	৩৮
৪।	মিশর দেশের পিরামিড (সচিত্র)	৪২
৫।	আশ্চর্য্য ঘটনার সমন্বয়	৪৫
৬।	ইংরাজী প্রবচন ...	৪৭
৭।	গৃহচিকিৎসা	৪৯
৮।	নাইনিতাল বর্ণনা (পদ্য)	৫৩

পৃষ্ঠা

৯। শিক্ষায়িত্রী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক ৫৫
১০। পথিক বন্ধু বৃক্ষ (সচিত্র) ৫৯
১১। নূতন সংবাদ ৬১
১২। বামাগণের রচনা ৬২

আষাঢ়—১৪৩ সংখ্যা।

১। ত্যাগস্বীকার ৬৫
২। ইন্দুমুখীর নিকট হইতে হেক্তারের বিদায় (পদ্য) ৬৯
৩। পুরীর জগন্নাথ দেব (সচিত্র) ৭৩
৪। আশ্চর্য্য বিবাহ প্রথা ৭৯
৫। নারীচরিত—বারবলড ৮১
৬। বাবিলনের শূন্যস্থ উদ্যান ৮৫
৭। বিখ্যাত কৃষকগণ ৮৬
৮। আরবীয় ঝটিকা ৮৭
৯। বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন ৮৯
১০। নূতন সংবাদ ৯১
১১। বামাগণের রচনা ৯২

শ্রাবণ—১৪৪ সংখ্যা।

১। আর্য্যগণের মতে দম্পতির সম্বন্ধ ৯৭
২। বানরের সেতু (সচিত্র) ১০১
৩। ইন্দুমুখীর নিকট হেক্তারের বিদায় (পদ্য) ১০৪
৪। গার্হস্থ্য দর্পণ ১০৬
৫। হিন্দুবিবাহ ১১০

পৃষ্ঠা

৬। সন্তানকে কিরূপে শাসন করিতে হয় ১১২
৭। বঙ্গবাসীর ইউরোপ ভ্রমণ ১১৭
৮। তপস্বিনী রাবা ১২১
৯। বায়ু নির্যান যন্ত্র (সচিত্র) ১২৬
১০। নূতন সংবাদ ১২৭
১১। বামাগণের রচনা ১২৮

ভাদ্র—১৪৫ সংখ্যা।

১। বামাবোধিনীর ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব। ১২৯
২। গার্হস্থ্য দর্পণ ১৩২
৩। অসভ্য মিকির জাতির বিবরণ ১৩৪
৪। নলের প্রতি দময়ন্তী (পদ্য) ১৪১
৫। আর্ম্মাডিলো বা বর্ম্মধারী (সচিত্র) ১৪৫
৬। বঙ্গবাসীর ইউরোপ ভ্রমণ ১৪৯
৭। নূতন সংবাদ ১৫৪
৮। বামাগণের রচনা ১৫৫
৯। পুস্তক প্রাপ্তি ১৬০

আশ্বিন—১৪৬ সংখ্যা।

১। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ১৬১
২। দুঃখিনী বিধবা ও তাহার একমাত্র পুত্র ১৬৩
৩। সুখের মৃত্যু ১৬৭
৪। রাজার ক্ষমতা কে দিল ? ১৭১
৫। বিপত্নীকের বিলাপ (পদ্য) ১৭৫

পৃষ্ঠা

৬। রাজ্ঞী ফিলিপার সদাশয়তা ১৮০
৭। মুসলমানদিগের বিবাহ প্রণালী
৮। পেরুবীয় জাতি—সচিত্র ১৮৪
৯। বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন ১৮৭
১০। নূতন সংবাদ ১৮৯
১১। বামাগণের রচনা ১৯১

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ—১৪৭-১৪৮ সংখ্যা।

১। স্বাধীনতা ও অধীনতা ১৯৪
২। রাজকার্য্য ও রাজশক্তির সীমা ১৯৬
৩। হেক্তর ও ইন্দুমুখী (পদ্য) ২০০
৪। দুঃখিনী বিধবা ও তাঁহার পুত্র ২০৩
৫। আশ্চর্য্য শিল্পকার্য্য ২০৭
৬। ইংরাজী প্রবচন ২১১
৭। মনোবিজ্ঞান ২১৩
৮। স্ত্রীলোকদিগের আমোদ ২১৮
৯। হিন্দুবিবাহ ২২১
১০। জিপ্সী বা বেদিয়া জাতি (সচিত্র) ২২৫
১১। শাব্দবিজ্ঞান ২২৭
১২। শূথ (সচিত্র) ২৩০
১৩। সমুদ্র গঙ্গা ২৩৫
১৪। ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অধিকার বিস্তার ২৩৯

পৃষ্ঠা

১৫। ভারতবর্ষে যুবরাজের আগমন (সচিত্র) ২৪৩
১৬। উপন্যাস কুললক্ষ্মী ২৪৯
১৭। নূতন সংবাদ ২৫৩
১৮। বামাগণের রচনা ২৫৪

পৌষ ও মাঘ—১৪৯-১৫০ সংখ্যা।

১। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ১৫৭
২। সেণ্ট ক্লেয়ার ১৬২
৩। হিন্দু বিবাহ ১৬৯
৪। আশ্চর্য্য বৃক্ষ ১৭১
৫। সংযুক্তা হরণ (পদ্য) ১৭৩
৬। বাণিজ্য ১৭৮
৭। স্ত্রীশিক্ষার ফলাফল ১৮১
৮। অঙ্গারক বাষ্প ১৮৪
৯। মাতার উচ্চপদ ১৮৭
১০। আশ্চর্য্য শিল্প কৌশল ১৯৯
১১। ক্ষুদ্রবিষয়ে আর্য্যজাতির আশ্চর্য্য জ্ঞানবিকাশ ২০০
১২। আসামীয় জাতি ২০৪
১৩। মুসলমান বীরাঙ্গনা ২০৭
১৪। অলঙ্কার ২১১
১৫। আবর্ত্ত (সচিত্র) ২১৫
১৬। কি সুখ আমার (পদ্য) ২১৯
১৭। পতঙ্গ জাতির কার্য্যকারিতা ২২২
১৮। সক্রেটিসের চরিত্র ও মৃত্যু ২২৪
১৯। বামাগণের রচনা ২২৫

ফাল্গুন ও চৈত্র—১৫১-১৫২ সংখ্যা।

	পৃষ্ঠা
১। সক্রেটিসের চরিত্র ও মৃত্যু	২২৯
২। মাতার প্রতি কয়েকটী উপদেশ	২৩৪
৩। স্ত্রীলোকদিগের কলহ-প্রিয়তা	২৩৬
৪। চিনদেশীয় উপন্যাস	২৩৪
৫। গার্গীর উপাখ্যান	২৫২
৬। লণ্ডন মহানগর	২৫৭
৭। গৌরীর তপস্যা	২৬০
৮। সংযুক্তা-হরণ (পদ্য)	২৬৪
৯। অজীর্ণতা প্রতীকার	২৬৮
১০। স্ত্রী শিক্ষা	২৭১
১১। যুবরাজ-পত্নী আলেক্‌জান্দ্রা (সচিত্র)	২৭৬
১২। অঙ্গারক বাষ্প	২৭৮
১৩। বিবিধ	২৭৯
১৪। সাময়িক সংবাদ	২৮১
১৫। বামাগণের রচনা	২৮২
১৬। বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচীপত্র	২৮৭
১৭। বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র	২৯০

১১শ ভাগ বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীশিক্ষা।

বামাবোধিনীর ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক জন্মোৎসব	১২৯
শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক	৫৫
স্ত্রীশিক্ষার ফলাফল	১৮১
স্ত্রীশিক্ষা	২৭১
১১শ ভাগ বাঃ সংঃ সূচীপত্র	২৮৭
ঐ ঐ বিষয়ানুসারে ঐ	২৯০

২। নারীচরিত্র ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

রাঢ়দেশীয় দস্যু কন্যা	২৬
বারবল্‌ড	৮১
তপস্বিনী রাবা	১২১
রাজ্ঞী ফিলিপার সদাশয়তা	১৮০
সেণ্ট ক্লেয়ার	১৬২
মুসলমান বীরাঙ্গণা	১০৭
গার্গীর উপাখ্যান	২৫২
গৌরীর তপস্যা	২৬০
যুবরাজ পত্নী আলেকজান্দ্রিয়া (সচিত্র)	১৭৬

৩। নীতি ও গৃহধর্ম্ম।

বীরাঙ্গণা	১
গার্হস্থ্য দর্পণ	৯
ঐ	৩৮
ঐ	১০৬, ১৩২
ইংরাজী প্রবচন	১৫
ঐ	৪৭

	পৃষ্ঠা
ঐ	১১
বিপদ্ কালে ধৈর্য্যশীল হইবে	৩৩
ত্যাগ স্বীকার	৬৫
রাজার ক্ষমতা কে দিল ?	১৭১
সন্তানকে কিরূপে শাসন করিতে হয়	১১২
স্বাধীনতা ও অধীনতা	১৯৪
ধর্ম্মপ্রবৃত্তি	১৫৭
মাতার উচ্চপদ	১৮৭
স্ত্রীলোকের আমোদ	২১৮
সুখের মৃত্যু	১৬৭
রাজকার্য্য ও রাজশক্তির সীমা	১৯৬
মাতার প্রতি কয়েকটী উপদেশ	২৩৪

৪। বিজ্ঞান।

মনোবিজ্ঞান	৬
ঐ	২১৩
গৃহচিকিৎসা	৪৯
বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন	৮৯
ঐ	১৮৭
বায়ুনির্যান যন্ত্র	১২৬
শব্দবিজ্ঞান	২২৭
সমুদ্র গঙ্গা	২৩৫
অঙ্গারক বাষ্প	১৮৪
ঐ	২৭৮
আবর্ত্ত	২১৫

৫। ইতিহাস ও দেশাচার।

পুরীর জগন্নাথ দেব	৭৩
অসভ্য মিকির জাতির বিবরণ	১৩৪
আশ্চর্য্য বিবাহ প্রথা	৭৯
আসামীদিগের বিবাহ পদ্ধতি	২২
হিন্দু বিবাহ	১১০
ঐ	২২১
ঐ	১৬৯
জিপ্সি বা বেদিয়া জাতি	২২৫
ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অধিকার বিস্তার	২৩৯
ক্ষুদ্র বিষয়ে আর্য্যগণের আশ্চর্য্য জ্ঞানবিকাশ	২০০
আসামীর জাতি	২০৪
মুসলমানদিগের বিবাহ প্রণালী	১৮৩
পেরুবীয় জাতি	১৮৪

৬। প্রাণী বিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা।

আর্ম্মাডিলো বা বর্ম্মধারী	১৪৫
বনমানুষ	১৭
ব্রহ্মদেশীয় শ্বেত হস্তী	৩৬
পথিকবন্ধু বৃক্ষ	৫৯
বানরের সেতু	১০১
শূথ	২৩০
আশ্চর্য্য বৃক্ষ	১১৭
পতঙ্গ জাতির কার্য্যকারিতা	২২২

৭। অদ্ভুত বিবরণ।

লোহিত সাগর ও তত্রত্য আলোক	১৫
মিসর দেশের পিরামিড	৪২
বাবিলনের শূন্যস্থ উদ্যান	৮৫
আরবীয় ঝটিকা	৮৭
আশ্চর্য্য শিল্পকার্য্য	২০৭
আশ্চর্য্য শিল্পকৌশল	১৯৯

পৃষ্ঠা

৮। উপন্যাস।

বিধবা মাতা ও তাহার একমাত্র পুত্র ১৬১
ঐ ২০৩
আশ্চর্য্য ঘটনার সমন্বয় ৪৫
কুললক্ষ্মী ২৪৯
চিনদেশীয় উপন্যাস ২৪৪

৯। পদ্য।

নলের প্রতি দময়ন্তী ১৪১
বিপত্নীকের বিলাপ ১৭৫
হেক্তার ও ইন্দুমুখী ২০০
নাইনিতাল বর্ণনা ৫৩
ইন্দুমুখীর নিকট হেক্তারের বিদায় ৬৯
ঐ ১০৪
সংযুক্তা-হরণ ১৭৩
ঐ ২৬৪
কি সুখ আমার ২১৯

১০। বিবিধ।

বঙ্গবাসীর ইউরোপ ভ্রমণ ১১৭
ঐ ১৪৯
প্রিন্স অব ওয়েলস্ ১৬১
বিখ্যাত কৃষকগণ ৮৯
পুস্তক প্রাপ্তি ১৬০
ভারতবর্ষে যুবরাজের আগমন ৩৪৩
বাণিজ্য ১৭৮
সংক্রেটিসের চরিত্র ও মৃত্যু ২২৪
ঐ ২২৯

পৃষ্ঠা

অলঙ্কার
লণ্ডন মহানগর ২৫৬
বিবিধ ২৭৯

১১। বামাগণের রচনা।

নব বর্ষ ৩১
স্ত্রীলোকের অবশ্য শিক্ষণীয় কি? ৩২
স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা ৯২
নারিকেল বৃক্ষ ৯৫
স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা ১২৮
অশনি পতন ১৫৪
কেহ কারো নয় ১৫৬
পতি সতীর একমাত্র গতি ১৫৮
পতি শোকাতুরা রমণীর খেদ ১৯১
মাতৃ বিয়োগে কন্যার খেদ ২১৪
পিতৃবিয়োগে কন্যার খেদ ২২৫
বঙ্গকামিনীর খেদ ২২৭
আমিত উদাসীনা ২৮২
স্ত্রী কাব্য ২৮৫
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ঐ
ঈশ্বর স্তোত্র ২৮৬

১২। নূতন সংবাদ।

বৈশাখ ৩০
জ্যৈষ্ঠ ৬১
আষাঢ় ৯১
শ্রাবণ ১২৭
ভাদ্র ১৮৯
আশ্বিন ১৫৪
কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ২৫৩
ফাল্গুণ ও চৈত্র ২৮১